উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৩৮২.৭১ (-২৪৪.৯৮)
নিফটি : ২৫,৬৬৫.৬০ (-৬৬.৭০)

আইনি যুদ্ধে জয়ী পালং পনির ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৫°	২৬°	২৬°	২৩°
সর্বনিম্ন	১০°	১০°	১১°	১১°

হঠাৎ হাজির ২০০-র বেশি অফিসার ৩
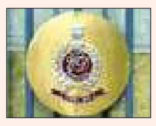

রাজকোটে ব্যর্থ রাহুলের শতরান লজ্জার হার ভারতের ১২

শিলিগুড়ি ১ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 15 January 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 237

আইপ্যাক-এ তল্লাশি

তৃণমূলের ধাক্কা, ইডি'র মামলা স্থগিত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : আইপ্যাক-এ তল্লাশি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে আপাতত ইডি'র বক্তব্যকে মান্যতা দিল হাইকোর্ট। অন্যদিকে, তৃণমূলের মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে। তল্লাশি অভিযান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল। দলের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে জানিয়ে সেই নথি সংরক্ষণের আর্জিও জানিয়েছিল তৃণমূল।

বিতর্কিত ফাইল হাতে মমতা।

কিন্তু বুধবার শুনানির সময় পালটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নথি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করে ইডি। সওয়াল-জবাব শেষে তৃণমূলের আবেদনের নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। অন্যদিকে, ইডি'র মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টে শুনানি মুলতুবি করার আর্জি জানান কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।

শীর্ষ আদালতে মামলার অগ্রগতি দেখে হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবারই অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চলির বেঞ্চে ইডি'র দুই মামলা শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বেলা ১১টায় শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

ইডি'র যুক্তি মেনে হাইকোর্ট তৃণমূলের মামলার নিষ্পত্তি করে দেওয়াটা শাসকদলের কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে করা হচ্ছে। আগের দিন বিশৃঙ্খলার কারণে শুনানি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বুধবার শুনানি হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে। মামলায় যুক্ত আইনজীবী ছাড়া আর কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তবে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয় একদিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে তৃণমূলের বক্তব্য, অন্যদিকে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইডি প্রশ্ন তোলায়।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার দাবি করেন ইডি'র আইনজীবী এসভি রাজু। ইডি'র মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে বলে হাইকোর্টে শুনানি মুলতুবি রাখার আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, 'মামলা এখন না শুনলে আকাশ ভেঙে পড়বে না।' তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীর দাবি, শীর্ষ আদালতে ইডি'র মামলায় পার্টি করা হয়নি তৃণমূলকে। *এরপর আটের পাতায়*

শনিবার কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধন। মালদায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নমো নমো

দূত 'দিদি'

শুক্রবার মহাকাল তীর্থের শিলান্যাস। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার তাঁর হাত ধরেই জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন

মহাদ্বৈরথ

উদ্বোধনের আগে আলোয় ভরে উঠেছে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন। জলপাইগুড়িতে বুধবার সন্ধ্যায়।

তেরঙা আলোয় সেজেছে সার্কিট বেঞ্চ

অনীক চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : পাহাড়পুর থেকে গোশালা মোড়ের পথে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে ঢুকতেই এলাহি আয়োজন চোখ টানতে বাধ্য। প্রথম গেটের ডানদিকে প্লাস্টিক ঘেরা সুবিশাল উদ্বোধনী মঞ্চ তৈরি হয়েছে। দর্শকদের বসার জন্য আলাদা আসনের ব্যবস্থাও সারা। এই ঘেরাটোপের ভেতরে গোটা পঞ্চাশেক এয়ার কন্ডিশনার বসানো হয়েছে। গেটের বাঁদিকে সাধারণ মানুষের জন্য পৃথক মহিলা ও পুরুষ রেস্টরুম। বিচারপতিদের যাতায়াতের পথে কিছুটা এগোলেই মঞ্চের পেছনে ভিভিআইপিদের জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষ। এক কর্মী জানান, উদ্বোধনের আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশেষ অতিথিরা সেখানেই বিশ্রাম নেবেন।

ভিভিআইপি রেস্টরুম পেরিয়ে প্রায় ১০ মিটার এগোতেই চোখে পড়বে ইট-ঘিয়ে রঙের সার্কিট বেঞ্চের সুবিশাল স্থায়ী ভবন। সেই ভবনের গায়ে পরতে পরতে বসানো তেরঙা এলইডি আলো সন্ধ্যার আলোয় এক নৈসর্গিক দৃশ্য তৈরি করেছে। সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধনের ঠিক দু'দিন আগে এই গেরুয়া-সাদা-সবুজ আলোর খেলায় সৌন্দর্যের বিচারে কলকাতা হাইকোর্টের মূল ভবনও যেন কিছুটা পেছনে পড়ে। সার্কিট বেঞ্চের সামনের খোলা বাগান থেকে ভবনটির দিকে তাকিয়ে থাকলে সময় যে কখন পেরিয়ে যায়, তা টের পাওয়া যায় না। ভবনের সর্বোচ্চ অংশে বসানো গেরুয়া আলো গোধূলির সূর্যের আভা তৈরি করেছে। *এরপর আটের পাতায়*

যামিনী রায়ের ছবি মোদির তাঁবুতে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : পুরাতন মালদায় বাইপাসের ধারে ফাঁকা জমিতে সাদা-গেরুয়া রঙে মোড়া বিশাল মঞ্চ গড়ে উঠছে। অদূরেই অস্থায়ী হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার মালদা রেল ডিভিশনের কর্তাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা গোটা এলাকার দখল নিয়েছিলেন। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারাও সেখানে ছিলেন। গোয়েন্দাদের নেতৃত্ব 'লেক্স'। সে অবশ্য কোনও পুলিশকর্তা নয়, একটি ল্যাব্রাডর কুকুর। বয়স মোটে ১৭ মাস, কিন্তু

কাজে দারুণ দক্ষ। এদিন সকালে তাকে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চষে বেড়াতে দেখা গেল। ব্যারাকপুরে ট্রেনিং দিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

তবে, এদিকে এখনও পর্যন্ত মালদা ডিভিশনের রেলকর্তাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের চূড়ান্ত সফরসূচি এসে পৌঁছায়নি। এতদিন জানা যাচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রী মালদার টাউন স্টেশনে গিয়ে বন্দে ভারতের স্লিপার রেকের উদ্বোধন করবেন। সেই ট্রেনটি হাওড়ার দিকে যাবে। তবে সম্ভবত সেই সূচির কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে। মালদা থেকে একটি মাত্র বন্দে ভারত স্লিপার রেক কামাখ্যার দিকে যাবে। আর সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নন, *এরপর আটের পাতায়*

মমতার মহাকাল তীর্থে গেরুয়ার ছোঁয়া

রাহুল মজুমদার

- ১৭ একর জমিতে গড়ে উঠবে বিশাল মন্দির
- মন্দিরের পিছন দিকে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে স্বয়ং মহাকাল
- শিলিগুড়ির শহরের যেকোনও প্রান্তে ঢোকার মুখ থেকে মহাকালের মাথা দেখা যাবে

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : বৈষ্ণব সংস্কৃতির জগন্নাথধামের পর শাক্ত ঘরানার মহাকাল মন্দির। হিন্দু ধর্মের দুই ঘরানার স্বাক্ষর দিঘার পর শিলিগুড়িতে। দুই-ই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। আরও ভালো করে বললে হিন্দুত্বের পালের হাওয়া কাড়তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনার বাস্তবায়ণ। জগন্নাথধামের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন নিজেই। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস তাঁর হাতেই হবে শুক্রবার বিকেলে।

গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে মমতা ও তাঁর দলের বৈরিতা যতই থাক, মহাকাল মন্দিরে থাকবে গেরুয়া রংয়ের ছোঁয়া। শিলিগুড়ি শহরের অদূরে প্রস্তাবিত মন্দিরটির এআই ছবি অনুযায়ী রং হবে হালকা গেরুয়া। মন্দিরের চূড়ায় থাকবে সোনালি রং। দিঘার জগন্নাথধাম ইতিমধ্যে ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠেছে। একই লক্ষ্যে মহাকাল মন্দিরকে সাজানোর পরিকল্পনা এখন স্পষ্ট।

রাজ্য সরকারের সংস্থা 'হিডকো'র করা ডিজাইন ও ড্রয়িংয়ের ভিত্তিতে 'এআই' প্রযুক্তি ব্যবহার করে মন্দিরটির ছবি তুলে ধরেছে। ওই ছবি অনুযায়ী মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকলেই দুই পাশে থাকবে ফুলের বাগান। আরেকটু সামনে এগোলে ছোট দিঘি। দিঘির পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে 'মহাকাল মহাতীর্থ' ধাম। মন্দিরের পিছন দিকে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মহাকাল।

দিঘার জগন্নাথধামের আছে ২৪ একর জমি। মহাকাল মন্দিরেরও কম নেই। মাটিগাড়ায় একটি উপনগরীর ঠিক উলটোদিকে প্রায় ১৭ একর জমি চিহ্নিত হয়েছে মন্দিরটির জন্য। মাসতিনেক আগে দার্জিলিং থেকে এই মন্দিরের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। *এরপর আটের পাতায়*

টার্গেট পূরণ করতে মদ্যপ ধরছে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : টার্গেট কী বিষম বস্তু তা যাঁরা সেলসের চাকরি করেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে জানেন। এখন পুলিশও জানছে। সংশিষ্ট পুলিশকর্মীদের রীতিমতো মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

'প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট' বা প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারির সংখ্যা বাড়াতে হবে বলে ওপরমহলের কড়া নির্দেশ রয়েছে। তাই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক থানা প্রতিটি টহলদারি ভ্যানকে কম করে হলেও রাতে দুজন মদ্যপকে পাকড়াও করতে অলিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছে। 'টার্গেট' পূরণ না করে অর্থাৎ দুজনের কম প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট হলে টহলদারি ভ্যান থানায় ঢুকে রিপোর্ট করলেই বকাঝকা বাঁধা। তাই রাতে টহলদারি ভ্যানের ডিউটি পড়লেই পুলিশকর্মীদের কপালে চিন্তার পুরু ভাঁজ।

বিধানসভা ভোটের আগে হঠাৎ কী কারণে পুলিশ মদ্যপদের ধরতে উদ্যোগী হল সেই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, এর সঙ্গে সরকারি কোষাগারের বিষয়টি জড়িয়ে। পুলিশ পাকড়াও করার পর মদ্যপদের পিআর বন্ডে ছাড়া হয়। *এরপর আটের পাতায়*

ডোনার আনুন, এক কথা সব ব্লাড ব্যাংকে

মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল ছাড়াও অলিগলিতে নার্সিংহোম। সরকারি থেকে বেসরকারি- সব জায়গাতেই রক্তের সংকট। ডোনার খুঁজতে কালঘাম ছুটছে। ভয়াবহ সেই পরিস্থিতির আজ প্রথম কিস্তি।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : উশকোখুশকো চুল। শুকনো মুখ। মেখলিগঞ্জের অশোক দাস তখন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের কাউন্টারে। হাতের স্লিপটি দেখিয়ে বললেন, 'আজ রাতের মধ্যে এক ইউনিট 'এ' পজিটিভ রক্ত লাগবে।' অশোকের ছেলে মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর 'কখন আসব...' প্রশ্নটি শেষ করার আগেই উত্তর এল, 'রক্ত বেশি নেই। ডোনার নিয়ে আসুন।'

চুপ হয়ে গেলেন অশোক। খানিক পরে মাথা চাপড়ে বললেন, 'মেখলিগঞ্জ থেকে এসেছি। এখানে কোথায় ডোনার পাব? আপনারা ব্যবস্থা করে দিন না।' অসহায় বাবার কাতর আর্জি কানে গেল না ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের। সারাদিনে এমন বহু আর্জিই তো শুনতে হয় তাঁদের। তাতে কান দিলে চলে!

অশোক বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন ময়ূখ বিশ্বাস। ময়ূখের চোদ্দো দিনের সন্তানের কঠিন অসুখ। ৪০০ গ্রাম রক্ত প্রয়োজন। 'বি' পজিটিভ গ্রুপ। ময়ূখের বাড়ি ময়নাগুড়ি। তাঁরও শিলিগুড়িতে তেমন পরিচিতি নেই। ব্লাড ব্যাংকের একই নিদান শুনে ফোন করলেন এক পরিচিতকে। অনুরোধ করলেন ময়নাগুড়িতে যদি এই গ্রুপের কোনও ডোনার

পাওয়া যায়।

ফোন কেটে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'এত বড় শহর। সারাবছর কোথাও না কোথাও রক্তদান হচ্ছে। কোথায় যায় বলুন তো সেগুলো?' উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় মেডিকেল কলেজ শিলিগুড়িতে। তাছাড়াও আছে প্রচুর নার্সিংহোম, বেসরকারি হাসপাতাল, পাড়ায় পাড়ায় চিকিৎসকের চেম্বার। উত্তরের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি বিহার, অসম, এমনকি বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রোগী আসেন এই শহরে। অনেকেরই প্রয়োজন হয় রক্তের।

মেডিকেল কলেজ ছাড়াও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। আছে একাধিক বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকও। সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, পুলিশ ও ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়। তবুও এ শহরে জরুরি প্রয়োজনে রক্ত জোগাড় করতে কালঘাম ছোটে অনেকের। বিশেষ করে যাঁরা বাইরে থেকে আসেন এবং যাঁদের পরিচিতির গণ্ডি খুব বড় নয়।

এই যেমন বিপ্লব সাহা। তাঁর মা বর্ধমান রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। কোন গ্রুপের রক্ত লাগবে, কাগজে লিখে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাতে। তিনি গেলেন সেবক রোডেরই একটি ব্লাড ব্যাংকে। সেখানে 'বি' নেগেটিভ এক ইউনিটও নেই। তাহলে উপায়? শুনতে হল সেই একই কথা, 'ডোনার নিয়ে আসুন।' এত ডোনার মিলবে কোথায়? উত্তর নেই।

কেন রক্তাল্পতায় ভুগছে ব্যাংকগুলো? সরকারি-বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের কর্তাদের উত্তরে *এরপর আটের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

গোটা বনবস্তির ত্রাতা মনোজ

এলাকায় অনেকেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর দশা। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না। ময়নাগুড়ির মনোজ সাহা অবশ্য সেই পরিস্থিতির বদল ঘটিয়ে সবাইকে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখাতে শেখাচ্ছেন।

আলোর সারথি

অভিরূপ দে

বুধুরাম বনবস্তিতে গ্রামের মানুষদের নিয়ে অনুষ্ঠানে মনোজ সাহা।

ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রামশাই বুধুরাম বনবস্তি। গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া এই এলাকা রোজকার দুনিয়ার অনেকটাই বাইরে। ২৮টি পরিবারে সবমিলিয়ে ১২৬ জন সদস্য। বেশিরভাগই আশপাশের নানা চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে যা আয় হয় তাকে মোটেও 'ভালো' বলা যায় না। কিছু সরকারি সাহায্য রয়েছে বটে কিন্তু তা পরিবার ঠিকমতো চালাতে মোটেও ভরসা দেয় না। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে যাতায়াতের বন্দোবস্ত নেই। এমন পরিবেশে থাকতে হলে যে কেউই আতঙ্কে ভুগবেন। এই বস্তির বাসিন্দাদের অবশ্য সেই আতঙ্ক নেই। 'মুশকিল আসান' হিসেবে যে তাঁদের পাশে রয়েছেন ময়নাগুড়ির মনোজ সাহা। সব সময়।

তাঁর কীর্তিটা একনজরে দেখে নেওয়া যাক। গ্রামের শিশু, বয়স্কদের প্রতিদিনের তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থার পাশাপাশি ছোটদের জন্য এলাকায় একটি মুক্ত বিদ্যালয়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গ্রামবাসীদের জন্য নতুন পোশাক। গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে কিংবা চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যেতে হলে সেই খরচ সামলানো। রয়েছে বিনামূল্যে অক্সিজেন ও অ্যাম্বুল্যান্সের বন্দোবস্তও। এখানেই শেষ নয়, *এরপর আটের পাতায়*

গুগল, জিও'র সঙ্গে এআই পাঠ

উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ সংবাদও

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : পড়াশোনার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কীভাবে সাহায্য করতে পারে, পড়ুয়াদের মধ্যে সেই ধারণা তৈরি করতে বিভিন্ন স্কুলে যৌথভাবে সার্টিফিকেট কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও এবং গুগল। তারই অঙ্গ হিসাবে বুধবার জলপাইগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেন রিলায়েন্স জিও-র প্রতিনিধিরা। রিলায়েন্স জিও-র প্রতিনিধিদের তরফে জানানো হয়, ভবিষ্যতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অপরিহার্য অংশ হতে চলেছে। হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলের প্রিন্সিপাল কৃতীকা ঘোষ বলেন, 'আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে কাজ করে লাভবান হব।'

শিলিগুড়ির দুন হেরিটেজ স্কুলেও এদিন একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে এআই কীভাবে পথপ্রদর্শন করবে ও গুগল জেমিনি ব্যবহারের সুবিধে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বোঝান বিশেষজ্ঞরা। স্কুলের নবম ও একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। পড়ুয়াদের জন্য এটি একটি সময়োপযুক্ত কর্মসূচি বলে স্কুলের প্রিন্সিপাল ডঃ মৃন্ময়কান্তি দাস জানান।

আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলেও এদিন এআই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে রিলায়েন্স জিও ও গুগল জেমিনি। প্রশিক্ষণ শিবিরে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এআই-এর ভূমিকা, স্মার্ট লার্নিং টুল, অনলাইন রিসার্চ, প্রেজেন্টেশন তৈরি, পরীক্ষার প্রস্তুতি ও সৃজনশীল কাজে এআই কীভাবে সহায়ক হতে পারে- সেসব বিষয় হাতে-কলমে দেখানো হয় পড়ুয়াদের।

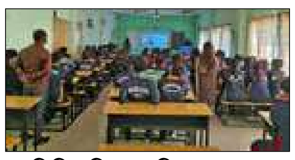

শিলিগুড়ির একটি স্কুলে চলছে এআই প্রশিক্ষণ শিবির। বুধবার।

প্রশিক্ষণ শিবিরে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষিকা মিলি মিত্র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সময়ের দাবি। এধরনের প্রশিক্ষণ পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।' অনুষ্ঠানে রিলায়েন্স জিও-র তরফে উপস্থিত ছিলেন জেসিএম রঞ্জিতকুমার ঝা, এফসিএনএ সুরজিৎ রায় এবং জেপিএল গোবিন্দ সাহা।

জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়া মালদার প্রিন্সিপ্রিয়া

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ জানুয়ারি : পাঁচ বছর বয়স থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু। অবশেষে স্বপ্নপূরণ। মালদার প্রিন্সিপ্রিয়া ভৌমিক আবারও প্রমাণ করল, যদি লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকা যায়, তবে সাফল্য ধরা দিতে বাধ্য। চলতি বছর রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার ১৫-১৬ বছর বিভাগে সেরার শিরোপা জিতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে প্রিন্সিপ্রিয়া। এবার তার নজর মিস ইন্ডিয়া ও মিস ইউনিভার্স।

প্রিন্সিপ্রিয়ার বাড়ি মালদা শহরের ৩ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে। সে শহরের একটি নামী বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা সুরজিৎ ভৌমিক পেশায় ব্যবসায়ী। মা পূর্ণিমা ভৌমিক সংসার সামলানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ইভেন্টে টুকটাক কাজ করেন। সেরা সুন্দরীর খেতাব জিতে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরেছে প্রিন্সিপ্রিয়া। সে জানিয়েছে, এবার জয়পুরের ক্লার্ক আমেরে জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। মোট ২৬টি রাজ্য থেকে প্রায় ১৭০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন প্র্যাকটিস সেশন ছিল। দ্বিতীয় দিন কালচারাল রাউন্ড। সেখানে প্রিন্সিপ্রিয়ার বিষয় ছিল বাংলার নবান্ন উৎসব। কালচারাল রাউন্ডে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এরপর তৃতীয় দিন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার মিস ইন্ডিয়ার মুকুট ওঠে প্রিন্সিপ্রিয়ার মাথায়।

প্রিন্সিপ্রিয়ার কথায়, 'পরিবার বরাবর আমার পাশে ছিল। এই জয়ের সমান ভাগীদার আমার পরিবার। বাড়ি ফেরার পর চারিদিক থেকে প্রশংসা পাচ্ছি। এখন আমার লক্ষ্য মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় মালদা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করা। তারপর মিস ইন্ডিয়া হিসাবে মিস ইউনিভার্সে প্রতিনিধিত্ব করা। এটা আমার স্বপ্ন, তাই পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়েছি।'

বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রিন্সিপ্রিয়া ভৌমিক। -সংবাদচিত্র

> **আমারই মেয়ে যখন এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে সাফল্য অর্জন করেছে, তখন গর্বিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ও এখন মিস ইন্ডিয়ার জন্য দু'বছর প্রস্তুতি নেবে।**
>
> -পূর্ণিমা ভৌমিক
> *প্রিন্সিপ্রিয়ার মা*

পূর্ণিমা বলেন, 'আমি একটি ইভেন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে কমবয়সিদের পাশাপাশি কলেজ পড়ুয়া, বিবাহিতা মহিলারাও আসেন। আমার মেয়ে-ই তাঁদের গ্রুমিং ও মডেলিংয়ের ক্লাস করায়। অনেকের ধারণা, ছোট জামাকাপড় পরে হাঁটা মানেই মডেলিং। কিন্তু মডেলিং আসলে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। আমারই মেয়ে যখন এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে সাফল্য অর্জন করেছে, তখন গর্বিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। ও এখন মিস ইন্ডিয়ার জন্য দু'বছর প্রস্তুতি নেবে।' ইতিমধ্যেই প্রিন্সিপ্রিয়ার কাছে বেশ কিছু অফার আসতে শুরু করেছে বলেও তিনি জানান।

মঙ্গলবার প্রিন্সিপিয়া জয়পুর থেকে মালদায় বাড়িতে ফিরেছে। তাকে ঘিরে প্রতিবেশীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই তাকে বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

নমোর স্তুতি কার্তিকের

রায়গঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : আগামী শনিবার মালদায় অমৃত ভারত সহ একাধিক ট্রেনের উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে তৎপর। হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে চলাচলকারী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন হবে সেদিন। রাধিকাপুর থেকে বেঙ্গালুরুগামী যে ট্রেনটি চলবে তাতে এমন কিছু জায়গায় স্টপ রয়েছে যেখান থেকে পুরী, বিশাখাপত্তনম, তিরুপতি, কাটপাডির মতো জায়গায় খুব সহজেই যাওয়া যাবে।' সিঙ্গুর থেকেও প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু ট্রেনের উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

মালদা টাউন স্টেশনে কিছু ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর পরিবর্তন

পরিচালনগত কারণে, ১৬.০১.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) ও ১৭.০১.২০২৬ তারিখে (শনিবার) মালদা টাউন স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির আগমন এবং প্রস্থানের প্ল্যাটফর্ম নম্বর নিম্নরূপে পরিবর্তিত হবে :

১৬.০১.২০২৬ তারিখে (শুক্রবার)

ট্রেন নং. ও নাম	প্ল্যাটফর্ম নং.
১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস	৫
১৩১৫৪ মালদা টাউন - শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস	
৫৫৪২২ বালুরঘাট - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার	
১৩৪১৬ পাটনা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস	৬
১৩৪১৭ দিঘা - মালদা টাউন এক্সপ্রেস	
১৩৪১৫ মালদা টাউন - পাটনা এক্সপ্রেস	
১৩৪১০ কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	
২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	৩
১৩০৩৪ কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস	
১২৫০৮ শিলচর - তিরুবনন্তপুরম অরোনই এক্সপ্রেস	
১৫৭৩৪ ভাতিন্দা - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস	
১৫৯৬২ ডিব্রুগড় - হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস	
১৩০৬৪ বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস	
১৩৪৬৫ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৭
১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	

১৭.০১.২০২৬ তারিখে (শনিবার)

ট্রেন নং. ও নাম	প্ল্যাটফর্ম নং.
১৫৭২২ নিউ জলপাইগুড়ি - দীঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস	৫
১৩১৫৩ শিয়ালদহ - মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস	
২০৫০৭ সাইরাং - আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেস	
১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	৩
১৫৬৫৮ কামাখ্যা - ওল্ড দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল	
১২০৪২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস	
১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৭
১৩৪৬৬ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	
৬৩৪০১ সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু প্যাসেঞ্জার	
১২৩৪৩ শিয়ালদহ - হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল	৪
১৩১৫৯ কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস	
১৩৪০৯ মালদা টাউন - কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	৬
৫৫৪২১ মালদা টাউন - বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার	
১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	
১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস	

যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

নামকরা তারকাদের সঙ্গে জোয়ার ভাঁটা-তে পিঠেপুলি উৎসব। রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ শয়তান, দুপুর ১.০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.৩০ ঘাতক, সন্ধে ৭.৩০ অন্যায় অবিচার, রাত ১০.৩০ পাগলু-টু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সুজন সখি, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.১৫ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৬.৪৫ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.১৫ সঙ্গী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চিঠি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩১ ফুকরে, দুপুর ২.০৮ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৫.১০ খিলাড়ি ৭৮৬, সন্ধে ৭.৩০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, রাত ১১.১০ আচার্য

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৯ ইজ্জতদার, বিকেল ৩.৩০ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ অর্জুন পণ্ডিত, রাত ১০.০০ হাউসফুল-টু

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫২ দিল হ্যায় বেতাব, দুপুর ১.৪৬ ক্ষত্রিয়, বিকেল ৫.০৭ নাজায়েজ, সন্ধে ৭.৪৮ ময়দান-এ-জঙ্গ, রাত ১০.৫০ আগ

জি সিনেমা : সকাল ১০.৫০ দ্য রোড, দুপুর ১.৫৭ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, বিকেল ৪.৪৩ কিক, সন্ধে ৭.৫২ স্কন্দ, রাত ১০.৫৪ খুঁখার

জি বলিউড : বেলা ১১.১০ মহারাজা, দুপুর ২.০০ অন্দাজ, সন্ধে ৭.৫৫ চালবাজ, রাত ১১.১৬ ধরম করম

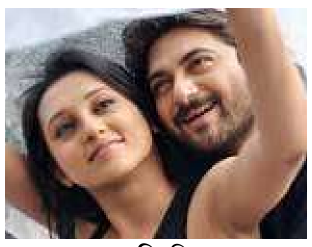

গল্প হলেও সত্যি বিকেল ৪.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

পিকনিক স্পেশাল পর্ব

চিকেন রোল উইথ ইয়েলো পেপার সস তৈরি শেখাবেন মৌসুমি মিত্র। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

স্মরণে

জ্যোতীকা রাণী বণিক

প্রয়াণ ১৫/১/২৩। তোমার শ্রীচরণে শত শত প্রণাম। ছেড়ে দিতে নাহি চাই, তবুও ছেড়ে দিতে হয়, তুমি আছো আমাদেরই হৃদয় মাঝে, মোদের দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। বণিক পরিবার, রবীন্দ্রনগর, শিলিঃ। (C/113663)

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং (WB-63 20100873781) পিতার নাম ভুল করে Umar Hoque থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 13.01.2026 অ্যাফিডেভিট বলে Umar Ali হইল। Esraful Haque, সাং- সুকারুরকুঠি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং (WB-63 19990940940) পিতার নাম ভুল করে Omar Ali থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 13.01.2026 অ্যাফিডেভিট বলে Umar Ali হইল। Sirajul Hoque, সাং- সুকারুরকুঠি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

দিনহাটা Ld. JM কোর্টে 31.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Hasanur Jaman পিতা Abu Siddik Ali হলাম। সাং- নান্দিনা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

•

দিনহাটা Ld. JM কোর্টে 31.12.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Babu Hoque Saheb পিতা Lt. Bayatulya Miya হলাম। সাং- নান্দিনা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৭৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T No.
KMG/BDO-ET/17/2025-26 (2nd Call)
KMG/BDO-ET/22/2025-26 (2nd Call)
KMG/BDO-ET/14/2025-26 (3rd Call)
KMG/BDO-ET/15/2025-26 (3rd Call)
KMG/BDO-ET/16/2025-26 (3rd Call)
KMG/BDO-ET/21/2025-26 (3rd Call)
under APAS
Last date and time for bid submission-21/01/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Notice Inviting Tender
Tenders are invited vide NIT No.-03/BDO/K-I of 2025-26 Dated - 14.01.2026 by the B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, intending bidders are requested to visit the Block office for details. Last date of application for Tender paper at 21.01.2026 up to 14:00 PM.
Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

Cancellation of Advertisement for Recruitment
The advertisement vide memo no. 2904/DH&FWS/SLG/23 Dated 26-12-2023, Part of 2905/DH&FWS/SLG/23 dated 26-12-2023, 2578/DH&FWS/SLG/24 Dated 03/09/2024 by the CMOH, Darjeeling for the selection of the contractual staffs under various health programmes under DH &FWS, SMP stands cancelled.
For details please check **www.wbhealth.gov.in www.siliguri.gov.in www.darjeeling.gov.in**
Sd/- Chief Medical Officer of Health, Darjeeling &
The Secretary, DH&FWS, Siliguri

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himachal Vihar, Near-Passport Seva, Laghu Kendra, Matigara-734010
RECRUITMENT NOTICE
Applications are hereby invited from suitable retired state/central Government Sub-Assistant Engineer (Civil) at Siliguri Jalpaiguri Development Authority on contractual basis for a period of 1 (one) year, which may be renewed on year wise basis on satisfactory service of the candidate concerned. Applicants age should not be above 64 years as on 01.01.2026. Willing candidates should submit the application within 30.01.2026. For details please visit the website-**www.sjda.org** or contact Administrative Section of SJDA at (0353)2512922, 2515647.
Sd/-
Chief Executive Officer

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪০১, তারিখ: ১২.০১.২০২৬, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **কাজের নামঃ** (১) "ভাগলপুরে কোচিং স্টেবলিং লাইনের জন্য ওএইচই এবং আলোর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "মালদা ডিভিসনের মেন লাইনে বারিয়ারপুর (বিইউপি) এবং ধরহরা (ডি আরএইচ)-এর জন্য সিআইবি টিএইবি-র ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) "বাঁকা-বাঁকা স্টেশনে দ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা স্থাপন" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৮,৯৯,৮২৯.৪০ টাকা, **বায়নামূল্যঃ** ৯৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০.০১.২০২৬ থেকে ০৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ** ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**, নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/ অফিস/মালদা টাউন। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-293/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Sri Subhash Sarkar পিতা স্বপন সরকার টটপাড়া, আলিপুরদুয়ার, গত ১২-১১-২০২৪ (ইং) তারিখে Judicial Magistrate আলিপুরদুয়ার কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 9201) বলে Subhash Sarkar এবং Subhas Sarkar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (C/120000)

•

ভোটার ID কার্ড নং WB/01/004/555097 আমার নাম ভুল থাকায় গত 14.01.26 J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rajkumar Nindra এবং Rajib Nindra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Rajib Nindra মুছে দিয়ে উল্লেখিত ভোটার লিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিতে শংসোধন করে আমার নাম Rajkumar Nindra পেতে এই হলফনামা পেশ করলাম। S.N. রোড বাই লেন। কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, পোঃ+জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। (C/118991)

•

আমি MD Zakir Hossain, S/o- Milkul Hoque, Vill- Samir Gharami Tola, P.O.- Alinagar, P.S.- Kaliachak, Dist-- Malda, আমার H.S, B.Sc (Hons), M.Sc. and B.Ed ও আধার কার্ডে আমার নাম MD Zakir Hossain আছে কিন্তু মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট Index No- RI-005, Reg No- R1005061-001 Roll- R10251, No- 0065 আমার নাম ভুল থাকায় গত 2/12/2016তে প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Zakir Hossain থেকে Md Zakir Hossain করা হয় যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119997)

•

আমি Laili Bibi, W/o- Rabu Rahaman, Vill- Narendrapur, P.O- Kanchantar, P.S- English Bazar, Dist- Malda, Pin- 732103 (WB) আমার DOB 25/05/1985, কমলাবাড়ী হাইস্কুলে পড়াশোনাকালে স্কুল ঠিকানা (P.O- Kamalabari, P.S- English Bazar, Dist- Malda). আমার নাম Gouri Mandal (D/o- Naresh Ch Mandal @ Naresh Mandal, Gour Banga Jodupur, P.O- Kamalabari, P.S- English Bazar, Dist- Malda) ছিল, 2007 এ আমি মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে Rabu Rahaman, S/o- Muklesur Rahaman-এর সাথে বিয়ে করি ও নাম পরিবর্তন করে Laili Bibi রাখি, আমার এক মেয়ে (Rakiba Khatun, DOB- 22/12/2008) ও এক ছেলে Mobarak Sk, DOB- 31/08/2011) বর্তমান, গত 18 বছর ধরে আমি সংসার করছি, গত 13/01/2026 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমি Laili Bibi, W/o- Rabu Rahaman নামে পরিচিত হলাম, Gouri Mandal, D/o- Naresh Ch Mandal @ Naresh Mandal @ Laili Bibi, W/o- Rabu Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120001)

কর্মখালি

B. Tech/Diploma in Civil & Mechanical, Site Supervisor (Experienced, Fresher), Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (C/120003)

•

হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে একজন প্রাইভেট ড্রাইভার (অভিজ্ঞ, সমস্ত ধরনের এলাকায় ড্রাইভ করতে সক্ষম) নিয়োগ করবে। মাসিক বেতন ১৫,০০০/- এবং বহিরাগতদের জন্য বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা আছে, আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন - Mob: 9733263726.

•

E-Commerce কোম্পানীতে Lastmile Delivery করার জন্য শিলিগুড়ি অঞ্চলে 734002, 734003, 734005, 734009, 734010, 734011, 734012, 734013, 734014, 734015, 734421- এই পিনকোডগুলোতে পুরুষ প্রার্থী চাই। ১ কপি বায়োডাটা, ২ কপি ছবি, বাইক, পার্মানেন্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান, আধার কার্ড আবশ্যক। আয় ঃ 30000 পর্যন্ত এবং ১ লাখ টাকার Medical Insurance এবং ৫ লাখ টাকার Accidental Benefit-এর সুবিধা। যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ। বয়স ঃ ২১-৩৫। যোগাযোগ ঃ Zodiac Express Pvt. Ltd. 9830741640, 6296051762. (K)

বিক্রয়

Flat for sale 'Kuber Shree Apartment', 3BHK, Burdwan Road, Near Heritage Hospital, Santhosi Nagar, Siliguri. 9871790983, 8367810278.

•

মালদা জেলার উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর (জেএল-102) মৌজার, 109 দাগে নিজ খতিয়ান (12331 নং) মূলে 12.38 শতক জমি সত্বর বিক্রয় করিতে চাই। প্রকৃত ক্রেতা সত্বর যোগাযোগ করুন। পাপ্পু কুমার সাহা - 9563413012. (C/119999)

অ্যাফিডেভিট

15-09-25 তারিখ কোচবিহার সদর J.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে দুটি শিশুর জন্ম সার্টিফিকেটে, আমার নাম আজাদি মিঞার বদলে, আজিরউদ্দিন মিঞা হলাম। ছোট নলঙ্গীবাড়ি, কোচবিহার।

•

আমি Dibendu Ghosh, পিতা: Kalachan Ghosh, ঠিকানা: উত্তর ইটখোলা, ওয়ার্ড নং 7, পোঃ ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 6920200001696-এ আমার নাম ভুলবশত Debendu Ghosh উল্লেখ থাকায় গত ১৩/০১/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Debendu Ghosh থেকে Dibendu Ghosh, করা হল। Dibendu Ghosh এবং Debendu Ghosh একই ব্যক্তি। (C/118794)

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনে সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), বারহারওয়া (বিএইচডব্লু), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), পীরপৈঁতি (পিপিটি), রাজমহল (আরজেএল) এবং মুঙ্গের (এমজিআর) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-০২-২০২৬
ক্রমিক নং., লট নং, স্টেশন নিম্নরূপঃ **(১)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-টিওআই-৪১-২৫-৩, সুলতানগঞ্জ **(২)** পিএনইউ-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-টিওআই-০৫-২৬-১, বারহারওয়া **(৩)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫০-২৫-২, শিবনারায়ণপুর **(৪)** পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৫-২, পীরপৈঁতি **(৫)** পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-৩, রাজমহল **(৬)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের **(৭)** পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫১-২৫-২, শিবনারায়ণপুর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-292/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যে কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া আগে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে নিন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বৃষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সুবাদে ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। স্ত্রীর হস্তক্ষেপে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিপত্তি বজায় থাকবে। হঠাৎ কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ, জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। কর্কট : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। সিংহ : শিল্পী ও কলাকুশলীদের আজ নতুন কোনও কাজের খবর মিলতে পারে। বিদেশে কর্মরত সন্তানের সুখবর পাবেন। কন্যা : আজ ব্যবসায়ীদের আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পারলে প্রতিপত্তি বাড়বে। তুলা : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ফলে পদোন্নতি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। নার্ভের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে স্থাবর সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে বদলির খবরও পেতে পারেন। কর্মপ্রার্থীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। মকর : পাওনা টাকা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে একটু চিন্তা যাবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আজ চেষ্টা করুন কিছুটা ঋণ শোধ করার। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। মীন : জমি, বাড়ি, কেনার জন্য অন্যের কথায় বিনিয়োগ করবেন না। ভোগবিলাসে অত্যধিক টাকা খরচ করায় সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ পৌষ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬, ১ মাঘ, সংবৎ ১২ মাঘ বদি, ২৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১৮। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাত্রি ৮।৩৪। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অহোরাত্র। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৯।৫১। কৌলবকরণ দিবা ৭।২৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৩৪ গতে গরকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ রাত্রি ৮।৩৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈঋতে, রাত্রি ৮।৩৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।২৭ গতে ৫।১৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৭ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। রাত্রি ৮।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৩৪ মধ্যে মাসদগ্ধা। পূর্বাহ্ণ ১০।০ মধ্যে একাদশীর পারণ। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। পশ্চিমঙ্গের কোনও কোনও স্থানে সায়ংকালে বহিঃপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপুজো। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্নানের পর তটজুড়ে নারকেল, ফুল

পুলকেশ ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে বুধবার ২৫ লক্ষ পুণ্যার্থী অবগাহন করলেন গঙ্গাসাগরে। এবারে এই নিয়ে ৮৫ লক্ষ মানুষ পুণ্যস্নান সেরেছেন গঙ্গাসাগরে। বুধবার রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এই দাবি করেছেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেছেন, 'তিল আর গুড়ের মিষ্টত্বে ভরা মকর সংক্রান্তি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবার জীবন সুখ-সমৃদ্ধি এবং সফলতায় ভরে উঠুক।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সবাইকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

স্নানের মহাযোগ শুরু হয় দুপুর একটা বেজে উনিশ মিনিটে। কিন্তু কাকভোর থেকেই থিকথিকে ভিড়ে রীতিমতো বেসামাল পরিস্থিতি। লট-৮ এ আটকে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েন সাগরের জলে। ভাঙনের কারণে বন্ধ রাখা ঘাট বাদে সর্বত্র বিপুল সংখ্যক মানুষ স্নান সেরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ধাবিত হন। স্নান সেরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিলে পুর্নজন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে ভর করে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ৮ থেকে ৮০'র ভক্তবৃন্দকে ড্রপ গেট দিয়েও পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক, সিভিক পুলিশের বাহিনী আটকে রাখতে হিমসিম খায়। দেশি-বিদেশি ভক্তের দল অব্যবস্থার অভিযোগও তোলেন। ভিড়ের দাপটে যে যথেষ্ট 'অসুবিধা হয়েছে', তা অরূপ স্বীকার করলেও বিষয়টিকে 'বদনামের অপচেষ্টা' হিসাবেই দেখছেন।

মেসি কাণ্ডের পর থেকে বড় ইভেন্টের ক্ষেত্রে অরূপকে সামনের সারিতে দেখা যায়নি। কিন্তু মমতা যে আবারও অরূপেই আস্থা রাখছেন তার উদাহরণ এই মেলা। প্রতিদিনের সাংবাদিক বৈঠকের দায়িত্বও তাঁরই হাতে। ভিড় ও ঠাণ্ডায় এদিন আরও দু'জনকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠিয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অসমের বাসিন্দা ৫১ বছরের মিঠু মণ্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। সাগরমেলায় এটিই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা।

ভালো রেখো... বুধবার গঙ্গাসাগরে। - রাজীব মণ্ডল।

ভিড়ের চাপে সারাদিনই মাইকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা। পুণ্যার্থীদের ভিড় আর অস্থায়ী আবাসনে কান পাতলেই কান্নার আওয়াজ। বজরং দলের শিবিরে আর হ্যাম রেডিওর স্বেচ্ছাসেবকদের চূড়ান্ত ব্যস্ততা তাঁদের নিয়ে। বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ নিয়ে হিমশিম। ভিড়ের সুযোগে পকেটমারদেরও রমরমা। দেখা হল মোহন্ত ধর্মরাজের সঙ্গে। তাঁদের দু'জনের পকেটমারি হয়েছে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২৭২টি পকেটমারির ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালপত্র উদ্ধার হয়েছে বলে তাঁর দাবি। গ্রেপ্তার ৭৭২ জন।

দুপুরে যখন আসল স্নানযোগ শুরু হল, তখন সাগরতট অনেকটাই ফাঁকা। তট জুড়ে ছড়িয়ে পুজোর নারকেল, ফুল। সৈকত প্রহরী জাহিদ ব্যস্ত তট সাফাইয়ে।

হঠাৎ হাজির ২০০-র বেশি অফিসার

নিজাম প্যালেসে দফায় দফায় বৈঠক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কয়লা পাচার মামলায় গত সপ্তাহেই তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অফিস এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ চরমে উঠেছে। এরই মধ্যে গত কয়েকদিনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআইয়ের ২০০ জনেরও বেশি অফিসার কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারি হস্টেল ও কয়েকটি বেসরকারি হোটেলে তাঁদের রাখা হয়েছে। বুধবার নিজাম প্যালেসে এই আধিকারিকরা দফায় দফায় বৈঠক করেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ছাড়াও এই দুই তদন্তকারী সংস্থার হাতে এই রাজ্যের বালি, কয়লা, গোরু পাচার, চিটফান্ড কেলেঙ্কারি সহ একাধিক মামলা রয়েছে। এছাড়া র‍্যাশন দুর্নীতি মামলারও তদন্ত চালাচ্ছে এই দুই সংস্থা। এদিন এই মামলার তদন্তকারী আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের দফায় দফায় বৈঠক হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যে ফের বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান হতে পারে বলেই সূত্রের খবর।

গত বৃহস্পতিবার লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেক সেক্টর-ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে

■ দিল্লি, মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশের অফিসাররা এসেছেন

■ রাজ্যে চলা মামলাগুলি নিয়ে তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক

■ ফের বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

একযোগে তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি চলাকালীন এই দুই জায়গাতেই পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। ইডি ও সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রাজ্যে চলা মামলাগুলির তদন্তে অগ্রগতি কী, কতগুলি চার্জশিট আপাতত আদালতে জমা পড়েছে, অভিযুক্তদের কতজন পলাতক রয়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে কোন মামলার সূত্রে একঝাঁকে এতজন অফিসার কলকাতায় এসেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এই অফিসাররা কেউই এরাজ্যে কোনওদিন কর্মরত ছিলেন না। মূলত দিল্লি, মুম্বই ও উত্তরপ্রদেশ থেকেই এই অফিসারদের জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতিসক্রিয়তা যে আরও দেখা যাবে তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে ইডি। ফলে পরিস্থিতি কোনদিকে যায় তার ওপর নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

টেট তালিকায় নজর একাধিক বিষয়ে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করছে রাজ্য। সেই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে একাধিক স্তরের চাকরিপ্রার্থীদের বিষয়ে নজরে রাখতে হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরকে। চাপ বাড়াচ্ছে শিক্ষকমহলও। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি সহ শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের উদ্দেশে তাদের আবেদন, অবিলম্বে রাজ্যের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা হোক, যাতে কোনও শিক্ষক রাজ্যের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের ফলে বিপদে না পড়েন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি ট্রেন্ট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে ২০১১ সালের আগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই শিক্ষকদের টেট পরীক্ষায় বসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কারণ, ২০১১ সালের ২৯ জুলাই প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ওই সমস্ত শিক্ষক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের আওতায় পড়ছেন না। ২০০১ সালের প্রাথমিক নিয়োগ নীতি অনুযায়ী টেট বাধ্যতামূলক নয়। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের দাবি, ২০০৯ সালের শিক্ষা অধিকার আইনের পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত

> ২০১৬ সালের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে দেখানো হলে আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।
>
> **সৌরেন ভট্টাচার্য**

সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে টেট মুক্ত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারীর কথায়, রাজ্যে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এই শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার আগে প্রকাশিত হলেও নিয়োগ কার্যকর হয়েছে বহু বছর পর। এই প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার ভুক্তভোগী শিক্ষকরা হতে পারেন না। ফলে, তাঁদেরকে টেট অনুত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা সম্পূর্ণ অন্যায্য।

বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, ২০১৬ সালে প্রথম এসএলএসটি পরীক্ষার আগে নিযুক্ত সকল ক্যাটিগোরির শিক্ষককে উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নয়, নরম্যাল সেকশন শিক্ষক হিসেবে দেখাতে হবে। সংগঠনের অভিযোগ, বাংলার শিক্ষা পোর্টাল থেকে রাজ্য সরকার শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ করবে। কিন্তু ওই পোর্টালে শিক্ষকদের সেকশন সংক্রান্ত তথ্য এখনও সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধন করা হয়নি। ডক্টর সৌরেন ভট্টাচার্য বলেন, '২০১৬ সালের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে দেখানো হলে আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।' শিক্ষক মহলের প্রত্যেকটি অভিযোগকে খতিয়ে দেখে টেট অনুত্তীর্ণ শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট তথ্য তৈরি করছে শিক্ষা দপ্তর।

উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে অভিষেক। সংবাদচিত্র

শুভেন্দুকে তলব চাঁচল থানার

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাতদিনের মধ্যে চাঁচল থানায় হাজিরা দিতে নোটিশ পাঠাল পুলিশ। সোমবার চাঁচল থানার আইও মহম্মদ মনিরুল ইসলামের সই করা এই নোটিশ হাতে পেয়েছেন শুভেন্দু। প্রাক্তন পুলিশ কর্তা ও তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এই নোটিশ ইস্যু করেছে চাঁচল থানা। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২ জানুয়ারি চাঁচলে সভা করতে গিয়ে প্রসূনকে লক্ষ্য করে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'গনি খান চৌধুরীর পরিবারকে কেউ চোর বলতে পারবে না। কিন্তু এখন মালদার ক্ষমতা যাদের হাতে চলে গিয়েছে...। খগেন মুর্মুর কাউন্টিং এজেন্টদের গণনার আগের দিনে এই প্রসূন একটা ডাকাত, লম্পট, চরিত্রহীন ইয়াসিনকে নিয়ে ভোট লুঠ করতে গিয়েছিল।'

প্রসূনের দাবি, সভা থেকে শুভেন্দু শুধু তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণই করেননি, সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক একাধিক মন্তব্যও করেছেন। এর বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ জানানোর পর প্রসূন বলেন, 'একটা কনস্টেবলকে খুন করেছে। ভয়ের চোটে এতদিন হাইকোর্টের রক্ষাকবচ নিয়ে গ্রেপ্তারি এড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এবার তদন্ত হবে। মৃত কনস্টেবলের বৌ ১৬৪ ধারায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মামলাও করবে।' বেশ কয়েক বছর আগে শুভেন্দুর নিরাপত্তায় থাকা এক কনস্টেবলের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নতুন করে সেই মামলা শুরু করতে চেয়েছিল রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে গ্রেপ্তারি নিয়ে রক্ষাকবচ থাকায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বেশি দূর এগোতে পারেনি রাজ্য। সম্প্রতি শুভেন্দুর সেই রক্ষাকবচ তুলে নিয়ে নিয়েছে হাইকোর্ট। তারপরেই এদিন চাঁচলের প্রসঙ্গে পুরোনো সেই মামলার কথা তুলে এনে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী কী বলেছেন, সেটা আমরা সবাই শুনেছি। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে যা বলেছেন, তার জন্য কেউ আদালতে মানহানির মামলা করতেই পারেনি। কিন্তু পুলিশের কাছে এফআইআর করার উদ্দেশ্য কী সেটা স্পষ্ট নয়। প্রসূনবাবু একসময় মালদা সহ এই এলাকার ডিআইজি ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি তাঁর পুরোনো পদের অমর্যাদা করছেন।' চাঁচল থানার নোটিশকে প্রতিহিংসার রাজনীতি বলেই দেখছে বিজেপি।

শুভেন্দুকে নোটিশ প্রসঙ্গে চাঁচল থানার আইসি অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'প্রসূনবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে শুভেন্দুবাবুকে (৩৫/৩)বিএনএসএস ধারায় নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে ওঁকে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।'

সিইও দপ্তরে তৃণমূল-বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ফরাক্কার বিধায়কের নেতৃত্বে শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা শাসকের কাছে জরুরি রিপোর্ট তলব করে এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন সিইও। খবর, ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও শুনানি কেন্দ্রে হামলার ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে পাওয়া ভিডিওতে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) শুনানিকেন্দ্রে গণ্ডগোলের সময় স্থানীয় বিধায়ককেও সেখানে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অধীন ফরাক্কা থানা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে বিডিও অফিসে শুনানি চলাকালীন আচমকাই সেখানে হামলা করে দুষ্কৃতীরা। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে জোর করে নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুনানি বন্ধ করে দেয় দুষ্কৃতীরা।

শুনানি পর্বের মধ্যেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও বাদ দেওয়া নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির তর্জায় সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআরের লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় এখন ফর্ম-৭ দিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম কাটার উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন। তারপরেই পথে নেমেছে তৃণমূল। এদিকে ফর্ম-৭ জমা না নেওয়ার জন্য এইআরওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি।

বুধবার তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, মন্ত্রী শশী পাঁজা ও মানস ভুঁইয়া সিইও দপ্তরে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁদের স্মারকলিপি পেশ করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে নদিয়ায় হাজার হাজার ফর্ম-৭ জমা করে ইআরওদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বিজেপি। ১১ হাজার ৪৭২ জনের নাম শুনানিতে বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে শুধু নদিয়া থেকেই বাদ গিয়েছে ৯ হাজার ২২৮ জনের। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'ফর্ম-৭ নিয়ে এইআরওদের ওপর মাইক্রো অবজার্ভারদের দিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে বিজেপি। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। অবিলম্বে এটা বন্ধ করতে হবে।' তৃণমূলের পরেই সিইও-র কাছে পালটা দাবি নিয়ে হাজির হয় বিজেপির প্রতিনিধিদল। বিজেপির দাবি, রাজ্যজুড়েই ফর্ম-৭ জমা নিতে অস্বীকার করছে আধিকারিকরা।

মালদা টাউন - কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা

কামাখ্যা ও হাওড়া-র মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা তথা ২৭৫৭৬/২৭৫৭৫ কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করা হবে। একটি উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন তথা ০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল ১৭.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে মালদা টাউন থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং নিম্নলিখিত সম্ভাব্য সময়সূচী ও স্টপেজ অনুসারে চলবে :

স্টেশন	০২০৭৫ মালদা টাউন-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনী স্পেশাল		
	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
মালদা টাউন	–	১৩.১৫	১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)
আলুয়াবাড়ী রোড	১৫.১৫	১৫.২০	
নিউ জলপাইগুড়ী	১৬.০৫	১৬.১৫	
জলপাইগুড়ি রোড	১৬.৫০	১৬.৫৫	
নিউ কোচবিহার	১৮.০৫	১৮.১০	
নিউ আলিপুরদুয়ার	১৮.২৫	১৮.৩০	
নিউ বঙ্গাইগাঁও	২০.০০	২০.০৫	
রঙ্গিয়া	২১.৩০	২১.৩৫	
কামাখ্যা	২৩.১৫	–	

ট্রেনটির নিয়মিত পরিষেবা সম্পর্কে পরে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে। গঠন : ১৬ কোচ বন্দে ভারত স্লিপার রেক।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)

নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবন

নং : সি.২৮/এনএফআর/সিবি/এনএফকে/মালদা/ডিআইডিএন/২০২৬ তারিখ : ১২.০১.২০২৬

আগ্রহী পার্টিদের অনুরোধ করা হচ্ছে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে তাঁদের পরিকল্পনা এবং ব্যবসার/টার্নওভারের প্রত্যাশিত পরিমাণ এবং প্রস্তাবিত লভ্যাংশ ভাগাভাগির পদ্ধতি বা অন্য কোনো পরামর্শ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন সহ আগ্রহের প্রকাশ জমা করার জন্য।

এই বিষয়ে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য, ইওআই-তে (www.er.indianrailways.gov.in-তে উপলব্ধ) নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংস্থাগুলির সাথে একটি মিটিং আহ্বান করা হবে।

ইওআই-তে অংশগ্রহণ, পরবর্তীকালে আহ্বান করা কোনো টেন্ডারে অংশগ্রহণের কোনো অধিকার প্রদান করে না।

আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তিদের, নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবনের জন্য "আগ্রহের প্রকাশ" লেখা একটি সিলকরা খামে ইওআই আবেদনপত্র ভরে ০৪.০২.২০২৬ তারিখ বিকাল ৫টার মধ্যে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অথবা স্টেশন ম্যানেজার/নিউ ফরাক্কার কার্যালয়ে জমা করতে হবে এবং আবেদনপত্রগুলি ০৫.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায় খোলা হবে। আবেদনপত্র ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্র ডাউনলোড করার শেষ তারিখ ০৪.০২.২০২৬ দুপুর ২টা অবধি।

সুষ্ঠ যোগাযোগের জন্য আগ্রহ প্রকাশের (ইওআই) আবেদনে পিন কোড সহ সম্পূর্ণ ঠিকানা, ই-মেল ও মোবাইল (হোয়াটসঅ্যাপ) নম্বর উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রটি "সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম কার্যালয়, মালদা ডিভিশন, ২য় তল, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১০২"-কে সম্বোধন করতে হবে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

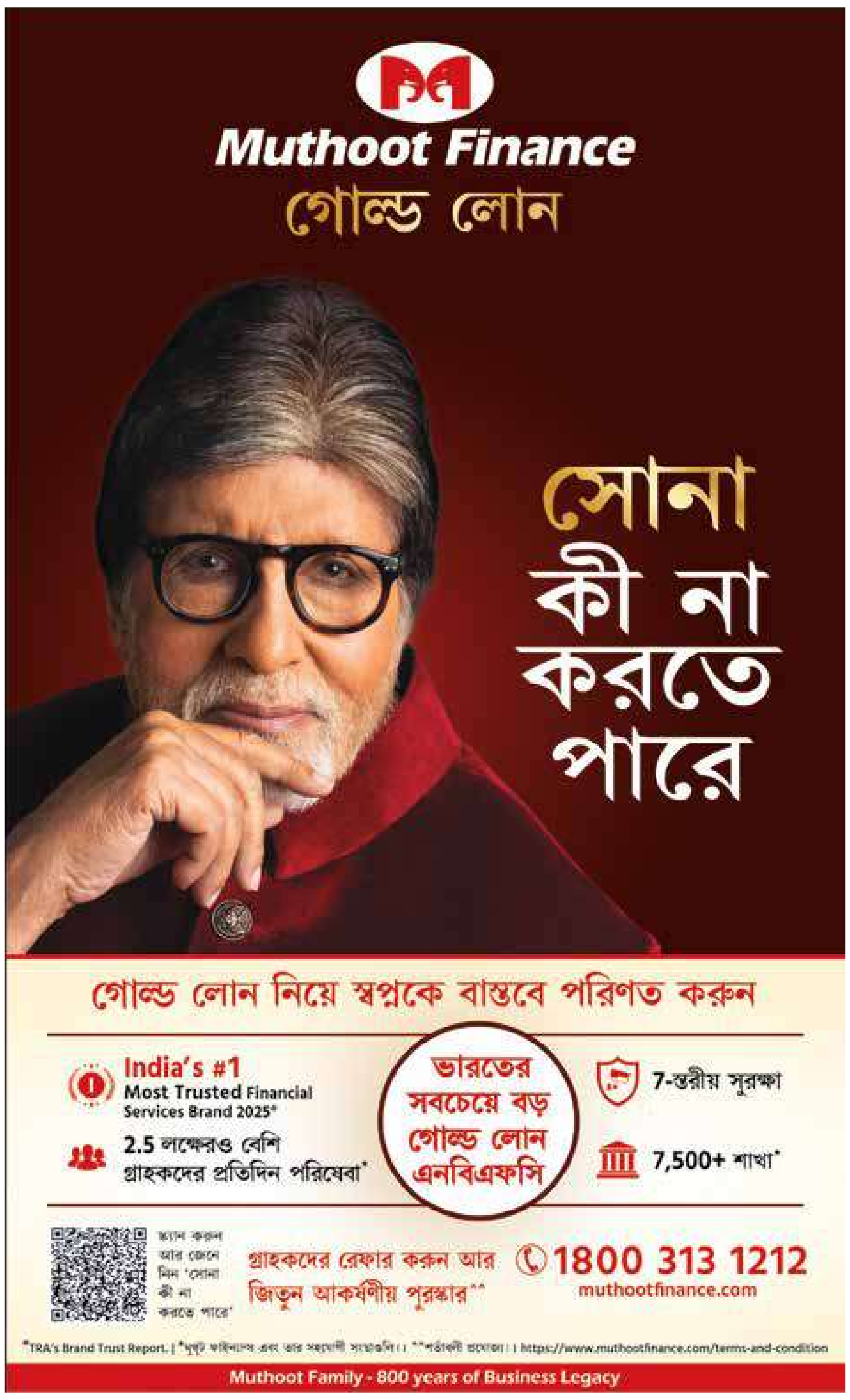

Public Notice

The vehicles as listed below, which has been seized in connection with cases initiated under Bengal Excise Act, 1909, as amended up to date is presently lying in Excise malkhanas, under the custody of Excise officer in Charge of the respective Excise Circles under Alipurduar Excise District.

SL No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle/Station
1	Two wheeler	WB-86-0624	---	---	Hero Glamour motor bike	SI's SL No. 55/17-18 Date : 05-10-2017	Alipurduar
2	Two wheeler	WB-70E-1035	---	---	Honda Aviator	SI's SL No. 125/22-23 Date : 03-03-2023	Alipurduar
3	Two wheeler	WB-72A-7463	---	---	Bajaj Kawasaki Boxer	SI's SL No. 50/2022-23, Dated : 15.07.2022	Kumargram
4	Two wheeler	WB-70P-8751	---	---	Honda Grazia	ASI's SL No. 10/2024-25, Dated : 18.05.2024	Kumargram
5	Two wheeler	WB-70B-1100	---	---	TVS Star City 100	SI's SL No. 128/2015-16, Dated : 28.01.2016	Kumargram
6	Two wheeler	WB-70A-3044	---	---	Bajaj Discover	SI's SL No. 207/2021-22, Dated : 24.12.2021	Kumargram
7	Two wheeler	WB-70C-6579	---	---	TVS Star City 110	SI's SL No. 146/2020-21, Dated : 20.09.2021	Kumargram
8	Two wheeler	WB-70F-9500	---	---	TVS Jupiter	ASI's SL No. 16/24-25-26, Dated : 09.04.2024	Birpara
9	Two wheeler	WB-70K-6362	---	---	Two wheeler	SI's SL No. 63/23-24, Dated : 03.02.2024	Birpara
10	Two wheeler	WB-72N-1025	---	---	Two wheeler	SL No. 06/24-25, Dated : 24.05.2024	Birpara
11	Two wheeler	WB-72E-7472	---	---	Two wheeler	SI's SL No. 56/17-18, Dated : 29.07.2017	Birpara
12	Two wheeler	WB-70K-2603	---	---	TVS JUPITER	ASI's SL No.289/23-24, Dated : 06.03.2024	Birpara
13	Two wheeler	WB-74X-6150	---	---	Super Splendor	SI's SL No. 110/19-20, Dated :04.07.2019	Birpara
14	Two wheeler	WB-70G-8184	---	---	Honda Activa 125	S.I's SL No.50/19-20, dt–09.08.2019	Jaigaon
15	Two wheeler	WB-70D-9860	---	---	Honda Activa	S.I's SL No. 106/18-19 dt -05.11.2018	Jaigaon
16	Two wheeler	WB-70C-2115	---	---	Bajaj Discover	S.I's SL No. 163/18-19 dt -11.02.2019	Jaigaon
17	Two wheeler	WB-74Z-1304	---	---	Honda Hunk	S.I's SL No. 51/19-20 dt –11.08.2019	Jaigaon
18	Two wheeler	WB 72 5788	---	---	---	S.I's SL No. 144/19-20 dt -22.02.2020	Jaigaon
19	Two wheeler	WB 74V 4582	---	---	Hero Honda CD Delux	S.I's SL No. 182/20-21 dt -05.03.2021	Jaigaon
20	Two wheeler	WB 70M 9941	---	---	TVS Moto	S.I's SL No. 231/20-21 dt -31.03.2021	Jaigaon
21	Two wheeler	WB 72F 1703	---	---	Honda Shine	S.I's SL No. 17/21-22 dt -19.07.2021	Jaigaon
22	Two wheeler	WB 70G 8936	---	---	Honda Activa 125	S.I's SM No. 110/22-23 dt -30.08.2022	Jaigaon
23	Four wheeler	WB72M 7848	---	---	Maruti Omni Van	S.I's SM No. 221/22-23 dt -21.01.2023	Jaigaon
24	Two wheeler	WB 74AE 0865	---	---	Pleasure Scooty	S.I's SL No. 39/23-24 dt -05.11.2023	Jaigaon
25	Two wheeler	WB 70K 1842	---	---	Activa 125	S.I's SL No. 15/23-24 dt -10.01.2024	Jaigaon
26	Two wheeler	WB-70G-5650	---	---	Honda Activa	S.I's SL No. 127/19-20 dt -24.09.2019	Kalchini
27	Two wheeler	WB-72G-0536	---	---	Bajaj Discover	S.I's S.L No. 67/23-24, dt-23.12.2023	Kalchini
28	Two wheeler	WB-70Q-5851	---	---	----	A.S.I's S.L No. 70/23-24, dt-12.02.2024	Kalchini
29	Two wheeler	WB70E-9951	---	---	Yamaha	A.S.I's S.L No. 65/23-24, dt-22.02.2024	Kalchini
30	Two wheeler	WB74A-3383	---	---	Yamaha RX 100	A.S.I's S.L No. 72/2018-19, dt-16.09.2018	Kalchini
31	Two wheeler	WB-74E-3069	---	---	Bajaj Boxer	ASI's Sl No. 01/23-24 Dated : 29-04-2023	Alipurduar
32	Two wheeler	WB-70J-9143	---	---	TVS Sport	SI's Sl No. 179/21-22 Dated :21-03-2022	Alipurduar
33	Two wheeler	WB-70A-3783	---	---	TVS Star City	SI's Sl No. 33/18-19 Dated :07-07-2018	Alipurduar
34	Two wheeler	WB-64B-4341	---	---	----	SI's Sl No. 81/13-14	Alipurduar
35	Two wheeler	WB-70K-7496	---	---	Hero Glamour	ASI's Sl No. 01/23-24 Dated :27-04-2023	Alipurduar
36	Truck	MH-46AR-0621	---	---	TATA Truck	SI's Sl No. 13/21-22 Dated :16-10-2021	Alipurduar
37	Container Truck	AS01-DC-3134	---	---	TATA LPT 25186 X2 TC EX BS-III	SI's Sl No. 26/20-21 Dated :08-01-22021	Alipurduar
38	Two wheeler	WB-70H-2745	---	---	Bajaj Platinum 100	ASI's Sl No. 13/20-21 Dated :16-07-2020	Alipurduar
39	TATA Truck	JH-02V-9756	---	---	TATA Truck LPT 31118TC	SI's Sl No. 07/21-22 Dated :04-06-2021	Alipurduar
40	Four wheeler	WB-72D-5918	---	---	Maruti Suzuki Alto	SI's Sl No. 13/13-14 Dated :23-04-2013	Alipurduar
41	Two wheeler	WB-74D-3884	---	---	Bajaj Boxer	SI's Sl No. 51/12-13 Dated :12-10-2012	Alipurduar
42	Four wheeler	WB-74C-2196	---	---	Maruti Omni Van	SL Memo No. 11/19-20	Alipurduar
43	Four wheeler	BP-03A0820	---	---	Mahindra Max	SI's Sl No. 24/17-18 Dated :13.05.17	Alipurduar RPU
44	Two wheeler	CH-03R-3731	---	---	----	SI's Sl No. 188/15-16 Dated :26.02.16	Alipurduar RPU
45	Two wheeler	----	MD2A18AY 6JPF27454	DUYPJF20 599	Bajaj CT-100	SI's SL No 73/2022-23, Dated 07.09.2022	Kumargram
46	Three wheeler	WB-63X-0677	---	---	Piaggio Ape	SI's SL No. 02/2023-24, Dated :09.04.2023	Kumargram
47	Two wheeler	WB-72F-6028	---	---	Hero Honda Super Splendor	ASI's Seizure Memo No. 04/2023, Dated 04.05.2023	Kumargram
48	Two wheeler	WB-64B-7952	---	---	Hero Honda Splendor Plus	ASI's SL No. 22/2023-24, Dated :09.08.2023	Kumargram
49	Two wheeler	WB-72U-6741	---	---	Yamaha R15	ASI's SL No. 44/2023-24, Dated :07.11.2023	Kumargram
50	Two wheeler	WB-70G-4162	---	---	Hero Xtream Sports	ASI's SL No. 43/2023-24, Dated :13.10.2023	Kumargram
51	Two wheeler	WB-70C-2596	---	---	Bajaj pulsar	ASI's SL No. 23/2024-25, Dated :04.06.2024	Kumargram
52	Two wheeler	WB-70A-3951	---	---	Bajaj		Kumargram
53	Two wheeler	WB-72G-8063	---	---	Bajaj		Kumargram
54	Two wheeler	WB-74AL-7432	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL No. 69/2023-24, dated 07.03.2024	Kumargram
55	Four wheeler	WB74D 1001	---	---	Maruti Zen	SI's SL No. 01/2019-20, dated 04.04.2019	Kumargram
56	Two wheeler	WB70C 9914	---	---	Honda Activa	SI's SL No. 67/2020-21, dated 06.09.2020	Kumargram
57	Two wheeler	----	MBLJAR030J 9H64302	JA05EGJ9 H12761	Super Splender	SI's SL No. 70/2020-21, dated 09.09.2020	Kumargram
58	Two wheeler	WB-74H-5141	---	---	Bajaj CT 100	SI's SL No. 130/2020-21, dated 24.01.2021	Kumargram
59	Two wheeler	WB72F 4055	---	---	Hero Honda Passion Pro	SI's SL No. 84/2021-22, dated 02.07.2021	Kumargram
60	Truck	MH-04FU-5709	---	---	TATA Motors Ltd	Samuktala PS case No- 58/2022, dated 10.03.2022	Kumargram
61	Two wheeler	WB70E 3554	---	---	Yamaha SZ	SI's SL No. 05/2017-18, dated 09.04.2017	Kumargram
62	Two wheeler	WB-70A-5443	---	---	TVS Star City	SI's SL No. 63/2017-18, dated 13.10.2017	Kumargram
63	E-Rickshaw	----	MD9FECMI2 1M570095	---	MILYF	SI's SL No. 46/2023-24, Dated 17.08.2023	Kumargram
64	E-Rickshaw	----	---	---	'KINITIC super DX	Kumargram PS Case No. 260/2022, Dated 28.08.2022	Kumargram
65	Two wheeler	WB-70C-5204	---	---	---	SI's SL No. 16/16-17, dated 29.04.2016	Birpara
66	Two wheeler	WB-74J-6275	---	---	---	SI's SL No. 07/16-17, dated 08.04.2016	Birpara
67	Two wheeler	WBX-9806	---	---	---	SI's SL No. 21/16-17, dated 07.05.2016	Birpara
68	Two wheeler	WB-72G-6162	---	---	---	SI's SL No. 86/16-17, dated 09.11.2016	Birpara
69	Two wheeler	WB-72E-1685	---	---	---	SI's SL No. 97/15-16, dated 14.03.2016	Birpara
70	Two wheeler	WB-70F-0974	---	---	---	SI's SL No. 93/15-16, dated 10.03.2016	Birpara
71	Two wheeler	WB-70C-7025	---	---	---	SI's SL No. 92/15-16, dated 10.03.2016	Birpara
72	Two wheeler	WB-70E-2544	---	---	---	SI's SL No. 41/16-17, dated 15.06.2016	Birpara
73	Two wheeler	WB-70D-6029	---	---	---	SI's SL No. 49/16-17, dated 04.07.2016	Birpara
74	Two wheeler	WB-70B-3185	---	---	---	SI's SL No. 87/15-16, dated 04.03.2016	Birpara
75	Two wheeler	WB-72G-3672	---	---	---	SI's SL No. 144/16-17, dated 10.02.2017	Birpara
76	Two wheeler	WB-72G-8182	---	---	---	SI's SL No. 190/18-19, dated 23.02.2019	Birpara
77	Two wheeler	WB-72E-6723	---	---	---	SI's SL No. 193/18-19, dated 27.02.2019	Birpara
78	Two wheeler	WB-74N-8071	---	---	---	SI's SL No. 158/20-21, dated 16.12.2020	Birpara
79	Two wheeler	WB-70F-9103	---	---	---	ASI's SL No. 126/23-24, dated 02.10.2023	Birpara
80	Four wheeler	WB-74V-9406	---	---	---	SI's SL No. 42/23-24, dated 02.10.2023	Birpara
81	Two wheeler	WB-70K-1669	---	---	---	ASI's SL No. 83/23-24, dated 24.08.2023	Birpara
82	Two wheeler	WB 72P-1961	---	---	---	SI's SL No. 33/23-24, dated 31.07.2023	Birpara
83	Two wheeler	WB-70K-2643	---	---	---	OC's SL No. 20/23-24, dated 15.05.2023	Birpara
84	Two wheeler	WB-74K-0928	---	---	---	OC's SL No. 50/22-23, dated 06.03.2023	Birpara
85	Two wheeler	WB-71B-2135	---	---	---	OC's SL No. , dated 10.03.2016	Birpara
86	Two wheeler	WB-72-4462	---	---	---	SI's SL No. 316/19-20, dated 05.03.2020	Birpara
87	Two wheeler	WB-74Q-4532	---	---	---	SI's SL No. 265/19-20, dated 13.01.2020	Birpara
88	Two wheeler	WB-74H-9890	---	---	---	SI's SL No. 195/19-20, dated 21.10.2019	Birpara
89	Two wheeler	WB-70C-3833	---	---	---	SI's SL No. 13/18-19 dated 08.04.2019	Birpara
90	Two wheeler	WB-74J-6700	---	---	---	SI's SL No. 165/19-20, dated 26.08.2019	Birpara
91	Two wheeler	PB-41B-0308	---	---	---	SI's SL No. 216/18-19, dated 15.03.2019	Birpara
92	Two wheeler	WB-70E-9672	---	---	---	SI's SL No. 27/17-18, dated 03.07.2017	Birpara
93	Two wheeler	WB-72B-8223	---	---	---	SI's SL No. 179/17-18, dated 12.02.2018	Birpara
94	Two wheeler	WB-74D-9029	---	---	---	SI's SL No. 23/19-20, dated 13.04.2019	Birpara
95	Four wheeler	WB-72A-0222	---	---	Maruti 800	SI SL No. 144/17-18, Dated- 17.12.2017	Birpara
96	Two wheeler	WB-74X-6150	---	---	---	SI sl no 110/19-20,dated-04.07.2019	Birpara
97	Two wheeler	WB-70E-4034	---	---	---	SI sl no 23/18-19,dated-28.05.2018	Birpara
98	Two wheeler	WB-71-5115	---	---	---	OC Sl no 244/20-21 ,dated-23.03.2021	Birpara
99	Two wheeler	WB-74J-0346	---	---	---	SI SL no 07/2018-19/19-20,dated-10.04.2018	Birpara
100	Two wheeler	WB-74F-7480	---	---	---	SI SL No 223/2018-19/dated-20.03.2019	Birpara
101	Two wheeler	WB-70K-9067	---	---	---	SI SL No 47/2019-20/dated-11.05.2019	Birpara
102	Two wheeler	WB-72E-3148	---	---	---	SI SL No 253/2019-20/dated-06.01.2020	Birpara
103	Two wheeler	WB-70C-7965	---	---	---	SI SL No 69/2016-17/dated-11.09.2016	Birpara
104	Two wheeler	WB-70C-6863	---	---	---	SI SL No 91/2018-19/dated-14.11.2018	Birpara
105	Two wheeler	WB-70C-9927	---	---	---	SI SL No 199/2017-18/dated-28.03.2018	Birpara
106	Two wheeler	WB-74G-9544	---	---	---	SI SL No 201/2019-20/dated-31.10.2019	Birpara
107	Two wheeler	WB-70K-4697	---	---	---	SI SL No 183/2018-19/dated-14.02.2019	Birpara
108	Two wheeler	WB-70E-7598	---	---	---	SI SL No 179/2019-20/dated-19.09.2019	Birpara
109	Two wheeler	WB-72F-5207	---	---	---	SI SL No 200/2018-19/dated-06.03.2019	Birpara
110	Two wheeler	WB-74E-9482	---	---	---	SI SL No. 155/2018-19 Dated- 23.01.2019	Birpara
111	Two wheeler	WB-70B-2955	---	---	---	SI SL No. 01/2019-20 Dated-01.04.2019	Birpara
112	Four wheeler	WB-70C-6194	---	---	Tata NANO	04/14-15	Jaigaon
113	Four wheeler	WB-73A-6095	---	---	Mahindra Bolero Pickup	04/13-14	Jaigaon
114	Two wheeler	WB-74J-3160	---	---	Hero Honda Passion	S.I. SL No.82/19-20	Jaigaon
115	Two wheeler	WB-70G-1596	---	---	Hero Splendor		Jaigaon
116	Two wheeler	WB72B 6785	---	---	Bajaj CT 100	ASI SL No. 11/16-17	Jaigaon
117	Three wheeler	WB69/4749	---	---	Auto Rikshaw	SI Seizure memo No. 12/16-17 Dated-28.08.16	Jaigaon
118	Four wheeler	WB-74AA-4831	---	---	TATA NANO	SI SL No. 03/16-17 Dated-04.05.16	Jaigaon
119	Four wheeler	WB74AA 3989	---	---	TATA NANO	SI SL No. 19/15-16 Dated-11.03.16	Jaigaon
120	Two wheeler	WB 70G 5439	---	---	Honda Aviator	SI SL No. 44/16-17 Dated-08.01.17	Jaigaon
121	Four wheeler	WB 64B 2868	---	---	Alto	SI Seizure memo No. 19/17-18 Dated-30.03.18	Jaigaon
122	Two wheeler	WB74K 4118	---	---	TVS Star City	SI SL No. 91/17-18 Dated-16.03.18	Jaigaon
123	Four wheeler	WB-79-3653	---	---	Maruti OMNI E Van	SI SL No. 25/18-19 Dated-13.07.18	Jaigaon
124	Two wheeler	WB-72B-9584	---	---	Bajaj CT 100	SI SL No. 51/18-19 Dated-24.08.18	Jaigaon
125	Two wheeler	WB-70D-8130	---	---	TVS Jupiter	SI SL No. 79/18-19 Dated-07.10.18	Jaigaon
126	Two wheeler	WB-70D-1868	---	---	Honda Activa	SI SL No. 86/18-19 Dated-11.10.18	Jaigaon
127	Two wheeler	WB 72H 4655	---	---	Hero Super Splendor	ASI SL No. 105/18-19 Dated-11.02.19	Jaigaon
128	Two wheeler	WB 74E 2205	---	---	Hero Honda Passion	SI's SL No. 27/19-20 Dated-22.05.19	Jaigaon
129	Two wheeler	WB 72D 1971	---	---	Bajaj XCD 125	SI's SL No. 28/19-20 Dated-27.05.19	Jaigaon
130	Two wheeler	WB 74Q 2986	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 31/19-20 Dated-12.06.19	Jaigaon
131	Two wheeler	WB 70D 2172	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 57/19-20 Dated-17.08.19	Jaigaon
132	Two wheeler	WB 70J 6355	---	---	TVS Jupiter	ASI's SL No. 81/19-20 Dated-22.08.19	Jaigaon
133	Two wheeler	WB-70F-9828	---	---	TVS Jupiter	ASI's SL No. 94/19-20 Dated-12.09.19	Jaigaon
134	Two wheeler	WB-72C-8653	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 110/19-20 Dated-15-01.20	Jaigaon
135	Two wheeler	WB-72E-5984	---	---	Hero Honda CBZ Extreme	SI's SL No. 139/19-20 Dated-15.02.20	Jaigaon
136	Two wheeler	WB-70F/5696	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No. 165/19-20 Dated-04.03.20	Jaigaon
137	Two wheeler	WB-70B-3186	---	---	Hero Super Splendor	SI's SL No. 170/19-20 Dated-11.03.20	Jaigaon
138	Two wheeler	WB-70H-4955	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No. 172/19-20 Date : 12.03.20	Jaigaon
139	Two wheeler	WB 74 B 1023	---	---	LML NV	SI's SL No. 52/19-20 Date :19.10.20	Jaigaon
140	Two wheeler	WB 74 J 7018	---	---	TVS Star City		Jaigaon
141	Two wheeler	WB 70B 1072	---	---	Hero Honda Passion	SI's SL No. 129/20-21 Date :28.12.20	Jaigaon
142	Two wheeler	WB72A 7583	---	---	----	SI's SL No. 139/20-21 Date :22.10.21	Jaigaon
143	Two wheeler	WB74G 5408	---	---	----	SI's SL No. 48/21-22 Date :14.04.21	Jaigaon
144	Two wheeler	WB72 E 0951	---	---	----	SI's SL No. 47/21-22 Date :14.04.21	Jaigaon
145	Two wheeler	WB74H 5254	---	---	Bajaj Discover	SI's SL No. 50/20-21 Date :19.10.20	Jaigaon

ফর্ম জমা না নেওয়ার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : বিজেপির বিএলএ-দের কাছ থেকে ফর্ম ৬ এবং ৭ জমা না নেওয়ার অভিযোগে বুধবার শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে যান শিলিগুড়ি মহকুমার তিন বিধায়ক শংকর ঘোষ, আনন্দ বর্মন এবং দুর্গা মুর্মু। কেন ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে না তা জানতে এদিন মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরা।

এসডিও অফিসে বিজেপি বিধায়করা

কিন্তু মহকুমা শাসক না থাকায় বেশ কিছুক্ষণ দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন সকলে।

অবশেষে দপ্তরের আধিকারিকরা বিজেপির বিএলএ-দের থেকে ফর্ম ৬ এবং ৭ জমা নিয়ে রিসিভ কপি দিলে সকলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকরের বক্তব্য, 'আমাদের বিএলএ-দের আনা ফর্ম ৬ ও ৭ কেন জমা নেওয়া হচ্ছিল না সেটা জানতে এসেছিলাম। আমরা আসার পর আজ কিছু ফর্ম জমা নেওয়া হয়েছে। আরও কিছু রয়েছে। সেগুলিও জমা করা হবে।'

শোকে 'আত্মঘাতী' বাবা

বাড়ির অদূরে ছেলের ঝুলন্ত দেহ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৪ জানুয়ারি : 'আর বাঁচতে চাই না, আমি মরে যাচ্ছি।' বাড়িতে ফোন করে শেষবার এই কথাটুকুই বলেছিল ছেলে। তারপর সব শেষ। বাড়ির অদূরেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায় বছর ছাব্বিশের তরুণকে। তবে মর্মান্তিক ঘটনার তখনও বাকি ছিল। ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখার পর আর নিজেকে সামলাতে পারেননি বাবা। যে ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে এই চরম পরিণতি, সেই অনুশোচনা এবং পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে নীরবে বাড়ি ফিরে 'আত্মঘাতী' হলেন বাবাও।

মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা থানার বানিয়াডাবরি সংলগ্ন রাভাবস্তি এলাকায় এই জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছেলের নাম গঙ্গা খড়িয়া (২৬) এবং বাবার নাম এতোয়া খড়িয়া (৬০)। বাবা ও ছেলে দুজনেই পেশায় দিনমজুর ছিলেন। পুলিশ দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। অরুণাচলপ্রদেশে কাজ সেরে দিন দশেক আগেই শামুকতলার বাড়িতে ফেরেন। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর থেকেই তাঁর প্রেমঘটিত একটি সম্পর্ক নিয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয়। ছেলের এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি বাবা এতোয়া। এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বাবা ও ছেলের মধ্যে অশান্তি চলছিল। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার রাতেও অশান্তি চরমে ওঠে। একে শীতের রাত, তার ওপর এতোয়া মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিলেন। রাত আটটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির বাইরে আগুন পোহাচ্ছিলেন গঙ্গা। সেই সময় সেখানে গিয়ে বসেন বাবা। আগুনের ওম নিতে নিতেই ফের ছেলের সম্পর্ক নিয়ে কথা ওঠে। শুরু হয় শাসন। মদ্যপ অবস্থায় বাবার কটু কথা সহ্য করতে না পেরে একসময় চিৎকার করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান গঙ্গা।

পরিবারের লোকেরা ভেবেছিলেন, রাগ কমলেই হয়তো ছেলে ফিরে আসবে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই গঙ্গা বাড়িতে ফোন করে জানান, তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। প্রথমে বিষয়টিকে কেউ সেভাবে গুরুত্ব দেননি।

প্রতিবেশী সুরজ খড়িয়া বলেন, 'এর আগেও গঙ্গা একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম, বাবাকে ভয় দেখানোর জন্য বা নিজের সম্পর্ক মেনে নেওয়ার জন্য ও আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু ও যে সত্যিই এমন কাণ্ড ঘটাবে, তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি।' ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা

- ফোন করে 'আত্মহত্যা' করার কথা জানানোর কিছুক্ষণের মধ্যে উদ্ধার হয় গঙ্গা খড়িয়ার দেহ
- ছেলের দেহ দেখার পর 'আত্মঘাতী' হন বাবা এতোয়া খড়িয়া
- এমন ঘটনার আগে বাবা-ছেলের মধ্যে অশান্তি হয় বলে খবর

কথাগুলো যে নিছক হুমকি ছিল না, তা বোঝা যায় কিছুক্ষণ পরেই। জয়ন্তী নদীর পাড়ে একটি গাছের ডালে গঙ্গার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মা পরি খড়িয়া ও বাবা এতোয়া খড়িয়া।

ছেলের নিথর দেহ দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে যান বাবা। স্থানীয়দের অনুমান, তাঁর বকাবকির জেরে ছেলে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। একরাশ অনুশোচনা গ্রাস করে তাঁকে। ভিড়ের মাঝে যখন সবাই গঙ্গার দেহ নামানো ও পুলিশে খবর দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে অলক্ষ্যে সেখান থেকে সরে যান এতোয়া। কেউ খেয়াল করেননি তিনি কখন নিজের শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। একই দিনে স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন পরি খড়িয়া। তিনি বলেন, 'রাতে আমি অন্য ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। বাবা-ছেলের চিৎকারে ঘুম ভাঙে। ছেলেটা রাগ করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ও যে মরে যাবে ভাবিনি। ছেলের মৃত্যুর পর ওর বাবাও যে এভাবে আমাকে একা করে চলে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আমি কাকে নিয়ে বাঁচব'।

জোড়া মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শামুকতলা থানার পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার বিশ্বজিৎ রায় জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ছেলের মৃত্যুর শোক এবং নিজের অপরাধবোধ থেকেই বাবাও আত্মঘাতী হয়েছেন। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন তাঁরা।

ঘুড়ি ওড়ানোর মজা। বুধবার মহানন্দার চরে সূত্রধরের তোলা ছবি।

সর্বদলীয় বৈঠকেও গরহাজির দিলীপ

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : 'হাউজিং ফর অল'-এর বৈঠক, আর সেই বৈঠকে অনুপস্থিত খোদ মেয়র পারিষদ! বুধবারের এমন ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে।

এদিন হাউজিং ফর অল নিয়ে পুরনিগমে সর্বদলীয় বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে বিজেপি এবং সিপিএম কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কাউন্সিলার তথা দপ্তরের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন উপস্থিত ছিলেন না। দপ্তরের মেয়র পারিষদ নিজেই যদি না থাকেন তবে সেই বৈঠকের কী লাভ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'যে দপ্তরের কাজ নিয়ে বৈঠক সেই দপ্তরের মেয়র পারিষদ নেই। কী করে কাজ হচ্ছে, কী চলছে, সেটা কেউ জানতে পারছেন না।' সিপিএম নেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, 'একজন এমআইসি বোর্ড মিটিংয়ে আসছেন না। আজ হাউজিং ফর অল নিয়ে বৈঠক হল সেখানে আসলেন না। এভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারবে না।'

তাঁকে ওয়ার্ডে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে আগেই সরব হয়েছিলেন দিলীপ। তাঁর ওয়ার্ডে গিয়ে ডেপুটি মেয়র 'নাক গলাচ্ছেন' বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। তাই একদিন ভরা বোর্ড সভায় মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে ঝামেলা করে বেরিয়ে যান পারিষদ দিলীপ। সেই থেকে কোনও

- বুধবার পুরনিগমে হাউজিং ফর অল নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ছিল
- সেখানে বিরোধী দলের কাউন্সিলাররা উপস্থিত থাকলেও দিলীপ ছিলেন না
- দপ্তরের মেয়র পারিষদ যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

> আমি বৈঠকে না গেলেও দপ্তরের কাজ করে আসছি। আমার সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে ক্ষমা না চাইলে আমি কোনও মিটিংয়ে যাব না।
>
> **দিলীপ বর্মন**

বৈঠকেই আসছেন না তিনি। মেয়র পারিষদ বৈঠক কিংবা হাউজিং ফর অল কোনও বৈঠকেই দেখা যায় না তাঁকে। এমনকি বোর্ড সভাতেও আসেন না দিলীপ। এই পরিস্থিতিতে দিলীপের দপ্তরের কাজ কী করে চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

এদিকে, এদিন বৈঠকে না থাকা নিয়ে দিলীপের সাফাই, 'আমি বৈঠকে না গেলেও দপ্তরের কাজ করে আসছি। আমার সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে ক্ষমা না চাইলে আমি কোনও মিটিংয়ে যাব না।'

146	Two wheeler	WB74M 1728	---	---	Suzuki	SI's SL No. 73/20-21 Date :06.11.20	Jaigaon
147	Two wheeler	WB70F 7570	---	---	Hero Maestro edge.	SI's SL No. 261/21-22 Date :23.11.21	Jaigaon
148	Two wheeler	WB70K 2490	---	---	Aprila SR 150	SI's SL No. 338/21-22 Date :02.03.22	Jaigaon
149	Two wheeler	WB70K 8279	---	---	TVS Jupiter	SI's SL No. 127/22-23 Date :16.09.22	Jaigaon
150	Two wheeler	WB70E 4517	---	---	Hero Glamour	SI's SL No. 131/22-23 Date :20.09.22	Jaigaon
151	Two wheeler	WB70B 8598	---	---	Honda Aviator	SI's SL No. 213/22-23 Date :23.12.22	Jaigaon
152	Two wheeler	WB70P 2218	---	---	Honda Grazia	SI's SL No. 215/22-23 Date : 23.12.22	Jaigaon
153	Two wheeler	----	MBLJA06AC DGK00311	JA06EJDG K00249	---	SI's SL No. 224/22-23 Date : 15.02.23	Jaigaon
154	Two wheeler	WB 72A 2146	---	---	Bajaj Caliber 115	SI's SL No. 228/22-23 Date : 02.03.23	Jaigaon
155	Two wheeler	WB 70D 6868	---	---	Bajaj Pulsar 220	SI's SM No. 32/23-24 Date : 22.08.23	Jaigaon
156	Two wheeler	WB 72G5983	---	---	Pulsar 220	SI's SM No. 43/23-24 Date : 09.12.23	Jaigaon
157	Two wheeler	WB-70B-1979	MD626BG4 0F1G95834	BG4GF159 5766	TVS Jupiter	SI'S SM No. 31/23-24 Date : 19.02.24	Jaigaon
158	Two wheeler	WB70K 1609	---	---	Honda Shine	ASI's SL No. 51/23-24 Date :29.02.24	Jaigaon
159	Two wheeler	WB72C 4946	---	---	----	SI's SL No. 13/23-24 Date :10.03.24	Jaigaon
160	Two wheeler	WB-70K-4928	---	---	Hero Maestro	S.I's S.L No. 40/23-24, Date :01.07.2023	Kalchini
161	Two wheeler	WB-74Y-1013	---	---	Avenger 220	S.I's S.L No. 155/22-23, Date :23.11.2022	Kalchini
162	Two wheeler	WB-72G-2043	---	---	Hero	S.I's S.L No. 20/23-24, Date :05.05.2023	Kalchini
163	Two wheeler	WB-72G-4014	---	---	Pulsar	S.I's S.L No. 236/21-22, Date :19.12.2021	Kalchini
164	Two wheeler	WB-74L-7239	---	---	Unicorn Satvik	S.I's S.L No. 90/20-21, Date :02.10.2020	Kalchini
165	Two wheeler	WB-72B-0285	---	---	Kawasaki Caliber	S.I's S.L No. 60/20-21, Date :25.08.2020	Kalchini
166	Two wheeler	WB72A0736	---	---	Yamah RX 100	S.I's S.L No. 156/18-19, dt-28.12.2019	Kalchini
167	Two wheeler	WB72C3303	---	---	Bajaj CT 100	A.S.I's S.L No. 15/19-20, Dt- 19.04.2019	Kalchini
168	Two wheeler	WB74S2904	---	---	Bajaj Pulsar	S.I's S.L No. 163/19-20, Dt- 03.11.2019	Kalchini
169	Two wheeler	WB70A9036	---	---	Hero Glamour	S.I's S.L No. 154/19-20, Dt-23.10.2019	Kalchini
170	Two wheeler	WB-74N-1920	---	---	Super Splendor	S.I's S.L No. 152/17-18, Dt-22.03.2018	Kalchini
171	Two wheeler	WB-74H-1563	---	---	TVS Apache	S.I's S.L No. 47/18-19, Dt-04.08.2018	Kalchini
172	Two wheeler	WB70E 4845	---	---	Honda Activa	A.S.I's S.L No. 67/23-24, Dt- 24.03.2024	Kalchini
173	Two wheeler	AS-15T-9156	---	---	Bajaj Pulsar	A.S.I's S.L No. 85/23-24, Dt-23.03.2024	Kalchini
174	Two wheeler	WB 72 D 5446	---	---	TVS Apache	A.S.I's S.L No. 80/23-24, Dt-14.03.2024	Kalchini
175	Two wheeler	WB 70 A 6748	---	---	Bajaj	A.S.I's S.L No. 50/23-24, Dt-31.01.2024	Kalchini
176	Two wheeler	WB 72 E 6645	---	---	Honda Activa	A.S.I's S.L No. 49/23-24	Kalchini
177	Two wheeler	WB 72 C 9681	---	---	TVS	A.S.I's S.L No. 53/23-24	Kalchini
178	Two wheeler	WB 74 M 8812	---	---	Super Splendor	A.S.I's S.L No. 40/23-24	Kalchini
179	E-Rickshaw	WB 69A 4865	---	---	----	A.S.I's S.L No. 33/23-24	Kalchini
180	Two wheeler	WB 74 Q 6130	---	---	TVS Star City	A.S.I's S.L. No. 19/23-24, Dt-26.09.2025	Kalchini
181	Three wheeler	WB 69 167	---	---	Piaggio Ape	S.I's S.L No. 77/23-24, Dt- 08.03.2024	Kalchini
182	Two wheeler	-----	MBLJA05E WG9K32257	---	Super Splendor	S.I's S.L No. 72/18-19, Dt-01.10.2018	Kalchini
183	Two wheeler	WB 70B 1933	---	---	Super Splendor	S.I's S.L No. 04/19-20, Dt-21.06.2019	Kalchini
184	Two wheeler	WB 70K 6047	---	---	Super Splendor		Kalchini
185	Two wheeler	WB 74 N 5902	---	---	Suzuki	S.I's S.L No. 262/19-20, Dt-09.02.20	Kalchini
186	Two wheeler	WB 72 C 5521	---	---	Hero Glamour	S.I's S.L Memo No. 70/23-24, Dt-13.02.2024	Kalchini
187	Truck	HR-55V-4457	---	---	Ashok Leyland Stile	S.I's S.L No. -23/22-23, 23A/22-23, 23B/22-23, Dt-15.09.22	Kalchini

Any person who has a claim on any of the said vehicles may present such claim with all relevant documents in support of such claim, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules, 2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended.

Sd/- By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে ধৃত

খড়িবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : অবৈধ দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম উত্তমকুমার শ্রেস্ট। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকার পুরোনো মেচি সেতু দিয়ে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহজনক ওই ব্যক্তিকে আটক করে এসএসবি। তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে নেপালের নাগরিকত্বের শংসাপত্র সহ ভারতীয় ভোটার কার্ড পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পরে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার গভীর রাতে খড়িবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয় এসএসবি।

দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকার অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য জানান, ধৃতের কাছ থেকে নেপালের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র এবং ভারতের সিকিম এলাকার ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। কীভাবে ভারতীয় ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় দাবি

চোপড়া, ১৪ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরির দাবি জোরালো হয়েছে। প্রায় দু'দশক আগে লালবাজার চৌমাথা মোড়ে একটি প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছিল। জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে যাওয়ায় কয়েক মাস আগে বিপদের আশঙ্কায় সেটি ভেঙে ফেলা হয়। তারপর নতুন করে যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরির ব্যাপারে প্রশাসন উদ্যোগী হয়নি বলে অভিযোগ। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, আগের প্রতীক্ষালয়টি ভেঙে নতুনভাবে তৈরির বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কাজের ব্যাপারে ২০১৯ সালে টেন্ডার করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কাজ করা যায়নি। যদিও চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলছেন, 'প্ল্যানিংয়ে রয়েছে। পুনরায় প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হবে।'

রেলের জায়গায় গাছ চুরি

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : একসময় এনজেপির ব্যারাক কলোনিতে থাকা রেল কোয়ার্টারে বসবাস করতেন রেলের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। তবে প্রায় তিন বছর আগে রেলের তরফে আবাসনগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই এলাকাটি জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এই সুযোগে ওই এলাকায় থাকা বড় বড় গাছ কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ বা কারা। এদিকে, রেলের এলাকা থেকে দিনদুপুরে গাছ চুরি হয়ে গেলেও রেলের আধিকারিকরা নাকি কিছুই জানেন না।

নিউ জলপাইগুড়ির এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'ওই এলাকায় এমনটা হচ্ছে তা আমার জানা ছিল না। দ্রুত বিষয়টি দেখা হবে। ওই এলাকায় আরপিএফের টহলদারি চলবে নিয়মিত।'

কোপ পড়ছে একের পর এক গাছে।

বুধবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল একটি বড় গাছ দুজন মহিলা দা দিয়ে কাটছেন। কার অনুমতি নিয়ে গাছ কাটছেন? প্রশ্ন করতেই তাঁরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যান। যেতে যেতে তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, 'শান্তিপাড়া এলাকার অনেকেই তো এখান থেকে গাছ কেটে কাঠ চেরাই করছে। আমরা করলেই দোষ।'

যেখানে এমন কাণ্ড চলছে তার থেকে একটু দূরে একটি চায়ের দোকানে বসে থাকা সঞ্জয় রায় বললেন, 'রেলের কোনও নজরদারি নেই। এভাবে চলতে থাকলে একটা গাছও হয়তো থাকবে না।'

শুনানিকেন্দ্র

চোপড়া, ১৪ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানি ঘিরে বিডিও অফিসে ভিড় এড়াতে এবার চোপড়া ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য পার্শ্ববর্তী ৫টি হাইস্কুল ও কমলাপাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়কে শুনানিকেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এই সময়কালে প্রায় ৭৪ হাজার ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হবে বলে খবর।

আগুন

চোপড়া, ১৪ জানুয়ারি : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়পুরা এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় একটি চা বাগানের মাঝে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শ্রমিকরা একটি ফাঁকা জায়গায় চা বাগান থেকে খড়ি ঢিপি করে রেখেছিলেন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণে ৭-৮টি খড়ির ঢিপি পুড়ে খাক হয়ে যায়।

কলসযাত্রা

খড়িবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : বুধবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ির বলাইঝোরার ২২ হাতের রক্ষাকালীপুজোর সূচনা করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। ৫১তম বর্ষে এদিন বিকেলে কলসযাত্রার আয়োজন করা হয়।

ভাড়ায় খাটছে চা সুন্দরীর ঘর

সমীর দাস

জয়গাঁ, ১৪ জানুয়ারি : তুকারাম বিনামূল্যে পাওয়া নিজের সরকারি ফ্ল্যাট ২ হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে নিজে বসবাস করছিলেন ঝুপড়িপট্টিতে। ২০০১ সালের হিন্দি চলচ্চিত্র 'নায়ক'-এ এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। অনিল কাপুর অভিনীত ওই ছবিতে একদিনের মুখ্যমন্ত্রী অনিল কাপুর সরকারি ফ্ল্যাট বণ্টনে দুর্নীতি ধরতে চলে গিয়েছিলেন ঝুপড়িপট্টিতে। তুকারাম নামের ওই চরিত্র একদিনের মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছিলেন সরকার যেভাবে ফ্ল্যাট দিয়েছে সেভাবে রুটিরুজির ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়। তাহলে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে তাঁদের পেটের ভাত জোগাতে হত না। ফ্ল্যাট বণ্টনে অবশ্য দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই। তবে পেটের ভাত জোগাতে জয়গাঁর তোর্ষা চা বাগানে রাজ্য সরকারের তৈরি করে দেওয়া সরকারি ঘর ভাড়া দিয়েছেন ওই বাগানের শ্রমিকদের একাংশ। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, এক গৃহবধূ বাড়ির সামনে ছোট দোকান খুলে বসেছেন। ০০৯ নম্বরের ওই আবাসিক জানান, তাঁরা ঘরভাড়া নিয়ে থাকন। তাঁদের বাড়ি চা সুন্দরী প্রকল্প থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। তাঁদের গৃহনির্মাণের কাজ চলছে। তাই ৭ মাস ধরে তাঁরা চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন। ভাড়া কত দিচ্ছেন? উত্তরে গৃহবধূ বললেন মাসে ১ হাজার টাকা। তবে বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁদের কোনও চুক্তি হয়নি। তাঁর সংযোজন, শুধু তাঁরাই

নয়, চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে দিব্যি বসবাস করছেন অনেকেই। বাড়ির মালিক কোথায়? তিনি তো বাড়িভাড়া দিয়ে তোর্ষা বাগানের গোপাল লাইনে নিজের পুরোনো শ্রমিক আবাসনে বসবাস করছেন। গোপাল লাইনে গিয়ে অবশ্য চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর প্রাপক বির্জু মুন্ডার দেখা পাওয়া যায়নি। তিনি কাজে গিয়েছেন বলে জানালেন বির্জুর স্ত্রী সরিতা। তাঁর বক্তব্য, 'দুটি বাড়ির বিদ্যুতের বিল দিতে হয়। সংসার চালাতে আমাদের ভরসা আড়াইশো টাকা মজুরি। সেজন্য ঘরভাড়া দিয়ে কিছুটা উপার্জন করছি।' তবে শুধু বির্জু নয়। চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর অনেকেই এক, দেড় হাজার টাকায় ভাড়া দিয়ে নিজেরা তাঁদের পুরোনো বাসস্থানেই বসবাস করছেন।

গোপাল লাইনে আরেক শ্রমিক কিষান মালপারি জানালেন, বাপঠাকুরদার আমল থেকে তাঁরা চা বাগানের আবাসনে বসবাস করছেন। চা সুন্দরী প্রকল্পের যে ঘর সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছে সেটা শুধুই ঘর। সেগুলোকে বাড়ি বলা যায় না। তাঁদের পুরোনো বাড়িতে বেশ কিছুটা করে ফাঁকা জমি রয়েছে। সেখানে শাকসবজি চাষ করেন। গৃহপালিত প্রাণী প্রতিপালন করে কিছু রোজগার করেন। কিন্তু চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর ছাড়া এক ফুট জমিও নেই। সেখানে সবজি বাগান তো দূরের কথা, একটা ফুল গাছ লাগানোর জমি নেই। কিষান বলছিলেন, 'আমাদের রোজগার এতটাই কম যে তা দিয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। তাই অনেকেই ঘরভাড়া দিয়েছেন।' কিষান চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর পেলেও তিনি তা প্রশাসনকে ফেরত দিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি ওই শ্রমিকের।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সৃষ্টি, শিল্পী ও সাক্ষী।। *জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন মুন্না বণিক।*

গাছ কাটা নিয়ে বচসায় জোড়া খুন

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : সামান্য কুল গাছ কাটা নিয়ে বচসা শেষপর্যন্ত খুনোখুনিতে গড়াল। খুড়তুতো দাদার হাতে এক তরুণ ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম দিলীপ বর্মন (৪০) ও শম্পা বর্মন (৩১)। বুধবার নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগমারা গ্রামের ডাকুয়ারটারি এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত নারায়ণ বর্মন ঘটনার পরই সাইকেল নিয়ে এলাকা থেকে পালান। ওই ব্যক্তিকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায় জানান। পুলিশ ধৃতের বাড়ি থেকে রক্তমাখা কুড়ুল উদ্ধার করেছে। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

মকর সংক্রান্তির দিন এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনের বক্তব্য, 'জোড়া খুনের ঘটনায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা করুক।' মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার বললেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে সবকিছু পরিষ্কার হবে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, আলুখেতে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দিলীপ এদিন প্রতিবেশী পূর্ণেশ্বর বর্মনকে একটি কুল গাছের ডাল কাটতে দেখেন। শিশুরা ওই গাছের কুল খায় বলে তিনি ডাল না কাটতে আর্জি জানাতে থাকেন। কিন্তু পূর্ণেশ্বর তা মানতে চাননি। অভিযোগ, এই সময় নারায়ণ হঠাৎ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পূর্ণেশ্বরের পক্ষ নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তর্কবিতর্ক চলার সময়ই তিনি দিলীপের মাথায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে বসেন। ঘটনার খবর শুনে দিলীপের স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হন। নাবায়ণ তাঁর মাথাতেও আঘাত করেন। স্বামীর মতো শম্পাও রক্তাক্ত অবস্থায় ওই কুল গাছের নীচে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। এলাকায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়।

- কুল গাছ কাটা নিয়ে বচসায় খুড়তুতো দাদার হাতে এক তরুণ ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল
- নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ভোগমারা গ্রামের ডাকুয়ারটারি এলাকার ঘটনা
- পুলিশ পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে, তাঁর মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

মাথাভাঙ্গার এসডিপিও, ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি সৌরেন্দ্র সরকার সহ বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনায় জড়ানো পূর্ণেশ্বর বললেন, 'ওই কুল গাছের ছায়ায় আমার জমির ফসল নষ্ট হচ্ছিল।' দিলীপ বাধা দেওয়ায় তিনি বাড়ি ফিরে যান বলে তাঁর দাবি। দিলীপের ছেলেমেয়ের অবশ্য দাবি, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকা তাদের বাবা-মায়ের পাশে নারায়ণ তো ছিলেনই, একটি গাছের ডালে পূর্ণেশ্বর বসে ছিলেন।

অন্যদিকে, নারায়ণের মানসিক সুস্থতা নিয়ে বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা ভবেন ডাকুয়া বলেন, 'নারায়ণ পাঁচ বছর আগেও গ্রামের এক মহিলা ও শিশুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করেছিলেন। সেই সময় কিছুদিন জেলও খেটেছিলেন। পরে ছাড়া পান। সেই সময় তাঁর মানসিক রোগের চিকিৎসাও হয়। পরে তিনি অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।' মানসিক অসুস্থতার কারণে তিনি বাবা-ভাইকে ছেড়ে গ্রামে একাই থাকতে শুরু করেন বলে বাসিন্দাদের দাবি। এদিনের ঘটনার জেরে সবাই নারায়ণের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

পশুপাখির কাঁচা মাংস ও রক্ত খেত ফিরদৌস

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ জানুয়ারি : সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে বাস্তবের এই ঘটনা। কুশাহাটের থরাইখানার ভবঘুরে খুনের তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে উঠে আসছে একের পর এক হাড়হিম করা তথ্য। ধৃত ফিরদৌস কি কেবলই এক খুনি, নাকি তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক পৈশাচিক সত্তা? তদন্ত যতই এগোচ্ছে, ততই যেন রহস্যের জট খোলার বদলে আরও ঘনীভূত হচ্ছে আতঙ্ক। গ্রামবাসীদের জবানবন্দিতে উঠে আসছে ফিরদৌসের বিকৃত রুচি ও ভয়ংকর সব কার্যকলাপের কথা, যা শুনে শিউরে উঠছেন দুঁদে পুলিশ আধিকারিকরাও।

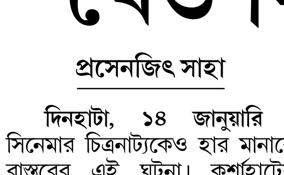

- কখনও মরা সাপ, আবার কখনও মরা চড়ুই পাখি চিবিয়ে খেতে দেখা যেত
- ছাগলকে আহত করে তার শরীর থেকে বের হওয়া রক্ত গলগল করে পান করত ফিরদৌস
- রক্তের খোঁজে কসাইয়ের দোকানের বাইরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকত সে

স্থানীয় সূত্রে খবর, ধৃত ফিরদৌস সাধারণ মানুষের মতো খাবার খাওয়ার চেয়ে পশুপাখির কাঁচা মাংস এবং রক্ত পানেই বেশি আসক্ত ছিল। কখনও মরা সাপ, আবার কখনও মরা চড়াই পাখি চিবিয়ে খেতে দেখা যেত তাকে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ফিরদৌসের এই প্রবৃত্তি নতুন নয়। স্থানীয় এক গ্রামবাসী পুলিশকে জানিয়েছেন, এর আগে একটি জ্যান্ত গোরুর লেজ কেটে নিয়ে তা খেতে দেখা গিয়েছিল ফিরদৌসকে। সেই সময় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছিল। কিন্তু তারপরও তার স্বভাব বদলায়নি। বরং দিন-দিন হিংস্রতা বাড়তেই থাকে। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায়শই মাঠে চরতে থাকা জীবন্ত ছাগলকে লক্ষ্য করে ধারালো অস্ত্র ছুড়ে মারত সে। ছাগলটি আহত হওয়ামাত্রই তার শরীর থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা টাটকা রক্ত পান করতে শুরু করত। রক্তের নেশা তাকে এতটাই গ্রাস করেছিল যে, স্থানীয় কসাইয়ের দোকানের সামনেও তাকে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেত। উদ্দেশ্য একটাই, পশু জবাইয়ের পর গড়িয়ে পড়া রক্ত পান করা।

স্থানীয় বাসিন্দা হাবিবুর রহমান আতঙ্কের সুরে বলছেন, 'রাস্তাঘাটে কোনও মানুষকে দেখলেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ফিরদৌস। বিড়বিড় করে বলত, ওই লোকটার শরীরের কোন অঙ্গটা খেতে সুস্বাদু হবে, আর কোনটা খেতে ভালো লাগবে না। এইসব কথা মনে পড়লে আজও আমাদের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমরা চাই না ও কোনওভাবে ছাড়া পাক। ও জেল থেকে বেরোলে ফের গ্রামের কারোর ক্ষতি করবে।'

এদিন থরাইখানা এলাকায় গিয়ে দেখা গেল এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। যে শ্মশান চত্বরে ভবঘুরে মানুষটি থাকতেন, সেখানে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলি এখনও পড়ে রয়েছে, নেই শুধু মানুষটি। শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় তরুণ সহিদুল হক আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমি নিজে ওই ভবঘুরে মানুষটিকে কতদিন খাবার দিয়েছি। এমন একজন নিরীহ মানুষকে কেউ এভাবে খুন করতে পারে, তা ভাবলেই শিউরে উঠছি। এই ঘটনার পর থেকে আমরা সবাই খুব আতঙ্কে আছি।' জেরায় খুনের কথা স্বীকার করলেও, খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ফিরদৌসকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বাংলার বাড়ি, পথশ্রীর সোশ্যাল অডিটের নির্দেশ

নকশালবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে বাংলার বাড়ি এবং পথশ্রী প্রকল্পের উপর সোশ্যাল অডিটের নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চারটি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই সামাজিক নিরীক্ষার কাজ হবে। ইতিমধ্যে পথশ্রী প্রকল্পে শিলিগুড়ি মহকুমায় একাধিক রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বেশকিছু বাড়িও তৈরি হয়েছে। তাই রাস্তার কাজের মান থেকে শুরু করে বাড়ি তৈরি- সব কিছুই খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সোশ্যাল অডিট বিভাগ থেকে এই অডিট করানো হবে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আঠারোখাই, মাটিগাড়া-১, পাথরঘাটা, রানিগঞ্জ পানিশালি, আপার বাগডোগরা এবং জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমস্ত পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখে অডিটের নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি প্রতিটি ব্লক অফিসে অডিট কর্মীদের প্রশিক্ষণ হবে। তারপরই ২৭ জানুয়ারি শুরু হবে ফিল্ড ভিজিট।

২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রামসভা এবং ব্লকগুলিতে জনশুনানি শেষ করার নির্দেশ রয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পে অডিট কর্মীদের মোট ১২টি ফর্ম্যাট পূরণ করতে হবে। যেখানে কাজের নাম থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নাম, যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম, ব্লকের নাম, স্টেট লট নম্বর, রাস্তার ধরন, এলাকায় কাজের বিবরণী বোর্ড রয়েছে কি না, বরাদ্দের পরিমাণ, সব কিছুই নথিভুক্ত করবেন কর্মীরা।

অন্যদিকে, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অডিট কর্মীদের মোট ১১টি তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেখানে উপভোক্তাদের নাম ২০২২-২০২৩ সালের আর্থিক বছরে আবাস যোজনা তালিকায় ছিল কি না, উপভোক্তার বাড়ি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দেখা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সোশ্যাল অডিট বিভাগের কোর্ডিনেটর সঞ্জয় বসু বলেন, 'প্রথমবার বাংলার বাড়ি এবং পথশ্রী প্রকল্পের উপর এই অডিট করা হবে।'

গোলাপ ফুটিয়ে ৯টি পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ৪২তম অল ইন্ডিয়া রোজ কনভেনশন এবং রোজ শো-তে অংশগ্রহণ করে তিনটে বেস্ট পট, তিনটি বিভাগে প্রথম পুরস্কার এবং তিনটি বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার পেলেন শিলিগুড়ির রথখোলার বাসিন্দা পুলক জোয়ারদার।

গত ৩-৫ জানুয়ারি কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সেখানে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে একাই নিজের ফোটানো গোলাপ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন পুলক জোয়ারদার। উত্তরবঙ্গের গোলাপচর্চাকে সর্বভারতীয় স্তরে গোলাপপ্রেমীদের সামনে তুলে ধরতে পেরে রীতিমতো আপ্লুত তিনি।

জানা গিয়েছে, গোলাপের সংখ্যা, সতেজতা, গুণমান, গঠন এবং রং-এর ওপরেই ফুলের বিচার করা হয়। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক পুলকের কথায়, 'রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজিত এই শো-তে বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় প্রজাতি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রজাতি হিসেবে দুটো সেরা পটের ট্রফি পায় আমার বহুরূপী নামে একটি গোলাপ গাছ। পিচ অ্যাভালেঞ্চ গোলাপের পটটি সেরা হয় দর্শকদের বিচারে।'

নোটিশ দেওয়ায় সরব তৃণমূল

ইসলামপুর, ১৪ জানুয়ারি : ৮০ হাজার ভোটারকে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির নোটিশে শুনানির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সরব হয়ে বুধবার ইসলামপুরের বিডিও-কে স্মারকলিপি দিল ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন মিছিল করে বিডিও অফিসে উপস্থিত হন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন, জেলা যুব সভাপতি কৌশিক গুন, ইসলামপুরের একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান সহ দলীয় নেতৃত্ব। স্মারকলিপি প্রদান করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। জাকির বলেন, 'নির্বাচন কমিশন অনৈতিকভাবে বাংলার সাধারণ মানুষকে হয়রান করছে। ব্লকের ৮০ হাজার মানুষকে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির নামে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।' ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির জন্য ব্লকের প্রায় ৮০ হাজার ভোটারকে শুনানির জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন।

চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন শাসকদলের কাউন্সিলার

ওয়ার্ডে 'থমকে' উন্নয়ন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : কমিউনিটি হল, কালভার্ট, রাস্তা, ড্রেন তৈরির প্রস্তাব একাধিকবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে দিলেও নাকি তৃণমূল কাউন্সিলারের ওয়ার্ডে কোনও কাজ হয়নি। তৃণমূল পরিচালিত পুরনিগমের বোর্ড হওয়া সত্ত্বেও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্তের এলাকায় উন্নয়নের কাজ কার্যত থমকে আছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ অবশ্য শ্রাবণী নিজেই করেছেন। পুরনিগমের থেকে কাজ না হওয়ার পেছনে তৃণমূল কাউন্সিলার চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ ধরা পড়ছে দলেরই কাউন্সিলারের কথাতেই। তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র।

গত বছর মেয়র পারিষদের পদ থেকে শ্রাবণীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কম চর্চা হয়নি। মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের মতো কি তাহলে শ্রাবণীকেও কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে?

শ্রাবণীর কথায়, 'শুধু এলাকার ভোটারদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক দিয়ে ভোটে জেতা যায় না। কিছু বড় কাজ করতে হয়। এলাকায় কোনও কাজ কেন হয়নি, তা নিয়ে ভোটাররা প্রশ্ন করছেন। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে ওয়ার্ডে নতুন কাজের কথা ঘোষণা না হলে অন্তত ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের ফলাফল ভালো হবে না বলে মনে হচ্ছে।'

- ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ কার্যত থমকে আছে বলে অভিযোগ উঠছে
- গত বছর মেয়র পারিষদের পদ থেকে সরানো হয় শ্রাবণীকে
- অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র

বিধানসভা ভোটের আগে ওয়ার্ডে নতুন কাজের কথা ঘোষণা না হলে অন্তত ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের ফলাফল ভালো হবে না বলে মনে হচ্ছে।
-শ্রাবণী দত্ত
কাউন্সিলার, ১৪ নম্বর ওয়ার্ড

শ্রাবণীকে কোণঠাসা করে রাখা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ওয়ার্ডে হাইড্রেন লাগোয়া পাবলিক টয়লেট তৈরির জন্য কাউন্সিলারের প্রস্তাব বাতিল করে এক হোটেল ব্যবসায়ীর সৌন্দর্যায়নের প্রস্তাবকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। গত বছর নিজের এলাকার গণেশপুজোর বিসর্জন থেকে ফিরে আসার পর এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের সঙ্গে শ্রাবণী বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ। এরপরই শ্রাবণীকে মেয়র পারিষদ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়র পারিষদ থেকে সরানোর বিষয়ে শ্রাবণীকে কোনও কারণ জানানো হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। এবার তাঁর ওয়ার্ডে কাজ না হওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'কেন কাউন্সিলার এমনটা বলছেন জানা নেই। বস্তি উন্নয়ন তহবিল থেকে ওই ওয়ার্ডের উন্নয়নে সম্প্রতি আমি টাকা দিয়েছি। তাছাড়া, ওয়ার্ডের যে সমস্ত কাজ হয়নি, সেগুলি নিশ্চিতভাবে হবে। হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। আমার ওয়ার্ডেও কিছু কাজ আটকে রয়েছে।'

এদিকে, ওয়ার্ডের পানিট্যাঙ্কি মোড়ে বর্ষার সময় জল জমে যায়। সেই কারণে পানিট্যাঙ্কি মোড় ও কিরণচন্দ্র ভবনের সামনে কালভার্ট করা জরুরি। কাউন্সিলারের তথ্য অনুযায়ী, এলাকার মুজফফর আহমেদ সরণির তিনটি বাইলেন, মাস্টার দা সূর্য সেন সরণি, সারদামণি সরণি, পঞ্চানন সরণি, জীবনকৃষ্ণ ভক্ত সরণির রাস্তা তৈরি প্রয়োজন। শ্রাবণীর কথায়, 'হরিজন বস্তিতে কমিউনিটি হল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজ হয়নি। কেউ বা কারা কলকাঠি নেড়ে এই কাজগুলি আটকে দিচ্ছেন বলে মনে হয়।'

তোর্ষা নদী শুকিয়ে মাঠ। সেখানেই ব্যাডমিন্টন খেলা। বুধবার হরিণচওড়ায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

নিশীথকে শিলিগুড়ির দায়িত্ব দিল বিজেপি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিকে ঢেলে সাজাতে কোচবিহার থেকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি নিশীথ প্রামাণিককে দায়িত্ব দিল বিজেপি। নিশীথকে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ করে পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়িতে সংগঠনকে পোক্ত করতে নেতৃত্বের তরফে বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তবে সূত্রের খবর, নিশীথের এই নিয়োগকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না জেলা বিজেপিরই একাংশ। দলের অন্দরে ক্ষোভের কথা জানতে পেরে সরাসরি দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় মুখপাত্রকে পর্যবেক্ষক করে আগেই পাঠিয়েছে নেতৃত্ব। তিনি এসে পুরোনো ক্ষতে মলমের প্রলেপ দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের খবর। এই পরিস্থিতিতে নিশীথকে নতুন করে কিছু করতে হবে না বলেই মত জেলা নেতৃত্বের একাংশের। যদিও প্রকাশ্যে এই বিষয় নিয়ে কেউ মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে, পুরোনো ক্ষতে মলমের প্রলেপ দেওয়ার কাজ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করলেও এখনও একাধিক বুথ কমিটি নেই শিলিগুড়িতে। নিশীথকে মূলত সেগুলির দিকে নজর দিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর রিভিউ করার জন্য নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে নিশীথ প্রামাণিকের বক্তব্য, 'আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছাব আমরা।

শিলিগুড়িতে আমাদের সংগঠন মজবুত রয়েছে। তাই গত বিধানসভা নির্বাচনে মহকুমার সব আসন আমাদের ছিল। এবার আরও বেশি ভোটের মার্জিনে আমাদের প্রার্থীরা জিতবেন।'

শিলিগুড়িতে নতুন জেলা কমিটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই দলের অন্দরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছিল। সরাসরি জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন পুরোনো কিছু নেতা। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারীকে দার্জিলিং জেলার পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়িতে পড়ে থেকে তিনি দলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করছেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও শিলিগুড়িতে থেকে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ঘনঘন বৈঠক করছেন।

রিভিউ বৈঠকের পর দেখা গিয়েছে, দলে এখনও একাধিক এলাকায় বুথ কমিটি নেই। যুব মোর্চার জেলা কমিটি না ভাঙলেও অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। বিজেপির দলীয় নিয়ম অনুযায়ী, নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো কমিটিই দায়িত্বে থাকে। কিন্তু শিলিগুড়িতে যুব মোর্চার সমস্ত কর্মসূচি একপ্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে নমো যুব ওয়ারিয়র্সের ব্যানারে জেলার যুব নেতা সৌরভ সরকারকে আহ্বায়ক বানিয়ে কাজ চালাচ্ছে বিজেপি। এই ব্যানারেই আপাতত বিজেপির যুব মোর্চার কয়েকটি কর্মসূচি হয়েছে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত পরিস্থিতির ওপর নজর দিতে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নিশীথ প্রামাণিককে দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ করে পাঠিয়েছে বিজেপি।

তিন মাদক পাচারকারী ধৃত

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৪ জানুয়ারি : পৃথক অভিযানে তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হল। কালিয়াচক থেকে মাটিগাড়া পর্যন্ত এসেও পুলিশের হাতে বমাল ধরা পড়ে যান গোবিন্দ বর্মন নামে বছর ছাব্বিশের এক তরুণ। মঙ্গলবার রাতে তাঁর কাছ থেকে ৪৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এদিকে, মালদা থেকে শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার পাচার করতে এসে বুধবার দুপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ভরত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। ধৃত মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। ভরতের কাছ থেকে ১ কেজি ২৪৮ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বুধবার সোনাদা পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার যোগেশ ঠাকুরি ও এসওজি দার্জিলিংয়ের যৌথ অভিযানে প্রায় ৪৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুমন তামাং (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে।

গোবিন্দ মাটিগাড়ায় থাকলেও তাঁর বাড়ি হিলিতে। মাটিগাড়া থানায় পিসি পার্টির ওসি শিবশংকর দাস বলেন, 'রাতে শুয়োরহাটিতে গাড়িটি আটক করে সিটের নীচে ড্রয়ারের মধ্যে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। বুধবার ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।'

এদিন এনজেপি স্টেশনে নেমে সাউথ কলোনি ধরে ব্যাগে করে ব্রাউন সুগার নিয়ে ভরত হেঁটে যাচ্ছিলেন। এসওজি ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই তাঁর ব্যাগের মাদক পাওয়া যায়।

পুলিশ হেপাজত

ইসলামপুর, ১৪ জানুয়ারি : গোয়ালপোখর শুট আউট কাণ্ডে বুধবার পুলিশ আমজাদ আলি নামে এক অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে। এই তথ্য জানিয়ে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলেন, 'বিচারক অভিযুক্তকে আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।' সম্প্রতি গোয়ালপোখরে দুই তরুণ বাইকে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন। অভিযোগ ছিল, অন্য একটি বাইকে পিছন থেকে দুই দুষ্কৃতী এসে তাঁদের গুলি করে পালিয়ে যায়। আমজাদ গ্রেপ্তার হওয়ায় শুটারও ধরা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

যে পথ হারিয়েছে

সভ্যতার 'চাপে' বিচ্ছিন্ন হাতির করিডর

ভারত-নেপাল সীমান্ত লাগোয়া হাতি চলাচলের এই রাস্তা অনেক পুরোনো। এই করিডরের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ও ম্যালের লেখায়। চা বাগান, সেনাছাউনি, নদী থেকে বালি তোলার কারণে যে পথ আজ বিপন্ন। খোঁজ নিলেন খোকন সাহা।

বাগডোগরা, ১৪ জানুয়ারি : মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে কলাবাড়ি জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ৯ কিলোমিটার। এই অঞ্চল লাগোয়া বিভিন্ন জনপদে মাঝেমধ্যেই হাতির হানার খবর শোনা যায়। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হাতি লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে আর ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায়, হাতি নয়, উলটে সভ্যতাই হানা দিয়েছে হাতির করিডরে।

বেশ অনেকটা সময় ধরে হাতি যদি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলাচল করে, তাহলে সেই পথকে 'এলিফ্যান্ট করিডর' বলা হয়। মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কেপিএল গ্রাউন্ড, সুখিয়াখোলা, রোহিণী চা বাগান, রক্তি নদী, বামনপুখড়ি জঙ্গল (এই জঙ্গলকে ৩৪-এর ফরেস্টও বলা হয়) হয়ে বালাসন নদী পেরিয়ে টাটারি জঙ্গল, পানিঘাটা চা বাগান, মানঝা নদী, বেলগাছি চা বাগান, মারাপুর চা বাগানের ভিতর দিয়ে হাতির দল কলাবাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করে। এর পর কলাবাড়ি জঙ্গল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে নেপালে প্রবেশ করে। মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে কলাবাড়ি জঙ্গল পর্যন্ত হাতি চলাচলের এই রাস্তাকে এলিফ্যান্ট করিডর বলা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে ১৯০৭ সালে, ব্রিটিশ জীববৈচিত্র্য বিশারদ এবং প্রকৃতিবিদ ও ম্যালে প্রথম হাতির যাতায়াতের এই পথ বা এলিফ্যান্ট করিডরটিকে চিহ্নিত করেন। এরপর ২০১৪ সালে ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউটিআই)-র 'রাইট অফ প্যাসেজ' বইতে এই রুটের উল্লেখ পাওয়া যায়। বন দপ্তরের নথিতেও এই রুটের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্তমানে এই করিডরটি বিপন্ন। এই করিডরে সেনাছাউনি এবং চা বাগান গড়ে উঠেছে। কালীখোলা নদীর মিলনস্থলে রক্তি নদী থেকে রাতদিন ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বালি, পাথর তোলা হয় বলে অভিযোগ। ক্র্যাশার চলে, যার ফলে হাতির ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলে অসুবিধা হয়। বালাসন নদীতেও সারাদিন ট্র্যাক্টর, ডাম্পার চলে। বালি তোলার জন্য নদীতে খননকার্য চালানোর ফলে নদীর গভীরতা বেড়েছে। ফলে বাচ্চা নিয়ে নদী পারাপার হতে হাতির অসুবিধা হয়। অবস্থা এমনই যে, বর্তমানে শিমুলবাড়ি থেকে রোহিণী রোড পর্যন্ত এই করিডরের ২০০ মিটার রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে।

রোহিণী রোড পার হচ্ছে হাতির দল। -ফাইল চিত্র

এই রাস্তার বদলে হাতিরা মরিয়নবাড়ি চা বাগান, বালাসন নদী, বৈরাগ্তি জঙ্গল, বাগডোগরা জঙ্গল হয়ে যাতায়াত করে। মরিয়নবাড়ি এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা হিরু নাগাসিয়া বলেন, 'আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমাদের চা বাগান দিয়ে হাতি যাতায়াত করে।' বর্তমানে এই করিডরটিও বিপন্ন।

এই প্রসঙ্গে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'হাতির করিডরে সেনাছাউনি, বাড়িঘর ইত্যাদি গড়ে ওঠায় হাতি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।'

উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি পশুপ্রেমী সংস্থার সম্পাদক অভিযান সাহা বলেন, 'হাতিরা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই রাস্তা হাতির অথচ এখানে আমরা চা বাগান, সেনাছাউনি তৈরি করেছি। হাতির করিডর বাঁচাতে দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা উচিত।'

ছোট্ট তারা

হাকিমপাড়া প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তপতী দত্ত ছবি আঁকতে ভালোবাসে। আঁকা ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও পেয়েছে সে।

শহরমুখী গ্রামের রিকশা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : এক পা প্যাডেলে তুলে রিকশার হ্যান্ডেলে ভর দিয়ে এক রিকশাচালক অন্য কয়েকজন চালকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভাড়া কতটা থাকলে মানুষের রিকশা চড়তে সমস্যা হবে না, তা ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু। তখন কোর্ট মোড়ে দাঁড়িয়ে অন্তত ১৫টি রিকশা। টোটোর দাপটে শিলিগুড়ি শহরে রিকশার অস্তিত্ব নিয়েই যখন একসময় প্রশ্ন উঠেছিল, তখন হঠাৎ রিকশার সংখ্যা বাড়ছে কি করে? প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই রণজিৎ বর্মন নামে এক রিকশাচালক দাবি করলেন, 'সংখ্যা আরও বাড়বে।' কিন্তু কেন? রণজিতের কথায়, 'গ্রামে একশো দিনের কাজ বন্ধ। পরিবার ছেড়ে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে এখন অনেকে যেতে চাইছে না। রিকশা চালিয়ে সংসার চালাতে অনেকেই চলে আসছে শিলিগুড়িতে।'

তিন বছরের বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে একশো দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না। বন্ধ রয়েছে কাজও। ফলে কাজের খোঁজে অনেকেই গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু কেন শহরে এসে টোটোর বদলে রিকশা চালাচ্ছেন? রিকশাচালকদের বক্তব্য, টোটোর চড়া কিস্তি, শহরের রাস্তায় পুলিশি ধরপাকর ও হয়রানি লেগেই থাকে। কিন্তু রিকশার ক্ষেত্রে এমন সমস্যায় পড়তে হয় না। বাগরাকোট এলাকার রিকশার মালিক দ্বিজেন রায়ের কাছে ৮টি রিকশা আছে। সবগুলি রাস্তায় চলছে। দ্বিজেনের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রাম্য এলাকার মানুষ কাজের খোঁজে শিলিগুড়িতে আসছেন। টোটোর কারণে অনেকদিন কেউ আমার রিকশা কিস্তিতে নিয়ে চালাচ্ছিল না। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি রিকশা চলছে। গ্রামে কাজ না থাকায় অনেকেই শহরে আসছে।'

কোচবিহারের সিতাই থেকে পরিবার নিয়ে শিলিগুড়িতে চলে এসেছেন নিতাই দাস। সাউথ কলোনিতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকছেন। নিতাইয়ের বক্তব্য, 'গ্রামে কোনও কাজ নেই। পেটের দায়ে বৌ, বাচ্চা নিয়ে শিলিগুড়ি এসে ঘরভাড়া নিয়ে থাকছি। ৫০ টাকা কিস্তি দেওয়ার পরও কিছুটা টাকা হাতে থাকে। টোটো কিস্তিতে চালালে মালিককে ৪৫০ টাকা দৈনিক দিতে হবে। সেটা সম্ভব নয়।' কয়েকজন রিকশাচালক অবশ্য বলছেন, গ্রামের মানুষ হওয়ায় তাঁরা ঠিকমতো টোটো চালাতে পারেন না। দুর্ঘটনার আশঙ্কার থেকেই টোটোর পরিবর্তে রিকশা বেছে নিয়েছেন। তাছাড়া পুলিশি হয়রানির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়েছে।

পুরনিগম এলাকায় একটা সময় সাড়ে ছয় হাজার রিকশা চলত। কিন্তু টোটোর দাপটে রাস্তায় চলা রিকশার সংখ্যা একশোর নীচে নেমে এসেছিল। কিন্তু এখন অন্তত চারশো রিকশা চলে বলে চালকদের হিসেব। পুরনিগম এলাকায় টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণে রুট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রিকশার কোনও রুট নেই। শহরের যে কোনও জায়গায় বিনা বাধায় রিকশা চলে যাচ্ছে। মালদার গাজোলের বাসিন্দা রবীন সাধু বিধান মার্কেট এলাকায় রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভাড়ার খোঁজে। রবিন বলেন, 'একশো দিনের টাকা ঠিক করে পাইনি। কাজ করলে টাকা দিতে হয় দালালকে। তার চাইতে এখানে রিকশা চালানো ভালো। প্রতিদিন কমবেশি তিনশো টাকা আয় হয়ে যায়।'

কোর্ট মোড়ে যাত্রী প্রতীক্ষায় রিকশাওয়ালা।

> একশো দিনের টাকা ঠিক করে পাইনি। কাজ করলে টাকা দিতে হয় দালালকে। তার চাইতে এখানে রিকশা চালানো ভালো। প্রতিদিন কমবেশি তিনশো টাকা আয় হয়ে যায়।
>
> **-রবিন সাধু**
> গাজোলের বাসিন্দা

সরস্বতী প্রতিমায় তুলির টানে মগ্ন শিল্পী। বুধবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

তোলা না দেওয়ায় হামলা, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : তোলা না দেওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক লটারি টিকিট ব্যবসায়ীর দুই ছেলের ওপর হামলার অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় চতুর্থ মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায়। পরে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ হাফিজুল ওফরে কানকাটাকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ঘটনায় আহত লটারি ব্যবসায়ী সঞ্জীব ঘোষ বলেন, 'ওইদিন রাতে আমার দুই ছেলে দোকানে বসেছিল। হঠাৎ করেই হাফিজুল এসে ওদের থেকে টাকা দাবি করে। টাকা দিতে না চাওয়ায় হাফিজুল দলবল এনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই ছেলের ওপর চড়াও হয়। এক ছেলে গুরুতর আঘাত পেয়েছে।'

সঞ্জীবের অভিযোগ, 'অভিযুক্ত দোকানের ড্রয়ার খুলে নগদ সাতাশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।' পুলিশ সূত্রে খবর, হাফিজুলের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জীবের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে হাফিজুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

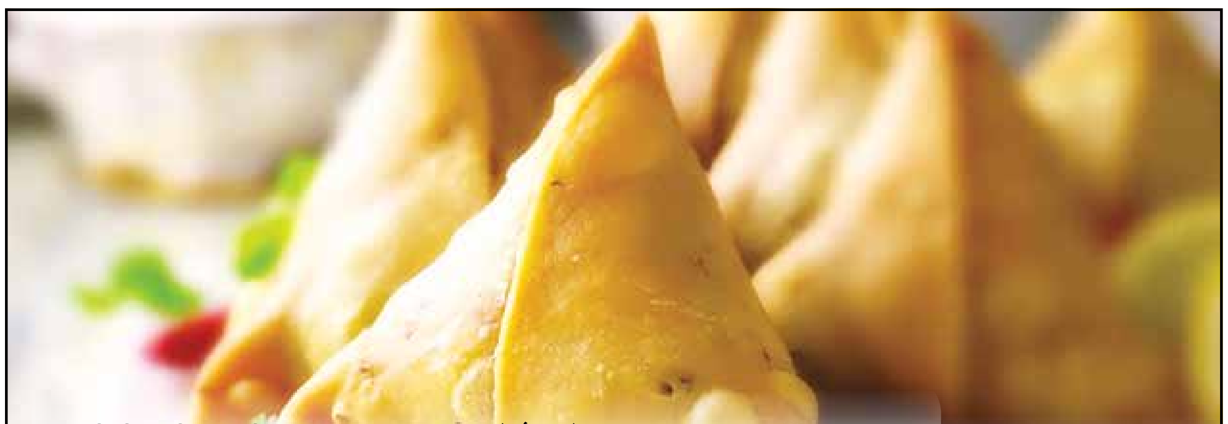

শিলিগুড়িতে শিঙাড়ার স্বাদের প্রশ্ন উঠলেই অবধারিতভাবে গুপ্তাজির নাম। প্রায় সাত দশক থেকে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে এই শিঙাড়ার স্বাদ। শুধু স্বাদ নয়, স্টেশন ফিডার রোডের আমূল বদলে যাওয়ার সাক্ষীও এই লোভনীয় মুখরোচক খাবারটি। বলতে গেলে এই খাবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই শহরের ইতিহাসও।

পুরোনো স্বাদ

ইতিহাসের সাক্ষী
শিঙাড়ার সঙ্গী জিলিপি

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ষাটের দশকে শিলিগুড়ি তখন একটি সাধারণ জনপদ। আনন্দলোক সিনেমা হল ছাড়িয়ে একটু এগোলেই এসএফ রোড লাগোয়া খালপাড়া এলাকায় শিঙাড়া ও জিলিপির দোকান ছিল মুখরামপ্রসাদ গুপ্তার। খুব সাধারণ মানের দোকান। দোকান সাধারণ হলেও দুই খাবারের খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকাগুলিতেও। ছড়ায় তার স্বাদ ও মানের কারণে। সেই সময় সকাল ও বিকেলে এই দোকানে শিঙাড়া ও জিলিপির জন্য ভিড় জমাতেন অনেকেই। তখন পাওয়া যেত ১ টাকায় ১৬টি শিঙাড়া। তখন চার আনা আট আনার যুগ। চার আনা মানে ২৫ পয়সা আট আনা মানে ৫০ পয়সা। সেইভাবে ষোলো আনায় হত এক টাকা। আর তাতেই মিলত ১৬টি শিঙাড়া। আর ১ টাকায় ১ কিলো জিলিপি।

মুখরামের ছেলে বৈজনাথপ্রসাদ গুপ্তা এখন দোকান চালান। তাঁর বয়স এখন ৮৩। বললেন, 'প্রায় ৬৫ বছর ধরে আমি দোকান করছি। বাবার কাছেই আমি শিঙাড়া ও জিলিপি বানানো শিখেছি। সেই সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত একইভাবে তৈরি করে আসছি। তাই দোকানের শিঙাড়া ও জিলিপির সেই স্বাদ আজও অক্ষুণ্ণ আছে।' জানালেন, আগে দিনে হাজারের ওপর শিঙাড়া ও ৩০ কেজির ওপর জিলিপি বিক্রি হত এই দোকানে। তবে এখন তা আর পারি না। দোকানে এই যাবৎ কোনও কর্মচারী রাখিনি, এই বয়সেও আমি একা হাতে সব কিছু করি।'

বর্তমানে শিলিগুড়ি অনেক বদলেছে, অনেক দোকানপাট আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেও, এই দোকানে চিত্র সেই আগের মতোই আছে। এই রাস্তায় শিলিগুড়ি থানা। এই সময়ে কাঠের বাড়ি থেকে বড় পাকা ইমারত হলেও পুরোনো শিলিগুড়ির ছোঁয়া আজও এই দোকানে লক্ষ করা যায়। তবে গ্রাহকের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি আর আগের মতো জিলিপি ও শিঙাড়া তৈরি করতে পারেন না, বয়সজনিত কারণে। তবে প্রতিদিন ৩৫০ থেকে ৪০০ শিঙাড়া এখনও বিক্রি করেন। তার পাশাপাশি প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ শিঙাড়ার অর্ডার পান। এখন প্রতি পিস শিঙাড়ার দাম ১০ টাকা। এখন জিলিপি নিয়মিত তৈরি না হলেও জিলিপির অর্ডার পেলে তৈরি করে দেন। বছরের বিশেষ দিনগুলিতেও জিলিপি তৈরি করা হয়। দাম পড়ে ২০০ থকে ২৫০ টাকা কেজি।

নিয়মিত সকাল ৯টা থেকে রাত ৮.৩০টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। বৈজনাথপ্রসাদ গুপ্তার ধারণা, কর্মচারী রাখলে হয়তো সব কিছুই বেশি করে তৈরি করা যাবে, কিন্তু অন্যের হাতে স্বাদের হেরফের ঘটে যেতে পারে। আর তখন ক্রেতারা হয়তো দোকান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন। তাঁর তিন ছেলে আছে কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশা বেছে নিয়েছেন। ছোট ছেলে কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় দেন। দোকানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর গলায় দুশ্চিন্তার সুর শোনা যায়। তিনি বলেন, যতদিন পারি করি এইভাবে।

এই দোকানের শিঙাড়া আর জিলিপি মানেই যেন নস্টালজিয়া। খালপাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় চাল ব্যবসায়ী কৃষ্ণ আগরওয়াল বলেন, 'এই দোকানে ছোটবেলায় বন্ধুরা দলবেঁধে এসে শিঙাড়া আর জিলিপি খেতাম। তখন এক টাকায় অনেকগুলো শিঙাড়া দিত এবং এক টাকায় জিলিপি পাওয়া যেত ১ কেজি। এরপর কখনও শিঙাড়ার দাম ১০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা এবং বর্তমানে ১০ টাকা।'

মিলনপল্লির বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত টেলিকম কর্মচারী সুবোধ দে বলেন, 'এখন তো শিলিগুড়িতে অনেক ক্যাফে ও রেস্টুরেন্ট তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমাদের সময় এটা ছিল একটা আবেগ। বিকেল হলেই গুপ্তার দোকানে গরম গরম শিঙাড়া খাবার জন্য ভিড় জমাতাম বন্ধুরা মিলে।'

আগে দিনে ১ হাজার শিঙাড়া ও ৩০ কেজির মতো জিলিপি বিক্রি হত গুপ্তাজির দোকানে

তখন পাওয়া যেত ১ টাকায় ১৬টি শিঙাড়া, আর ১ টাকায় ১ কিলো জিলিপি

৬৫ বছর পরেও দোকানে কোনও কর্মচারী রাখেননি, একা হাতে সবকিছু করেন এখনও

তবে বয়সজনিত কারণে এখন প্রতিদিন ৩৫০ থেকে ৪০০ শিঙাড়া বানিয়ে বিক্রি করেন

এখন জিলিপি নিয়মিত তৈরি না হলেও অর্ডার পেলে তৈরি করে দেন

শতবর্ষে নানা অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি দার্জিলিংয়ের রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে বুধবার এই কথা জানানো হয়। সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের রাঘবানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম দার্জিলিংয়ের সম্পাদক স্বামী অমলানন্দজি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, ১৮ জানুয়ারি সকালে রামকৃষ্ণ দেবের বিশেষ পুজো হবে, বিভিন্ন সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুকূল ঠাকুরের ১৩৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৮ জানুয়ারি স্বস্তি সৃজনী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। কাওয়াখালিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।

রুপোর কয়েন চুরি আড়তে

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রেগুলেটেড মার্কেটের আড়ত থেকে ১১টি রুপোর কয়েন ও ৩৩ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। আড়ত মালিক সুরেন্দ্রপ্রসাদ সরাফের অভিযোগ, 'সোমবার গভীর রাতে আড়তে দুষ্কৃতী ঢুকে ড্রয়ারে থাকা ৩৩ হাজার টাকা ও ১১টা রুপোর কয়েন চুরি করে।' মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করেন ওই আড়তদার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভ ও সভা

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক মঞ্চের তরফে ভেনেজুয়েলার উপর আমেরিকার আক্রমণের প্রতিবাদ করা হয়। বুধবার হাসমি চকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ ও সভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্যরা।

শিলিগুড়ির ছেলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কবিতায়

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : কীর্তিচক্রপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন লালরিনাওমা সাইলো-র জীবনীর উপর কবিতা রচনা করে আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কৃত হতে চলেছে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা রাজদীপ ঘোষ। অমরাপতি লায়ন্স সিটিজেন্স পাবলিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রাজদীপ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) আয়োজিত 'বীরগাথা ৫.০' প্রতিযোগিতায় দেশে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। রাজদীপের এই সাফল্যে খুশি তার পরিবার এবং স্কুলের সকলে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পড়াশোনার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলামেও বেশ পারদর্শী রাজদীপ। বীরগাথা প্রতিযোগিতায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেই তার এই সাফল্য। দেশসেবায় অসাধারণ সাহসিকতার নজির রয়েছে ক্যাপ্টেন লালরিনাওমা সাইলোর। তাঁর সাহসিকতার কথা 'দ্য ক্যাপ্টেন' কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছে রাজদীপ। ২৪ জানুয়ারি দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সিবিএসই-র তরফে পুরস্কৃত করা হবে রাজদীপকে।

রাজদীপের কথায়, ''দেশের যে কোনও একজন বীরের সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন সাইলোর জীবনী সম্পর্কে পড়েছিলাম। এছাড়াও 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ক্যাপ্টেন সাইলোর অবদান আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে। মিজোরামের মানুষদের প্রতিভা যাতে সবাই জানতে পারে সেজন্য আমি তাঁর জীবনীর উপর মৌলিক কবিতা লেখার সিদ্ধান্ত নিই।''

স্কুলের পড়ুয়ার এমন প্রাপ্তিতে খুশি স্কুলের প্রিন্সিপাল শুভঙ্কর বসু। তিনি বলেন, 'রাজদীপকে আন্তরিক অভিনন্দন। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করছি।' স্কুলের পাশাপাশি এই সাফল্যে খুশি রাজদীপের বাবা মহাদেব ঘোষ ও মা ঝুমা ঘোষও।

রাজদীপ ঘোষ

বুধবার শিলিগুড়িতে মকর সংক্রান্তিতে তুঙ্গে রেডিমেড পাটিসাপটার চাহিদা।

জবরদখল পার্কিং জোন
বিপাকে টেন্ডার পাওয়া সংস্থাগুলি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরে পার্কিংয়ের জায়গাগুলি হকারদের দখলে চলে যাচ্ছে। এর পেছনে প্রভাবশালীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, পার্কিংয়ের এলাকাগুলি হকারদের দখলে চলে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন ওইসব পার্কিং জোনের টেন্ডার পাওয়া ব্যক্তিরা। প্রশাসনকে সমস্যার কথা জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে। তবে এই বিষয়টি কখনও পুরনিগমে জানানোই হয়নি বলে দাবি পার্কিং বিভাগের দায়িত্বে থাকা মেয়র পারিষদ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শা'র।

এমনিতেই যানজটে জেরবার হতে হয় শিলিগুড়ি শহরকে। সেই ভস্মে ঘি হয়ে পড়ছে পার্কিং এলাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে গজিয়ে ওঠা গুমটিগুলি। পুর এলাকায় ২৮টি পার্কিং জোন রয়েছে। অভিযোগ, এর মধ্যে একাধিক জোনে গাড়ি পার্কিং করাতে পারছে না শিলিগুড়ি পার্কিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই অভিযোগ করছেন খোদ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাই। প্রভাবশালীদের প্রভাবে একাধিক পার্কিং জোনের জায়গায় বহিরাগতরা এসে দোকান দিচ্ছেন। প্রথম দিকে ছোটভাবে দোকানগুলো গড়ে উঠছে। পরে সেগুলোই ধীরে ধীরে আকারে-আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবের ফলে সমস্যায় পড়ছেন পার্কিংয়ের টেন্ডার নেওয়া ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, সবচেয়ে বেশি প্রতারণার স্বীকার হচ্ছেন তাঁরা। অগ্রিম দিয়ে টেন্ডার তো নিচ্ছেন, তবে গাড়ি পার্কিং করিয়ে টাকা তুলতে পারছেন না।

বুধবার এ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে শিলিগুড়ি পার্কিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজু সেনগুপ্ত বলেন, ''বর্ধমান রোডে ১২ এবং ১৩ নম্বর জোনে টাকা দেওয়ার পরেও আমরা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারছি না। মহাবীরস্থানে ফ্লাইওভারের নীচে, বিধান রোডে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে, ক্ষুদিরামপল্লি এলাকা, বিধান মার্কেট এলাকাগুলিতেও হকারদের জ্বালায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পার্কিং করানো যাচ্ছে না। প্রভাবশালীরা রীতিমতো মদত দিচ্ছেন হকারদের। তাঁদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠছি না। কিছু বলতে গেলে প্রভাবশালীরা বলছেন, আপনাদের যেখানে সমস্যা জানানোর কথা আপনারা জানান। আমরা লিজে অগ্রিম টাকা দিয়ে জায়গাটা নিয়েছি। অথচ যদি জোর করে হকাররা বসেন, তাহলে আমাদের হকারদের কাছ থেকেই টাকা নিতে হবে। আর সেটা চাইলেই তখন আমাদের 'তোলাবাজ' বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আমরাই এখন প্রতারণার স্বীকার হচ্ছি। এই সমস্যার কথা প্রশাসনকেও জানিয়েছি। তবে সেখান থেকে আজও সাড়া পাইনি। এভাবে তো আমরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি।'' এদিকে, এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শা বলেন, 'এমন কোনও অভিযোগ আমরা পাইনি। তবে এধরনের কিছু হলে আমরা কখনোই তা বরদাস্ত করব না। যাঁরা টেন্ডার নিয়েছেন, তাঁরা রীতিমতো টাকা দিয়ে টেন্ডার নেন। তাঁদের পার্কিংয়ের জায়গায় কোনও প্রভাবশালীর দাদাগিরি মানা হবে না। লিখিত অভিযোগ জানালে পুরনিগম উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

■ শিলিগুড়ি পুর এলাকায় ২৮টি পার্কিং জোন রয়েছে

■ অভিযোগ, এর মধ্যে একাধিক জোনে গাড়ি পার্কিং করাতে পারছে না শিলিগুড়ি পার্কিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

■ কারণ পার্কিং জোনগুলিতে অবৈধভাবে গুমটি তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ

কিশোর উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ। নিরুদ্দেশ হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর থানা এলাকা থেকেই ১৬ বছরের ওই কিশোরকে উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোর ভক্তিনগর থানা এলাকারই বাসিন্দা। মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওই কিশোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে কিশোরের মা ভেবেছিলেন, কিছুক্ষণেই ছেলে ফিরে আসবে। যদিও এরপর রাত হয়ে যাওয়ায় ওই কিশোরের মা ভক্তিনগর থানায় এসে মিসিং ডায়েরি করেন। শেষমেশ বুধবার রাতে ওই কিশোরকে ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকেই উদ্ধার করে পুলিশ।

পৃথিবীর পাঠশালা

চাঁদের জমির মালিক

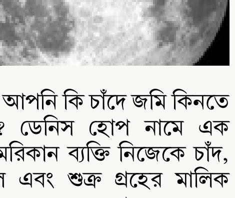

আপনি কি চাঁদে জমি কিনতে চান? ডেনিস হোপ নামে এক আমেরিকান ব্যক্তি নিজেকে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের মালিক দাবি করেন এবং গত ৪০ বছর ধরে দেদার সেই জমি বিক্রিও করছেন! ১৯৮০ সালে তিনি রাষ্ট্রসংঘের 'আউটার স্পেস ট্রিটি' বা মহাকাশ চুক্তির একটি ফাঁক খুঁজে পান। চুক্তিতে বলা ছিল—কোনও দেশ মহাকাশের মালিক হতে পারবে না, কিন্তু কোনও ব্যক্তি মালিক হতে পারবে না, এমন কথা কোথাও লেখা ছিল না! সেই সুযোগে তিনি নিজেকে মালিক ঘোষণা করে রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি দেন। কোনও উত্তর না আসায় তিনি ধরে নেন সবাই রাজি। তাঁর কোম্পানি 'লুনার এমব্যাসি' আজ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের কাছে চাঁদের জমি বিক্রি করেছে। টম ক্রুজ থেকে জর্জ বুশ—অনেকেই নাকি তাঁর খদ্দের! এটি আইনি, নাকি বিশ্বের সেরা ধাপ্পাবাজি, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ডেনিস এখন কোটিপতি।

অলিম্পিকের আজব ম্যারাথন

অলিম্পিক মানেই শৃঙ্খল আর সম্মানের লড়াই। কিন্তু ১৯০৪ সালের সেন্ট লুইস অলিম্পিকের ম্যারাথন ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জগাখিচুড়ি! তীব্র গরম আর ধুলোবালি ওড়া রাস্তায় দৌড়াতে গিয়ে প্রতিযোগীদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিল। মজার ব্যাপার হল, যিনি প্রথম হয়ে ফিনিশ লাইনে ঢোকেন, তিনি আসলে অর্ধেক রাস্তা গাড়িতে করে এসেছিলেন! পরে ধরা পড়ায় তাঁকে বাতিল করা হয়। যিনি আসল বিজয়ী হন, তাঁকে দৌড়ের মাঝে চাঙ্গা রাখার জন্য ইঁদুর মারার বিষ আর ব্র্যান্ডি খাওয়ানো হয়েছিল, যা তাঁকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। আরেক প্রতিযোগী দৌড়াতে দৌড়াতে খিদে পাওয়ায় পাশের বাগান থেকে পচা আপেল খেয়ে পেটের ব্যথায় রাস্তার ধারেই ঘুমিয়ে পড়েন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা এক প্রতিযোগীকে আবার কুকুর তাড়া করেছিল, ফলে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে দৌড়ান। অলিম্পিকের ইতিহাসে এমন হাস্যকর ঘটনা আর কখনও দেখা যায়নি।

দিয়াতলভ পাসের রহস্য

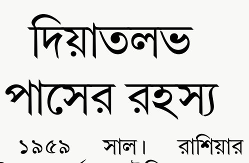

১৯৫৯ সাল। রাশিয়ার ইউরাল পর্বতে ট্রেকিং করতে গিয়ে নয়জন অভিযাত্রী রহস্যজনকভাবে মারা যান। এই ঘটনা 'দিয়াতলভ পাস ইনসিডেন্ট' নামে পরিচিত। যা আজও বিশ্বের অন্যতম বড় অমীমাংসিত রহস্য। উদ্ধারকারীরা দেখেন, পর্বতারোহীদের তাঁবুটি ভেতর থেকে ধারালো কিছু দিয়ে কাটা। অর্থাৎ, তাঁরা প্রাণভয়ে তাঁবু ছিঁড়ে বেরিয়েছিলেন। বাইরে মাইনাস ৩০ ডিগ্রি ঠান্ডায় কারও পায়ে জুতো ছিল না, কেউ ছিলেন অর্ধনগ্ন। কয়েকজনের দেহ ছিল তুষারচাপা, কারও খুলি ভাঙা, আবার কারও চোখ ও জিভ উধাও! অথচ ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন ছিল না। তদন্তকারীরা তখন বলেছিলেন, অজানা এক শক্তি তাঁদের মেরেছে। তুষারধস, ভিনগ্রহী, নাকি রাশিয়ার গোপন অস্ত্র পরীক্ষা—আসল কারণ আজও অজানা।

অসুখ চেনার নাক

ডাক্তাররা স্টেথোস্কোপ দিয়ে রোগ ধরেন। কিন্তু জয় মিলনে নামে এক স্কটিশ মহিলা কেবল গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারেন কার শরীরে মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে! বিশেষ করে পার্কিনসন্স রোগ। জয়ের স্বামী যখন পার্কিনসন্সে আক্রান্ত হন, তখন জয় লক্ষ্য করেন স্বামীর শরীর থেকে এক অদ্ভুত কস্তুরী বা ড্যাম্প গন্ধ বেরোচ্ছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন এক পার্কিনসন্স সাপোর্ট গ্রুপে যান, দেখেন সবার শরীরেই সেই একই গন্ধ। বিজ্ঞানীরা প্রথমে তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি। পরে পরীক্ষায় দেখা যায়, পার্কিনসন্স রোগীদের ত্বকের সিবাম বা তেলের রাসায়নিক গঠন বদলে যায়, যা কেবল জয়ের মতো অতিসংবেদনশীল বা 'সুপার স্মেলার' নাকই ধরতে পারে। তাঁর এই ক্ষমতার দৌলতে বিজ্ঞানীরা এখন পার্কিনসন্স শনাক্ত করার নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছেন।

বিষয়ভিত্তিক ভিডিও দেখানোর নির্দেশ নিয়ে জল্পনা

স্কুলে নেই 'প্রোজেক্টর'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তৈরি নানা 'অডিও ভিজুয়াল' কনটেন্ট বাংলা শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। পড়ুয়াদের স্বার্থে সেগুলি স্কুলে দেখানোর জন্য নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে এবিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের এমন উদ্যোগ আদৌ কতটা কার্যকর করা সম্ভব তা নিয়ে জেলাজুড়ে ইতিমধ্যেই সংশয় তৈরি হয়েছে। কারণ হিসাবে উঠে আসছে স্কুলগুলিতে পরিকাঠামোর অভাব।

এখন পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর ৪০৪টি ভিডিও আপলোড করেছে বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির জন্য ৭টি, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ২টি, পঞ্চমের ৬টি, ষষ্ঠের ১০টি, সপ্তমের ১৪টি, অষ্টমের ২৪টি, নবমের জন্য ১০৯টি, দশমের জন্য ১১৩টি ভিডিও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য রয়েছে ৫৬টি ও ৪৩টি। আগামীদিনে এই ধরনের কনটেন্ট আরও দেওয়া হবে বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে কোচবিহারে তথ্য বলছে, সরকারি ও সরকার পোষিত ১৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল, ৩০০টি উচ্চ প্রাথমিক, ৪১টি মাধ্যমিক ও ২০৯টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি জেলার দু'-একটি প্রাথমিক স্কুলে ভিডিও চালিয়ে দেখানোর মতো পরিকাঠামো থাকলেও বাকি কোথাও তেমন ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে ৩০০টি উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের মধ্যে মাত্র ৩০টিতে প্রোজেক্টর দেওয়া হয়েছিল। সেগুলির বেশিরভাগই অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এছাড়া ২৫০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে অধিকাংশতেই প্রোজেক্টর ও কম্পিউটারগুলি খারাপ। প্রশ্ন উঠছে, এমন পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে কীভাবে। বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙ্গার কোদালখেতি হরচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'আমার স্কুলের প্রোজেক্টর খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।'

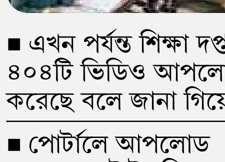

■ এখন পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তর ৪০৪টি ভিডিও আপলোড করেছে বলে জানা গিয়েছে

■ পোর্টালে আপলোড হওয়া কনটেন্টগুলি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের দেখিয়ে আলোচনা করতে হবে

■ বাস্তব চিত্র বলছে, বেশিরভাগ স্কুলগুলিতে তার পরিকাঠামোই নেই

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় স্কুল থেকে প্রোজেক্টরগুলি প্রশাসন নিয়ে যায়। তারপর দেখা যায়, অধিকাংশই আর কাজ করে না। যদিও কোচবিহার জেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃণালকান্তি রায় সিংহ ও সমরচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, নির্দেশনামা তাঁরা স্কুলগুলিকে পাঠিয়ে তা অনুসরণ করতে বলে দিয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক তথা ডাউয়াগুড়ির খাপাইডাঙ্গা জয়কান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরজিৎ পণ্ডিত বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগ অবশ্যই ভালো। এতে ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হবে। কিন্তু জেলার অধিকাংশ স্কুলে পরিকাঠামোই নেই। আমার নিজের স্কুলেও কোনও প্রোজেক্টর নেই।'

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, পোর্টালে আপলোড হওয়া কনটেন্টগুলি স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের দেখিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে অভিভাবকদেরও বিষয়গুলি জানাতে হবে। অন্যদিকে কোনও পরিকাঠামো না থাকায় বিষয়টিকে শিক্ষা দপ্তরের অপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা বলে কটাক্ষ করেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক তথা চড়কেরকুঠি দেওয়ানবস পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার।

২৮ বছরে সবচেয়ে কম পাখির সংখ্যা

উদ্বেগ গজলডোবায়

অনুপ সাহা

গজলডোবা, ১৪ জানুয়ারি : আশঙ্কাই সত্যি হল। ২০২৩-এর ৩ অক্টোবর সিকিমের লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ের প্রভাব যে গজলডোবায় আসা পরিযায়ী পাখিদের জীবনচক্রে পড়বেই তা নিয়ে পরিবেশবিদদের মধ্যে কোনও সংশয় ছিল না। বাস্তবে ঘটলও তাই। হ্রদ বিপর্যয়ের পর থেকেই পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ও প্রজাতি দুই-ই কমে এসেছে গজলডোবায়। তবে এবারের সংখ্যাটা গত ২৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন বলে মত পরিবেশপ্রেমীদের।

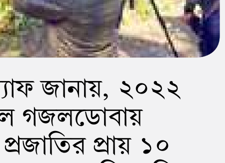

■ ন্যাফ জানায়, ২০২২ সালে গজলডোবায় ৭০ প্রজাতির প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি পাখির দেখা পাওয়া গিয়েছিল

■ সেখানে ২০২৫-'২৬-এ সমীক্ষায় ধরা পড়া ৬৮ প্রজাতির পাখির সংখ্যা মাত্র চার হাজার তিনশোর কাছাকাছি

■ সংখ্যাটা গত বছরের তুলনায় ১২০০ কম

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে এবং বন দপ্তরের সহযোগিতায় সোমবার গজলডোবায় বার্ষিক জলজ পরিযায়ী পাখিদের ওপর দিনভর সমীক্ষা চালানো হয়। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের এসিএফ স্বর্ণদীপ রক্ষিত, এডিএফও রাজীব লামা সহ ন্যাফের ১৪ জনের একটি দল কখনও ছয়টি নৌকায়, আবার কখনও হেঁটে পাখিদের ওপর সমীক্ষা চালান।

এ নিয়ে ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'সমীক্ষা শেষে পাওয়া প্রারম্ভিক তথ্য যথেষ্ট উদ্বেগের। হ্রদ বিপর্যয়ের আগে ২০২২ সালে গজলডোবায় ৭০টি প্রজাতির প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি পাখির দেখা পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে ২০২৫-'২৬-এ সমীক্ষায় ধরা পড়া ৬৮টি প্রজাতির পাখির সংখ্যা মাত্র চার হাজার তিনশোর কাছাকাছি। সংখ্যাটা গত বছরের তুলনায় ১২০০ কম।' কয়েক বছর ধরে লাগাতার তিস্তায় পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা কমে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনিমেষ জানান, হ্রদ বিপর্যয়ের পর পলি জমে তিস্তার নাব্যতা অনেকটাই কমে গিয়েছে। পাশাপাশি তিস্তার চরে অবাধ কৃষিকাজ, বালি-পাথর ডাম্পারের দাপাদাপিও অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। সমীক্ষকদলের সদস্য শিলিগুড়ির আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নীনা সিং আবার লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ের পাশাপাশি জলাশয়ের ওপর নগরায়ণের ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধিকে পাখির সংখ্যা কমে আসার অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন। যদিও এবার গজলডোবার তিস্তায় তুন্দ্রা বিন গুজ প্রজাতির বিরল হাঁস দেখা গিয়েছে। এছাড়াও ব্ল্যাক নেকড গ্রীব, কমন মার্গেনজার, কমন পোচার্ড-এর আগমনও উল্লেখযোগ্য। তবে গজলডোবায় কমলেও সংলগ্ন ফুলবাড়ি ব্যারেজে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এবার বেড়েছে। মঙ্গলবারের সমীক্ষা বলছে, সেখানে প্রায় ৭ হাজার পাখি দেখা গিয়েছে। গতবারের তুলনায় তা ১ হাজার বেশি। ২০২৩-এর আগে অবধি গত প্রায় দুই দশক ধরে নভেম্বরের শুরু থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখিদের শীতকালীন আস্তানা ছিল গজলডোবা। ভোরের আলো পর্যটন প্রকল্প-র পাশাপাশি ইউরোপ, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তিব্বতের মালভূমি, লাদাখের রাক্ষসতাল, সাইবেরিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকেও রংবেরঙের পাখিদের টানে প্রতিদিন ভিড় উপচে পড়ত সেখানে। যে কারণে গজলডোবার জলাশয়গুলির ১০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বার্ড স্যাংচুয়ারি বা পাখিবিতানকে পরিযায়ী পাখিদের জন্য নিরাপদ শীতকালীন আবাসস্থলে পরিণত করার ঘোষণাও করা হয়। পাখির টানেই গজলডোবায় ভিড় বাড়ায় একদিকে যেমন মাঝিদের আয় বেড়েছিল, তেমনই উপকৃত হতেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। গতবারের পর এবারও পাখিদের সংখ্যা ও প্রজাতি কমে যাওয়ায় নিরাশ স্থানীয়রাও।

এবার মহানন্দা ব্যারেজে ড্রেজিং

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : কৃষিজমিতে সেচের জল যাতে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছোয় তা সুনিশ্চিত করতে এবার জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ির কাছে মহানন্দা ব্যারেজে ড্রেজিং করার উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর। মহানন্দা ব্যারেজের ওপর দিকে (আপস্ট্রিম) ড্রেজিং করার জন্য এজেন্সি চেয়ে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৫০ টন (৫ লক্ষ ৩৯১২ সিএফটি) বালি, নুড়ি, মাটি ব্যারেজ থেকে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিনা খরচে সেচ দপ্তরকে রাজস্ব দিয়ে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি এই ড্রেজিং করবে। কোন এজেন্সিকে দিয়ে ড্রেজিং করানো হবে, তা চলতি মাসের ২১ তারিখ চূড়ান্ত হবে। এই বিষয়ে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ফোনে বলেছেন, 'আগামী বর্ষার আগে আমরা গোটা রাজ্যজুড়ে নদী ও ক্যানালগুলি ড্রেজিং করছি। কোনও খরচ ছাড়াই এই কাজ করা হচ্ছে। যাঁরা ড্রেজিং করবেন তাঁরা সেচ দপ্তরকে সরকারি নিয়মে রাজস্ব দেবেন।'

এই মহানন্দা ব্যারেজ থেকেই অন্য উপখাল দিয়ে কৃষিজমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হয়। তবে শুধু সেচ নয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করাও হয় ওই জলে। গত কয়েক বছরে সিকিম লেক বিপর্যয় থেকে পাহাড়ের ধস সহ বিভিন্ন কারণে বিপুল পরিমাণ বালি, নুড়ি, পাথর তিস্তা ব্যারেজে এসে জমা হয়। তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরেও সেই বালির স্তর পুরোপুরি সরেনি। ইতিমধ্যেই কিছু অংশে ড্রেজিং করে বালি উত্তোলন করা হয়েছে। যেহেতু তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল মহানন্দা ক্যানালে যায় তাই সেখানেও বালির স্তর জমা হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডোনার আনুন

প্রথম পাতার পর

একই সুর, 'শীতের সময় সমস্ত গ্রুপের রক্তের ঘাটতি রয়েছে।' তাঁদের এই যুক্তির বিপরীতে মাসতিনেক আগে কোচবিহারের এক পরিবারের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন। সেবক রোডের তিন মাইলে একটি মাল্টিস্পেশালিটি নার্সিংহোমে ভর্তি একজনের পরিবারের সদস্য দেবরাজ বর্মন ফোনে সেকথা বললেন।

তাঁর ভাষায়, 'সে রাতের কথা এখনও ভুলিনি। সেবক রোডের একাধিক ব্লাড ব্যাংক, এমনকি ফুলবাড়িতে গিয়েছিলাম। সব জায়গা থেকে ফিরিয়ে দিল। অন্য শহরে স্থানান্তরের উপায় বা সময় পাইনি। রোগীকে বাঁচানো যায়নি।' পরিবারটির এই হাহাকারের শরিক ওই মাল্টিস্পেশালিটি নার্সিংহোমটির ম্যানেজিং ডিরেক্টরও। তিনি বলেন, 'সময়ে রক্তের জোগাড় না হওয়ায় এমন বহু রোগীর মৃত্যু হচ্ছে এ শহরে।' শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষের বক্তব্য, 'পথ দুর্ঘটনা কিংবা জরুরিভিত্তিতে প্রসব ইত্যাদির জন্য আলাদাভাবে রক্তের ব্যবস্থা থাকে। ব্লাড ব্যাংক থেকে তিনটে পদ্ধতিতে রক্ত দেওয়া হয়। এক, ডোনার নিয়ে এলে। দুই, রক্তদানের সার্টিফিকেটের পরিবর্তে। তিন, পারচেজ অর্থাৎ কিনলে।'

বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে রক্ত কেনার রেটচার্ট রয়েছে। ডোনার নিয়ে গেলে তার অর্ধেক টাকা লাগে। কিন্তু রক্তদানের সার্টিফিকেট নিয়ে কিংবা রেটচার্ট মেনে 'পারচেজ' করতে গেলেও ডোনার আনার নিদান শুনতে হয় অনেককে। জেলা হাসপাতালের সুপারের বক্তব্য, 'তিন মাসের বেশি রক্ত মজুত থাকলে খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নেগেটিভ গ্রুপের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা বেশি। তাই দাতাদের তালিকা তৈরি রাখি। প্রয়োজন হলে ফোন করে রক্ত দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিকের যুক্তি, 'ডোনেশন ক্যাম্প থেকে যে রক্ত সংগ্রহ হয়, তার অধিকাংশই লেগে যায় দুর্ঘটনা আর ডেলিভারির মতো জরুরি প্রয়োজনে। বাকিদের ডোনার জোগাড়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। রক্ত তো আর বাজারে পাওয়া যায় না। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে।'

স্বাস্থ্যকর্তারা বিষয়টিকে যতটা সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন, বাস্তব ততটা নয়। মাস ছয়েক আগে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন বিমল প্রসাদ। তাঁর ছেলে সানির অভিজ্ঞতা, 'নার্সিংহোম থেকে বলে দেওয়া হল, রোজ তিন ইউনিট রক্ত লাগবে। অর্থাৎ প্রতিদিন তিনজন ডোনার জোগাড় করতে হবে। কোথা থেকে পাব? কখনও ব্লাড ব্যাংকে, কখনও পরিচিতিদের বাড়ি বাড়ি ছুটতে হয়েছে। একটি ব্যাংক থেকেও রক্ত পাইনি। হাতে-পায়ে ধরেছি। শেষে এক নেতা সাহায্য করলেন।'

মাস দুয়েক আগে কাকার লিভারে সমস্যা হওয়ায় মেডিকেলে ভর্তি করিয়েছিলেন সুনীল রায়। তাঁর কাছে দুটো রক্তদানের সার্টিফিকেট ছিল। ব্লাড ব্যাংকে দেখালেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, দু'তিনদিন পর রক্ত মিলবে। অথচ, সেদিন রক্ত না পেলে রোগীকে বাঁচানো মুশকিল হত। বারবার অনুরোধে শেষে দুটো সার্টিফিকেটের বিনিময়ে এক ইউনিট পান তিনি। এই অসহায় মানুষের মুশকিল আসান করতে অবশ্য তৎপর কিছু অচেনা মানুষ। যেচেই যাঁরা সাহায্য করতে আসেন। বদলে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী রেটচার্ট আছে। মেডিকেলে ব্লাড ব্যাংকের আশপাশে এই অচেনা লোকদের বেশি দেখা যায়।

ত্রাতা মনোজ

প্রথম পাতার পর

গ্রামের বাসিন্দাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি খামারও তৈরি করে দিচ্ছেন। মনোজ ময়নাগুড়ির একটি বিএড কলেজের কর্ণধার। মানুষের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন বরাবর। সেই কাজকে আরও বড় চেহারা দিতেই ২০২১ সালে তিনি এই বনবস্তিকে দত্তক নেন। আর তারপর থেকেই তিনি যেন গল্পের রবিনহুডের বাস্তব সংস্করণ। কলেজ চালিয়ে যা আয় হয় তা এই বস্তি সহ নানা জায়গায় মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দেন। রোজ গ্রামে ছোট ও বয়স্কদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন। সেই খাবারে চিঁড়ে-মুড়ি, ভাত, ডাল, সয়াবিন, ডিম থাকে। এখানকার বাসিন্দারা মাছ খেতে ভালোবাসেন না। তাই তাঁদের জন্য মাঝেমধ্যেই মুরগির মাংসের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারে মনোজকে বুধুরাম বস্তির জন্য বাজার করতে দেখা গেল। এই বাজার থেকেই প্রতিদিন বস্তিটিতে টোটোয় করে নানা সামগ্রী পাঠানো হয়। সেখানে রান্নার পর তা ছোটদের পাশাপাশি বয়স্কদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মনোজ বললেন, 'সবকিছু যাতে সময়মতো হয় সেজন্য সকালবেলাতেই বাজার সেরে নিই।' বাসিন্দাদের যাতে কোনও শারীরিক সমস্যা না হয় সেজন্য নিয়মিত ব্যবধানে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলে। মনোজেরই তত্ত্বাবধানে। কয়েকদিনের মধ্যে খামার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হবে। তা তৈরির পর এর আয়ের পুরোটাই গ্রামবাসীরা পাবেন।

পরিবার পাশে দাঁড়ানোয় মনোজের এই কর্মযজ্ঞ বড় চেহারা নিয়েছে। স্ত্রী মিলি খাসনবিশ পেশায় শিক্ষিকা। স্বামীর কীর্তিতে গর্বিত, 'ওঁর এই কাজের মাধ্যমে এই বস্তির সবাই এখন আমাদেরই পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছেন।' প্রিয় মনোজদাই তাঁদের সবচেয়ে ভরসার বলে বস্তির বাসিন্দা কাবুল ওরাওঁ, অভিজিৎ ওরাওঁরা জানাতে ভোলেননি।

ভুয়ো আধার

কিশনগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারি : ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে বুধবার কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশের লখনউ পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আরমান (২৫)। তাঁর বাড়ি মুন্সীভিটা গ্রামে। ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ট্রানজিট রিমান্ডে সড়কপথে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আরমানের বাড়ি থেকে একটি ল্যাপটপ, দুইটি থাম্ব স্ক্যানার, প্রিন্টার, কয়েকটি ভুয়ো আধার কার্ড সহ আরও কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো আধার কার্ড বানিয়ে দিতেন।

মদ্যপ ধরছে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ টাকা মতো খরচ হয়। আইনজীবীর খরচ বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তার পুরোটাই সরকারি কোষাগারে ঢোকে। আর এই সূত্রেই অলিখিত এই নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে। যা নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ শাসক শিবিরকে টিপ্পনী করতে ছাড়ছেন না। তাঁর বক্তব্য, '২০২৬-এ কেন তৃণমূল সরকারের বিসর্জন প্রয়োজন, তা এই নির্দেশেই পরিষ্কার। তোলাবাজি করতে তৃণমূল পুলিশকেও শেষপর্যন্ত রাস্তায় নামিয়ে ছেড়েছে।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য এই নির্দেশের পিছনে 'অস্বাভাবিক' কিছু দেখেননি। তাঁর বক্তব্য, 'কোন দল কী বলছে জানা নেই। তবে মদ্যপরা রাস্তায় ঘুরলে মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। শহরকে সুরক্ষিত রাখা পুলিশের কাজ। আর তাই তারা এই কাজ করছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংও বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাতে মদ্যপ অবস্থায় কেউ হুজ্জতি করলে বা কারও গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাঁকে প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট করতে বলা হয়েছে।' সাধারণ গ্রেপ্তার ও প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারের মূল পার্থক্য হল উদ্দেশ্য। কোনও অপরাধের অংশ হিসেবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে তা সাধারণ গ্রেপ্তারির অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অপরাধ ঠেকানো, জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারির ব্যবস্থা রয়েছে। ডিসিপি (পূর্ব) বলেন, 'ইচ্ছে হলে রাত ৩টেয় কেউ রাস্তায় ঘুরতেই পারেন। তবে সেই সময় রাস্তায় বের হওয়া কারও মাথায় কোনও কুকর্মের চিন্তা ঘুরছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পুলিশ তাঁকে প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তার করতে পারে।'

এদিকে, এই প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট তাঁদের কী দশা করেছে সে বিষয়ে বলতে গিয়ে কমিশনারেটের একটি থানার কর্মীর মুখ রীতিমতো কাঁচুমাচু, 'সম্প্রতি টহলদারি ভ্যান নিয়ে রাস্তায় রাতভর ঘুরেও প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট করা যায় এমন কাউকে পাইনি। থানায় এসে সেই রিপোর্ট দেওয়ার পরেই জোর ধমক খেতে হল। ওপরমহলকে এর উত্তর দিতে হবে বলেও জানানো হয়।' ওপরমহলের রোষানলে পড়ার ভয়ে তিনি নিজের নাম জানাতে চাননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট করতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ অভিযান চালানো হত। তবে আজকাল রোজই এই বিশেষ অভিযানের আওতাভুক্ত হয়েছে। পিসি পার্টির দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'আগের তুলনায় প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্টের সংখ্যা অনেকটাই বাড়াতে হবে বলে ওপরমহল থেকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন ঘটনার তদন্তে জড়িতদের পাকড়াওয়ের পাশাপাশি এদিকেও আমাদের আলাদাভাবে নজর দিতে হচ্ছে।' এক পুলিশ আধিকারিক বিষয়টি স্বীকারও করে নেন, 'মদ্যপরা রাস্তায় মাতলামো করলে আগে অনেক সময় তাঁদের ধমক দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হত। তবে এখন সেটা সম্ভব নয় বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

যামিনী রায়ের

প্রথম পাতার পর

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ মালদা টাউন স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী ১৭ জানুয়ারি দুপুর ১টায় মালদা এসে পৌঁছাবেন বলে আমাদের কাছে খবর আছে। সেখান থেকে তিনি সোজা বাইপাস সংলগ্ন ময়দানে চলে যাবেন। সেখানে সরকারি মঞ্চ থেকে তিনি ১১টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করবেন।' এদিকে, বুধবার বিকেল পর্যন্ত বন্দে ভারতের স্লিপার রেক মালদায় এসে পৌঁছায়নি। সেই রেক কখন এখানে আসে তা নিয়ে বাসিন্দাদের কৌতূহলের সীমা নেই। রেকটি কখন এসে পৌঁছাবে তা তাঁরও জানা নেই বলে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি জানিয়েছেন। তবে তিনি বলেন, 'রেলমন্ত্রী বৃহস্পতিবারই মালদায় এসে পৌঁছাচ্ছেন।'

প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তাঁর সভাস্থলের ঠিক পিছনে পরপর বেশ কয়েকটি তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি তাঁবু প্রধানমন্ত্রীর এক একটি দপ্তর। কোনওটিতে রেলমন্ত্রী থাকবেন, কোনওটিতে বা রাজ্যপালের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। যামিনী রায়ের আঁকা নানা ছবি দিয়ে প্রতিটি তাঁবু সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মূল মঞ্চের দু'ধারে দুটি বিশেষ চেম্বারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে পারেন।

সভাস্থলের ঠিক পাশে হেলিপ্যাড গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখান থেকে মঞ্চ পর্যন্ত রাস্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাঠের উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের সমস্ত হাইটেনশন লাইন খুলে ফেলা হচ্ছে। সভাকে কেন্দ্র করে যাতে নিরাপত্তাজনিত কোনও ফাঁকফোঁকর না থাকে সেদিকে চূড়ান্ত নজর দেওয়া হয়েছে।

সেজেছে সার্কিট বেঞ্চ

প্রথম পাতার পর

মাঝের দুই তলায় ছড়িয়ে থাকা সাদা আলো যেন ভবনের দৃঢ়তার প্রতীক। মাটি ছুঁয়ে ওঠা সবুজ আলোর সঙ্গে সেই সাদা আলো মিলেমিশে একাকার। মাঝখানের প্রধান ফটকের বন্ধ দরজা উদ্বোধনের দিনের অপেক্ষায় রয়েছে। স্থায়ী ভবনের সামনের বাগানে থাকা ছোট গাছগুলিতে জ্বলে থাকা তেরঙা এলইডি আলো কাছ থেকে দেখলে মন ভরতে বাধ্য। সার্কিট বেঞ্চের বিপরীতে থাকা জাতীয় সড়ক দিয়ে যাঁরাই যাতায়াত করছেন, জলপাইগুড়ির এই স্থাপত্যের প্রশংসা না করে পারছেন না।

এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বুধবার সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসেন। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা সেই সময় উদ্বোধনী মঞ্চের কাজ তদারকি করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে মেয়র অনুষ্ঠান মঞ্চের বিন্যাস, ভিভিআইপি গেস্টরুম এবং অতিথিদের প্রবেশপথ নিয়ে খোঁজখবর নেন। স্থায়ী ভবনের আলোকসজ্জা দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের আগে গৌতম জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি স্টেশন রোডে সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ তদারকি করেছিলেন বলে শিলিগুড়ির মেয়র সাংবাদিকদের জানান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে স্থায়ী ভবনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উত্তরবঙ্গবাসীর গর্বের এই সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন হতে চলার কৃতিত্ব তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছেন। গৌতমের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই প্রায় ৫০১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার স্থায়ী ভবন নির্মাণ করেছে। আপাতত উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা নিয়ে সার্কিট বেঞ্চ চালু হচ্ছে।' ভবিষ্যতে সবক'টি জেলা এর আওতায় এলে খুশি আরও বাড়বে বলেও তিনি জানান।

পরিদর্শনের সময় শিলিগুড়ির মেয়রের সঙ্গে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মেন্টর চন্দন ভৌমিক এবং আইনজীবী সোমনাথ পাল ছিলেন। গোশালা মোড় থেকে সার্কিট বেঞ্চ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। মেয়র চলে যাওয়ার পরে কলকাতা হাইকোর্টের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন পরিদর্শনে আসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তদারকির জন্য তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়িতে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির আসার কথা থাকলেও তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে ১৭ জানুয়ারি, উদ্বোধনের একদিন আগে তাঁর জলপাইগুড়ি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইডি'র মামলা স্থগিত

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল ক্যাভিয়েটও দাখিল করেনি। তাই মামলার শুনানি হোক।

ইডি আদালতে স্পষ্ট জানায়, 'আইপ্যাক প্রধানের বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশির সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধভাবে নথি, ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে চলে গিয়েছেন। সেখানে ডিজি ও পুলিশ কমিশনারও ছিলেন।' কেন্দ্রের আইনজীবীর অভিযোগ, ইডি'র তল্লাশির সঙ্গে ভোটের সম্পর্ক নেই। তৃণমূল তাদের আবেদনে বারবার ভোটের উল্লেখ করেছে। অথচ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তাহলে তো নির্বাচন কমিশনকে যুক্ত করতে হয়। ইডি'র যুক্তি, কোনও রাজনৈতিক দলের অফিসে নয়, তল্লাশি হয়েছে প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিসে। অথচ তারা মামলা করল না। তৃণমূলের হয়ে মামলা করেছেন শুভাশিস চক্রবর্তী। রাজু প্রশ্ন করেন, 'তিনি কি ঘটনার সময়, বাজেয়াপ্তের সময় উপস্থিত ছিলেন? কোন নথি নেওয়া হয়েছে, কখন তল্লাশি হয়েছে, তিনি তো কিছুই জানেন না। রাজনৈতিক দলের তথ্য ব্যক্তিবিশেষের কাছে রাখা যায়?'

পালটা তৃণমূলের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী যুক্তি দেন, 'আদালতকে বুলিং করা হচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার সব দলের রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক তথ্য বা রণকৌশল প্রকাশ করা বা সরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। হঠাৎ ভোটের আগে কেন তৎপর হল ইডি।' ইডি'র বয়ান রেকর্ড করার দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'ইডি, সিবিআই ঠিকভাবে কাজ করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে যেতে হবে।' বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার কথায়, 'হাইকোর্টের নির্দেশ তৃণমূলের গালে একটা সপাটে চড়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ইডি তাহলে ৫ ঘণ্টা ধরে কী করল? তৃণমূলকে কি সুযোগ দেওয়া হল নথি নিয়ে যাওয়ার?' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'একটাই প্রশ্ন, সেদিন কেন ইডি ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল?'

মমতার মহাকাল তীর্থে গেরুয়ার ছোঁয়া

প্রথম পাতার পর

সেই প্রস্তুতি এখন শেষপর্যায়ে। মহাকালধামের প্রস্তাবিত এআই ছবি আঁকা ব্যানারে ছেয়ে গিয়েছে এলাকা।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'প্রস্তুতি চলছে। ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করবেন। তাই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডাইরেক্টর সিকিউরিটি দেখছে।' মঙ্গলবার সকাল থেকে শিলান্যাসস্থলে তিন দফায় বৈঠক হয়েছে। যেখানে গৌতম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র, এসজেডিএ-র দিলীপ দুগার প্রমুখ।

নিরাপত্তার দায়িত্ব মঙ্গলবার সকালেই চলে গিয়েছে ডাইরেক্টর সিকিউরিটির হাতে। পিঁপড়ে গলারও উপায় নেই শিলান্যাসস্থলের আশপাশে। মুখ্যমন্ত্রীর ঢোকার আলাদা রাস্তা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ, এমনকি জনপ্রতিনিধিদের ঢোকার রাস্তাও আলাদা। ১৭ একর জমির পুরোটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সামনের দিকে বাগানের পেছনে থাকবে ঝিল, তার পেছনে থাকবে মন্দির।

এআই চিত্র অনুযায়ী একটি বড় মন্দিরের দু'পাশে তিনটি করে ছোট মন্দিরও থাকবে। মূল মন্দিরের ঠিক পিছনে মহাকালের মূর্তি এতটাই লম্বা করার পরিকল্পনা আছে যাতে শিলিগুড়ির যে কোনও প্রবেশদ্বার থেকে দেখা যাবে। মন্দিরের পিছনের দিকে পূজারি ও অন্য আবাসিকদের জন্যে আবাসন তৈরি হতে পারে।

মহাকালধামের শিলান্যাস ঘিরে মাটিগাড়ার ওই এলাকার প্রায় সমস্ত রাস্তার মেরামতি চলছে জোরকদমে। যা দেখে খুশি স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা শান্তি মুন্ডার বক্তব্য, 'যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে। মন্দির হচ্ছে, এলাকার রাস্তাঘাটের হালও ফিরছে।' ইতিমধ্যে আমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমন্ত্রণপত্র যাচ্ছে বিশিষ্টজনের কাছে। আবার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমেও কাউকে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

কিন্তু এই আমন্ত্রণ নিয়ে যথারীতি আমরা-ওরা বিভাজনের অভিযোগ উঠেছে। খোদ মাটিগাড়ার বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ডাক পাননি বলে জানিয়েছেন। যদিও তাঁর কথায়, 'এই সরকারের থেকে আমন্ত্রণ আশাও করি না। তবে ভোটের স্বার্থে ধর্মের রাজনীতি করে লাভ নেই। মানুষ এদের চিনে গিয়েছে। তাই নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে এই মন্দির প্রভাব ফেলবে না।'

সেবা তীর্থে পা পিএমও-র

সাউথ ব্লক অতীত

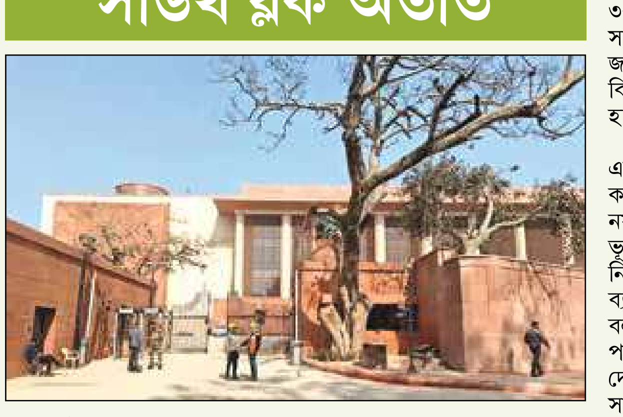

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দপ্তরের ঠিকানা ও কাজের ধরন দু'টিই বড় পরিবর্তনের পথে। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর ব্রিটিশ আমলের লাল বেলেপাথরের 'সাউথ ব্লক' ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) এবার স্থানান্তরিত হচ্ছে নতুন 'সেবা তীর্থ' কমপ্লেক্সে। এই কমপ্লেক্সটি আগে 'এগজিকিউটিভ এনক্লেভ' নামে পরিচিত ছিল। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে এই অত্যাধুনিক প্রশাসনিক ভবনটি নির্মিত হয়েছে। শুধু নাম পরিবর্তনই নয়, এই বদল আদতে শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার একটি বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন ভবনের অন্দরসজ্জায় রয়েছে ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ছোঁয়া। তবে কাজের সুবিধার্থে কাঠামো রাখা হয়েছে ছিমছাম ও আধুনিক। বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যর্থনা জানাতে এখানে তৈরি হয়েছে 'ইন্ডিয়া হাউস'। যা আন্তর্জাতিক মানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও সংবাদ সম্মেলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান হিসেবে কাজ করবে। পুরোনো সাউথ ব্লকের সরু অলিন্দ আর বন্ধ দরজার আড়ালে নয়, সেবা তীর্থের নকশা তৈরি হয়েছে 'ওপেন ফ্লোর' মডেলে।

এর ফলে আধিকারিকদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত হবে। উঁচু পর্দার আড়ালে থাকা আমলাতন্ত্র নয়, বরং স্বচ্ছতা ও সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ তৈরিতেই জোর দেওয়া হয়েছে নতুন ভবনে।

এতদিন পিএমও, ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার (এনএসএ) দপ্তর পৃথক স্থান থেকে পরিচালিত হত। সেবা তীর্থ সেই দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। সেবা তীর্থ ১-এ থাকছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। সেবা তীর্থ ২-এ থাকছে ক্যাবিনেট সচিবালয়। সেবা তীর্থ ৩-এ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়। তিনটি প্রধান স্তম্ভ এক জায়গায় আসায় সংবেদনশীল বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

নিরাপত্তার দিক থেকেও এগিয়ে থাকছে সেবা তীর্থ। কারণ সেটি শুধুমাত্র একটি ভবন নয়, একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এটি ভূমিকম্পরোধী এবং এখানে রয়েছে নিজস্ব এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নত সাইবার নিরাপত্তা বলয়। যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই ভবন থেকে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সাউথ ব্লক থেকে এই বিদায় এক যুগান্তকারী বদলের সংকেত। খালি হওয়ার পর উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক রূপান্তরিত হবে 'যুগ যুগীন ভারত সংগ্রহালয়' নামে একটি বিশ্বমানের মিউজিয়ামে। 'এগজিকিউটিভ এনক্লেভ' থেকে নাম বদলে 'সেবা তীর্থ' রাখার পিছনেও রয়েছে বিশেষ বার্তা—ক্ষমতা নয়, সেবা বা জনসেবাই হবে এই সরকারের মূল চালিকাশক্তি।

পুণ্যস্নান...

বুধবার মকর সংক্রান্তিতে জব্বলপুরে।

দাবানল ফুলের উপত্যকায়, নামছে বায়ুসেনা

দেরাদুন, ১৪ জানুয়ারি : ফুলেতে আগুন লাগল বলে উত্তরাখণ্ডের পুষ্প উপত্যকায়! দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে চামোলি জেলায় ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের একেবারে নাকের ডগায়। সেখানে গত পাঁচদিন ধরে জ্বলছে ভয়াবহ দাবানল।

চামোলির নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান লাগোয়া প্রায় ৪,০০০ মিটার উচ্চতায় এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এবং অনবরত পাথর পড়ার আশঙ্কায়

বনকর্মীরা হিমশিম খাচ্ছেন ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় বায়ুসেনার সাহায্য চেয়েছে প্রশাসন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, পর্যাপ্ত বৃষ্টি ও তুষারপাত না হওয়ায় শুকনো পাতা ও ডালপালা আগুনের জ্বালানি হিসাবে কাজ করছে। বর্তমানে ওই এলাকায় আর্দ্রতা মাত্র ২০-২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বুধবার বায়ুসেনার সহায়তায় বিশেষ রেইকিতে জনবসতি এখনও নিরাপদ থাকলেও, দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে না এলে এই বিরল বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গোমাংস বিতর্কে উত্তাল ভোপাল

ভোপাল, ১৪ জানুয়ারি : গোরুকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করে গেরুয়া শিবির। দেশজুড়ে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করারও পক্ষপাতী বিজেপি এবং আরএসএস। অথচ বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশের একটি পিপিপি মডেলে চলা কসাইখানায় গো-হত্যা জারি থাকায় বিতর্ক চরমে উঠেছে। কারণ ওই পিপিপি মডেলে চলা কসাইখানাটি ভোপাল পুরসভা পরিচালিত। ওই পুরসভায় ক্ষমতায় রয়েছে পদ্মশিবিরই। তাতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই বিতর্কের সূত্রপাত গত ডিসেম্বরে। ভোপালের জাহাঙ্গীরাবাদ এলাকায় সংস্কৃতি বাঁচাও মঞ্চ ও হিন্দু উৎসব সমিতির কর্মীরা ২৫ টন মাংস বোঝাই একটি ট্রাক আটক করে। অভিযোগ ছিল, ওই ট্রাকে গোরু বা ওই জাতীয় পশুর মাংস রয়েছে। পুরসভার চিকিৎসক বেণীপ্রসাদ গৌর ওই মাংসকে মহিষের মাংস বলে শংসাপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু মথুরার ল্যাবে ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্টে জানা যায়, ওই মাংস আসলে গো-মাংসই ছিল। উদ্ধার হওয়া মাংস পিপিপি মডেলে চলা কসাইখানা থেকেই আনা হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপরই হিন্দুত্ববাদীদের পাশাপাশি কংগ্রেসেরও আক্রমণের মুখে পড়েছে বিজেপি। বজরং দল, কার্নি সেনার মতো কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির অভিযোগ, বিজেপির একাংশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা এই পাচার চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অক্টোবরে চালু ওই কসাইখানাটি ভেঙে ফেলারও দাবি তুলেছে হিন্দুত্ববাদীরা। অপরদিকে কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতায় থেকেও গো-হত্যা রুখতে ব্যর্থ। যারা গোরু নিয়ে রাজনীতি করে, তাদের শাসনে গো-মাংস পাচার হচ্ছে।

ডিএমকে সাংসদের মন্তব্যে তোলপাড়

উত্তরে মেয়েদের কাজ শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া

চেন্নাই, ১৪ জানুয়ারি : উত্তর ভারতে নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারানের বিতর্কিত মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। চেন্নাইয়ের একটি সরকারি মহিলা কলেজে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে মারান দাবি করেন, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মেয়েদের পড়াশোনার বদলে ঘরকন্না ও সন্তান ধারণের ওপর জোর দেওয়া হয়, যেখানে তামিলনাড়ুর 'দ্রাবিড় মডেল' নারীদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দেয়।

মারান বলেন, 'উত্তর ভারতে মেয়েদের বলা হয় বাইরে কাজে না গিয়ে ঘরে থাকতে, সন্তানের জন্ম দিতে এবং রান্না করতে। কিন্তু তামিলনাড়ু সরকার চায় মেয়েরা শিক্ষিত হোক।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'উত্তর ভারতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বেকারত্ব বাড়ছে। ইংরেজি না শেখার কারণে সেখানকার তরুণরা পিছিয়ে পড়ছে এবং ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। তারা দক্ষিণ ভারতে শ্রমিকের কাজ করতে আসছে।' তাঁর দাবি, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের কারণে তামিলনাড়ু আজ বিশ্বসেরা কোম্পানিগুলির গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

> উত্তর ভারতে মেয়েদের বলা হয় বাইরে কাজে না গিয়ে ঘরে থাকতে, সন্তানের জন্ম দিতে এবং রান্না করতে। কিন্তু তামিলনাড়ু সরকার চায় মেয়েরা শিক্ষিত হোক
>
> **দয়ানিধি মারান**

মারানের এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে তিরুপতি নারায়ণন বলেন, 'মারানের সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। হিন্দিভাষী মানুষকে তিনি অশিক্ষিত ও অসভ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন।' বিজেপি নেত্রী অনিলা সিং এই মন্তব্যকে 'বিভাজনমূলক' আখ্যা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, মারান কি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বা সোনিয়া গান্ধির মতো ব্যক্তিত্বদের অবদান ভুলে গিয়েছেন? তাঁর কথায়, 'ভারত নারীশক্তির পুজো করে। দয়ানিধি মারান হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে দ্রৌপদী মুর্মু থেকে প্রিয়াংকা গান্ধি, সবাই উত্তর ভারতের মাটি থেকে উঠে এসেছেন। ক্ষমতা থাকলে তিনি সোনিয়া গান্ধির কাছে গিয়ে এসব কথা বলুন।'

দলীয় সাংসদের সমর্থনে ডিএমকে নেতা টিকেএস এলাঙ্গোভান জানান, মারানের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রীদের উৎসাহিত করা। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে শিল্পক্ষেত্রে কাজ করা মোট মহিলা শ্রমিকদের ৪০ শতাংশই তামিলনাড়ুর, যা রাজ্যের সফল শিক্ষানীতির প্রমাণ। ডিএমকের তরফে পালটা যুক্তি দেওয়া হলেও মারানের মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

তিন ইয়ারি কথা...

বুধবার বারাণসীতে।

লাইফ জ্যাকেট না নেওয়াতেই মৃত্যু জুবিনের

সিঙ্গাপুর, ১৪ জানুয়ারি : অকালমৃত অসমিয়া গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে সিঙ্গাপুর আদালতে শুনানিতে সেদেশের পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর সেপ্টেম্বরে ল্যাজারাস আইল্যান্ডের কাছে সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার সময় জুবিন গর্গ প্রচণ্ড মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তদন্তকারী অফিসার জানান, গায়ককে লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হলেও তিনি তা পরতে অস্বীকার করেন। পুলিশের দাবি, জুবিনের উচ্চ রক্তচাপ ও মৃগী রোগের ইতিহাস ছিল। তবে এই অকালমৃত্যুর নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি।

'হেস্তনেস্ত করুন রাহুল'

বেঙ্গালুরু, ১৪ জানুয়ারি : কর্ণাটকের কুর্সিতে কে থাকবেন তা নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেই হেস্তনেস্ত করার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। মঙ্গলবার ঝটিকা সফরে কর্ণাটকে এসেছিলেন রাহুল। সূত্রের খবর, কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কথা বলেন সিদ্দা ও শিবকুমার। মুখ্যমন্ত্রী পদে কংগ্রেস হাইকমান্ড কাকে দেখতে চাইছে তা রাহুল গান্ধির কাছে জানতে চান দুজনেই। অবিলম্বে এই জল্পনা বন্ধেরও আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। রাহুল অবশ্য দুজনকে এই ইস্যুতে কথা বলার জন্য দিল্লি যেতে বলেছেন। মঙ্গলবার প্রথমে মাইসুরুতে আসেন তিনি। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান সিদ্দারামাইয়া, ডিকে শিবকুমার সহ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারপর উটি চলে যান রাহুল। সিদ্দারামাইয়া অবশ্য বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনা চলছে শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমে।

চিঁড়ে ভিজল কি

পাটনা, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তিতে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের পারিবারিক মান-অভিমান মেটার ইঙ্গিত মিলল। মঙ্গলবার বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহার ভোজসভায় লালুপ্রসাদ, রাবড়ি দেবীর সঙ্গে দেখা হল তাঁদের ত্যাজ্যপুত্র তেজপ্রতাপের। তেজপ্রতাপ নিজেই জানিয়েছেন, বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বুধবার তাঁর বাড়িতে আয়োজিত 'দই-চুড়া' ভোজের আমন্ত্রণও সযত্নে পৌঁছে দিয়েছেন পরিবারের হাতে।

ভারতীয়দের দেশে ফেরার পরামর্শ দিল্লির

হুমকি উড়িয়ে ইরানি তরুণ ফাঁসিকাঠে

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক মহলের প্রবল চাপ আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় রইল ইরান। বুধবারেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হতে পারে ২৬ বছর বয়সি ইরানের তরুণ বিক্ষোভকারী ইরফান সোলতানিকে। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সোলতানির ফাঁসির খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। গত ৮ জানুয়ারি কট্টরপন্থী ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, কোনও সুষ্ঠু বিচারপ্রক্রিয়া ছাড়াই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকা সোলতানিকে শেষবার দেখার জন্য তাঁর পরিবারকে মাত্র ১০ মিনিট সময় দিয়েছে আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের সরকার।

আমেরিকার উদ্দেশেও নজিরবিহীন হুঁশিয়ারি জারি করেছে তেহরান। সেদেশের এক শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমেরিকা হামলা চালালে তাঁরাও জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি। ওই আধিকারিকের কথায়, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, তুরস্কের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিকে তেহরান জানিয়ে দিয়েছে আমেরিকা হামলা চালালে ওইসব দেশে অবস্থিত মার্কিন সেনার অবস্থানগুলিকে নিশানা করবে ইরানের বাহিনী।' ইরানি রেভলিউশনারি গার্ডের এরোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার মাজিদ মৌসাভি বলেন, 'আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছি। আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করা হবে।'

এদিকে, ইরানে পরিস্থিতির অবনতির কথা মাথায় রেখে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক। নাগরিকদের বলা হয়েছে,

- ইরফান সোলতানিকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ইরান
- ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক
- ২,৫৭১ জনের মৃত্যুর খবর
- ১৮ হাজারের বেশি মানুষ জেলবন্দি
- বিক্ষোভকারীদের ফাঁসি দিলে চরম সামরিক পদক্ষেপের হুমকি ট্রাম্পের

সমস্ত দরকারি নথি নিয়ে যে কোনও উপায়ে দ্রুত ইরান ত্যাগ করতে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের ইরানে না যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস কন্ট্রোল রুম খুলেছে। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য চারটি মোবাইল নম্বর চালু করা হয়েছে। যেসব ভারতীয় এখনও নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের দ্রুত দূতাবাসের ওয়েবসাইটে তা করতে বলা হয়েছে।

ইরানে বিক্ষোভের আগুন এখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গত দুই সপ্তাহে দেশটিতে নিহতের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন দাবি উঠে এসেছে। আমেরিকা ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি' জানিয়েছে, অন্তত ২,৫৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ১২ জন শিশু। যদিও কিছু বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত ৪৮ ঘণ্টায় এই সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে ১৮ হাজারেরও বেশি মানুষ জেলবন্দি। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, ইরানের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোবাহেদি আজাদ সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'বিক্ষোভে শামিল হওয়া মানে ঈশ্বরের শত্রু হওয়া, আর তার সাজা কেবল মৃত্যুদণ্ড।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট বলেছেন, 'যদি তারা আন্দোলনকারীদের ফাঁসি দেয়, তবে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেব। তারা যখন হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে এবং ফাঁসির ভয় দেখায়, তখন আমেরিকা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।' ট্রাম্প এমনকি তেহরানের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা বাতিলের ইঙ্গিত দিয়ে সামরিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি পালটা তোপ দেগেছেন ট্রাম্প ও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দিকে। তাঁর দাবি, ইরানি তরুণদের মৃত্যুর জন্য দায়ী পশ্চিমী দেশগুলির প্ররোচনা।

ক্ষতিপূরণ ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

আইনি যুদ্ধে জয়ী পালং পনির

ওয়াশিংটন, ১৪ জানুয়ারি : ভারতের বহু পরিবার পালং পনির পেলে কিছুই চান না। সেই 'পালং পনির'-এর গন্ধকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে আমেরিকার কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাইক্রোভেনে পালং পনির গরম করার সময় তার গন্ধে নাকি টিকতে পারছিলেন না কিচেন-কর্মীরা। ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষের ফতোয়া, চলবে না এই সমস্ত খাবার। বচসা বাধে দুই পড়ুয়ার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের। শেষপর্যন্ত তা গড়ায় আদালতে।

২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে মামলা শুরু। চলেছে দু-বছর। খাবারকে কেন্দ্র করে বর্ণবিদ্বেষী মামলায় জয়ী হয়েছেন দুই ভারতীয় পিএইচডি শিক্ষার্থী আদিত্য প্রকাশ ও ঊর্মি ভট্টাচার্য। হেরে যাওয়া কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা (২০০,০০০ মার্কিন ডলার) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছেন। আদিত্য ও তাঁর সঙ্গী ঊর্মি জানিয়েছেন, কলোরাডোর জেলা আদালতে মামলা ওঠার পর তাঁদের ওপর নানা চাপ দেওয়া হয়। প্রকাশের কথা, 'একসময়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছি।' ঊর্মি জানিয়েছেন, 'কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এমনকি ভারতীয় খাবার খাওয়ার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে হিংসা উসকে দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়। এ সমস্ত আসলে বর্ণবিদ্বেষের নামান্তর।'

লড়াকু আদিত্য ও ঊর্মি এখন ভারতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঊর্মির পোস্ট, 'আমার জাতিগত পরিচয়, চামড়ার রং যাই হোক না কেন ইচ্ছে মতো খাওয়ার, প্রতিবাদ করার স্বাধীনতার জন্য লড়েছি।' তাঁর পোস্টে উচ্ছ্বসিত নেটিজেনরা। তাঁরা তাঁদের সাহসকে কুর্নিশ করে লিখেছেন, 'আহা, পালং পনিরের গন্ধ? সে তো সুবাস।' এক নেটিজেন খবরটি সেলিব্রেট করলেন পালং পনির খেয়ে।

কোপে 'হরিজন'

চণ্ডীগড়, ১৪ জানুয়ারি : মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধিকে মুছে ভিবি জি রাম জি আইন তৈরি করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই বিতর্কের আঁচ কমার আগেই এবার গান্ধিজি কথিত 'হরিজন' এবং 'গিরিজন' শব্দবন্ধ ব্যবহারের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করল হরিয়ানার বিজেপি শাসিত সরকার। সমস্ত প্রকার প্রশাসনিক নথিতে ওই শব্দবন্ধ ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। তাতে লেখা আছে, ভারতের সংবিধানে এসসি, এসটিদের চিহ্নিত করতে এমন কিছু শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়নি। তাই সমস্ত প্রকার সরকারি নথি, চিঠি বা বিজ্ঞপ্তিতে সেগুলির ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' মহাত্মা গান্ধি দলিতদের 'হরিজন' নামে ডাকতেন।

কুকুর হত্যা

হায়দরাবাদ, ১৪ জানুয়ারি : পথকুকুর নিধনে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস তৈরি করল তেলেঙ্গানা। এই রাজ্যে অন্ততপক্ষে ৫০০ কুকুরকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। চলতি মাসের প্রথম দু-সপ্তাহে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে কামারেড্ডি জেলার হনমকোন্ডায়। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'কুকুরমুক্ত' গ্রাম গড়ার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রার্থীরা। তা রাখতে এই হত্যাকাণ্ড। তেলেঙ্গানা পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করেছে। সাত গ্রামপ্রধান সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩২৫ ধারা (প্রাণী হত্যা বা বিষপ্রয়োগ) ও প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে।

ডেনমার্কের সঙ্গেই গ্রিনল্যান্ড ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৪ জানুয়ারি : কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আটলান্টিকের দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে ফের উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমাগত হুমকি ও দ্বীপটি আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে গ্রিনল্যান্ড। তারা সাফ জানিয়েছে, আমেরিকার বদলে তারা ডেনমার্কের সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করছে। গ্রিনল্যান্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'এটি কিন্তু আপনাদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে যাবে।' কোপেনহেগেনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বলেন, 'বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটে আমাদের যদি আমেরিকা ও ডেনমার্কের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে আমরা ডেনমার্ককেই বেছে নেব। আমরা আজকের চেনা গ্রিনল্যান্ড হিসাবেই থাকতে চাই।' ট্রাম্পের এহেন দখলের হুমকি সম্পূর্ণ শিষ্টাচারবহির্ভূত, সে কথাও রাখঢাক না করে জানিয়ে দেন নিয়েলসেন। প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প নিজের অবস্থানে অনড় থেকে জানান, নিয়েলসেনের সিদ্ধান্ত গ্রিনল্যান্ডের জন্য ভালো হবে না। তিনি অর্থনৈতিক বা সামরিক—যে কোনও উপায়ে দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ নিতে আগ্রহী। এই আবহে ব্রিটেন ও জার্মানির মতো ইউরোপীয় দেশগুলি আর্কটিক অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় সেখানে সামরিক উপস্থিতি রাখার কথা ভাবছে। খুব শীঘ্রই ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধিদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

হিন্দুদের গলা কাটার হুমকি লস্কর নেতার

শ্রীনগর, ১৪ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন করে রক্তক্ষয়ী নাশকতার ছক কষছে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) পুঞ্চ জেলায় এক প্রকাশ্য সভায় লস্করের শীর্ষ কমান্ডার আবু মুসা কাশ্মীরির উসকানিমূলক একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যা ঘিরে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। ওই ভিডিওতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরাসরি গণহত্যার ডাক দিয়ে মুসা দাবি করেছে, 'ভিক্ষা করে স্বাধীনতা আসবে না, হিন্দুদের গলা কেটেই জয় ছিনিয়ে নিতে হবে।'

হাজিরা তহসিলের বাহিরা গ্রামে আয়োজিত ওই সভায় লস্কর ঘনিষ্ঠ সংগঠন জেকেওএম-এর এই কমান্ডারকে আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে সে বলেছে, 'জেহাদের ডাক দিয়ে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমেই একমাত্র কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব।' মুসা দাবি করেছে সে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং একাধিক মন্ত্রীকে তার এই চিন্তাধারার কথা জানিয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট যে, ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে পাক সরকারের সরাসরি মদত ও রাজনৈতিক সমর্থন রয়েছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, এই ধরনের প্ররোচনামূলক ভাষণ শুধু কথার কথা নয়, বরং বড়সড়ো কোনও হামলার আগাম সংকেত। এর আগে পহলগাম হামলার আগেও ঠিক একই কায়দায় উসকানিমূলক বার্তা দিয়েছিল আবু মুসা কাশ্মীরি। নিয়ন্ত্রণরেখার এত কাছে দাঁড়িয়ে কীভাবে একজন জঙ্গি নেতা বিনা বাধায় জনসভা করল, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১ মাঘ ১৪৩২

ভুলের পথে...

'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেসের বিশ্বস্ত শরিকদলগুলির অন্যতম তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে। অতীতে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের শরিকও ছিল পেরিয়ারপন্থী এই দলটি। কংগ্রেস ক্ষমতা থেকে চলে গেলেও সেই জোট টিকে রয়েছে। তামিলনাড়ুর পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তরে।

যে কোনও রাজনৈতিক জোটে মতবিরোধ থাকে। ভোটে কে কত আসনে প্রার্থী দেবে, ভোটে জিতে সরকার গঠন করলে মন্ত্রীসভার শাঁসালো পদ পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে শরিকি মতানৈক্য খুব স্বাভাবিক। সেসব মিটমাটও হয়ে যায়। কিন্তু তিন দশকের পুরোনো ডিএমকে-কংগ্রেসের জোট সম্পর্কে ইদানীং টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী আসন ছাড়তে নারাজ এমকে স্ট্যালিনের দল। এই দড়ি টানাটানির মধ্যে দ্রাবিড়ভূমের রাজনীতিতে নবাগত তামিল চলচ্চিত্রাভিনেতা থালাপতি বিজয়ের টিভিকে-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে কংগ্রেস। বিজয়ের নতুন সিনেমা 'জন নায়গন'-এর মুক্তি ঘিরে যে জট তৈরি হয়েছে, তাতে ওই অভিনেতা-রাজনীতিবিদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রকে বিঁধেছেন রাহুল।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের কাজকে তামিল সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ আখ্যা দিয়েছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তামিলনাড়ুর মানুষের আওয়াজ দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন বলে সমালোচনাও করেছেন। এর আগে কারুরে টিভিকে-র জনসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাতেও বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাহুল।

ডিএমকে জোট শরিক হলেও বিজয়ের সঙ্গে রাহুলের ঘনিষ্ঠতার নেপথ্যে ভোটের অঙ্ক স্পষ্ট। রুপোলি পর্দার নায়ক হিসেবে বিজয়ের প্রভাব তামিল জনমনে যথেষ্ট। তাঁর আগে আরেক অভিনেতা কমল হাসান নতুন দল তৈরি করে রাজনীতিতে নেমে অবশ্য সফল হননি। ডিএমকে-র সমর্থনে এখন রাজ্যসভার সাংসদ তিনি।

কিন্তু রাজনীতিতে পা রাখা ইস্তক বিজয়কে ঘিরে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা তামিলনাড়ুর আমজনতার মধ্যে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল জয়ললিতাবিহীন এআইএডিএমকে-তে নেতৃত্বের সংকট এখন তীব্র। বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দলটি ভোট বৈতরণি পারের চেষ্টায় মরিয়া। এই পরিস্থিতিতে বিজয় দ্রুত ডিএমকে তথা প্রতিষ্ঠান বিরোধী মুখ হিসেবে তামিল রাজনীতিতে জায়গা তৈরি করছেন।

সেই কারণে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়ে টিভিকে শীর্ষ নেতাকে চাপে রেখে এনডিএ-তে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে সমান তালে। বিজয়ের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা-রাজনীতিবিদ গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে হাত মেলালে তামিলনাড়ুর ভোটের অঙ্কে গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সেই আশঙ্কায় যে কংগ্রেস বিজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছে, রাহুলের বার্তায় তা স্পষ্ট।

বিজয়ের সঙ্গে সমঝোতা করতে গিয়ে ডিএমকে-র সঙ্গে ঝামেলায় আখেরে কংগ্রেসের ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ডিএমকে-র বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে দলটির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্কও রয়েছে।

অভিনেতা হিসেবে বিজয়ের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে বিজয় এখনও পরীক্ষিত শক্তি নয়। বিজয় যে ভবিষ্যতে চাপের মুখে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবেন না, এমন নিশ্চয়তাও নেই। কিন্তু আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মতাদর্শভিত্তিক লড়াইয়ের সঙ্গে বিচারধারাগত মিল রয়েছে ডিএমকে-র দ্রাবিড়ীয় রাজনীতির।

মতের সেই মিল থেকেই দুই দল এক নৌকায় সওয়ার আছে দীর্ঘদিন। বিধানসভা ভোটের মুখে বিজয়কে কেন্দ্র করে সেই সম্পর্কে ফাটল ধরলে ডিএমকে-র থেকে বেশি লোকসান হবে কংগ্রেসের। তামিলনাড়ুতে শেষবার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৬৩ সালে। তারপর থেকে ডিএমকে ও এআইএডিএমকে মূল দুই শক্তি হয়ে আছে। কংগ্রেস ক্রমশ প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ওই রাজ্য থেকে কংগ্রেসের সামান্য লাভের গুড় জুটছে ডিএমকে-র সমর্থনে। ভোটের মুখে আসন নিয়ে কংগ্রেসের অহেতুক জেদের ফল যে খারাপই হয় মহারাষ্ট্র, বিহার তার বড় উদাহরণ। তামিলনাড়ুতে একই পথ ধরলে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই বেশি।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

প্রকৃতি-চিন্তার অদৃশ্য এক নায়ক

পরিবেশচর্চার ভাবনা একবিংশ শতাব্দীতে অপরিহার্য। মাধব গ্যাডগিল সেই ভাবনার অন্যতম হলেও জনচর্চায় নেই।

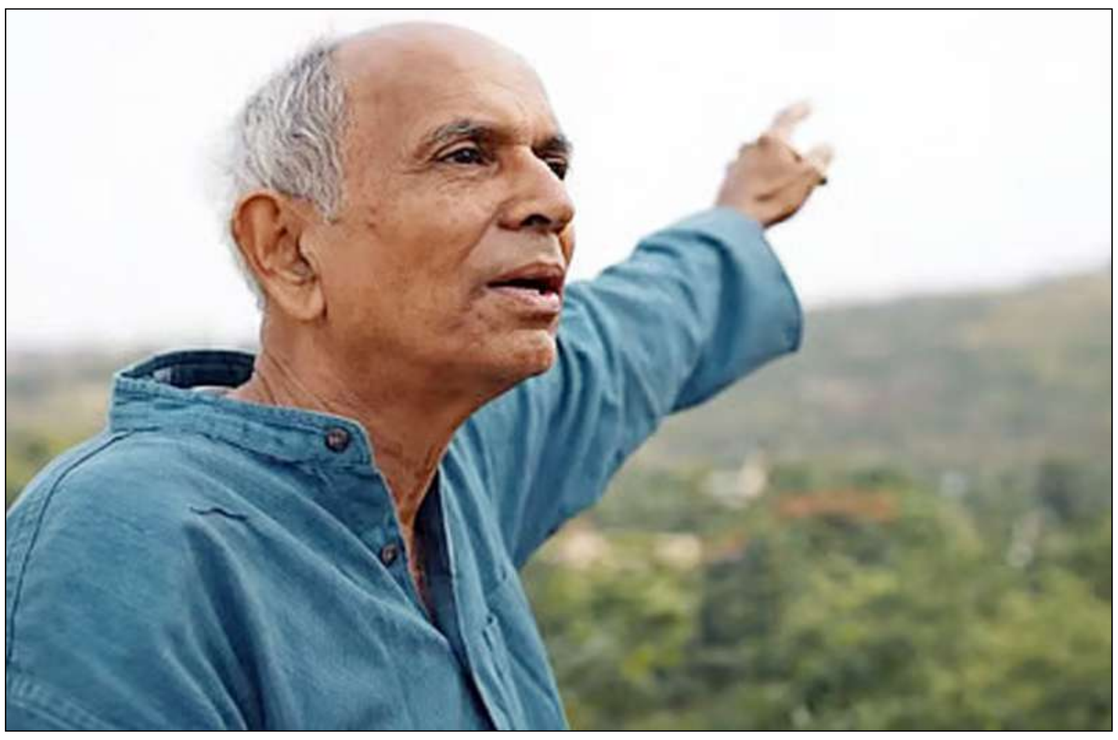

সেবন্তী ঘোষ

আমরা কি কাঁচাবাদাম কাকুকে চিনি? অবশ্যই। ক'দিন আগেই আশা-লতা কণ্ঠী এক দরিদ্র গায়িকাকে নিয়ে মেতে উঠিনি আমরা? ঝাঁপিয়ে পড়েছি বলা যায়। তাঁর স্বাভাবিক মুখখানাকে চড়া মেকআপে রংচঙে করে মহা তামাশায় মেতে উঠেছি। আমরা মোহিনীআট্যম থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীর স্তুতি করেছি। হালেই দেখুন, ট্রাম্পের নাচনকোদন, মুখভঙ্গি থেকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের নাম খোকাখুকুও জানে। মানবাধিকার থেকে পরিবেশ রক্ষায় সেমিনার চলছে নিত্য। যিনি নিজের বাড়ির চত্বর কংক্রিটে মুড়ে দিয়েছেন, তিনিই বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করছেন। পাশের গলিতেও যেতে গেলে যাঁর গাড়ি লাগে, তিনিই কার্বন নিঃসরণ নিয়ে প্রবল চিন্তিত। নদী দখলের বখরা পকেটে ঢুকেছে যার, তিনি নদী বাঁচাও কমিটির প্রধান।

এক নীরব যোদ্ধার কাহিনী

এহেন পরিস্থিতিতে প্রকৃতি পরিবেশ সচেতনতার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মাধব গ্যাডগিলের কথা আর কেই বা জানতে, শুনতে চাইবে? মাজুলি এলাকার যাদব পায়েঙের নির্মিত অরণ্যে আগুন ছড়িয়ে দিলে কার কী যায় আসে? ফেলে আসা বছর শেষে বাঘ রক্ষায় অগ্রণীপুরুষ বল্মীক থাপারের অকাল প্রয়াণের পর লেখা হয়, উনি শশীকাপুরের জামাই! এই যে গৌরচন্দ্রিকা, এ আমাদের পরিবেশ ভাবনা বিষয়ে এক সাধারণ চিত্র। মুশকিল এই, পরিবেশ-প্রকৃতি, অরণ্য, নদী নিয়ে কথা বলার অধিকার বর্তেছে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের ওপর। অর্থাৎ যাঁরা এ বিষয়ে সচেতন এবং খুব ভালোমতো খোঁজখবর রাখেন, সেই একটি বিশেষ দলের মধ্যেই মতবিনিময় হয়ে চলেছে। যেন শৈশব থেকে বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া নয়, পরিবেশ রক্ষাটি শিশুপাঠ্য পুস্তকের বিষয় এবং কিছু পরিবেশকর্মীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বাদবাকি সাধারণ মানুষ প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিনোদন মানেই এখন চড়া মাপের কড়া দাগের ওষুধ। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আত্মঘাতের সমান। যাঁরা গাছপালা ভালোবাসেন, শিশুকে শেখান গাছের ফুল, পাতা না ছিঁড়তে, নদীর ভেতর আবর্জনা ফেলার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না, অরণ্যের ভেতরের জমি জবরদখল করেন না, এমন সাধারণ মানুষের কাছে মাধব গ্যাডগিলেরা পৌঁছান না। কারণ জনসচেতনতার জন্যে তো জলসার ফুর্তি অগ্রাহ্য করা যায় না! আমাদের শৈশবে পাড়ার মাঠে কাপড় টাঙিয়ে পথের পাঁচালি দেখানো হত। এখন সে পথও নেই, পাঁচালি সংকীর্ণ ধর্ম উন্মাদনায় মিশে গেছে।

উল্লেখযোগ্য অবদান

সদ্য প্রয়াত মাধব গ্যাডগিল ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত পরিবেশবিদ, বাস্তুতত্ত্ববিদ ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর গ্যাডগিল রিপোর্ট-পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় স্তরে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজ— এই তিনটির সেতুবন্ধন ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাধব গ্যাডগিলের জন্ম ১৯৪২ সালে মহারাষ্ট্রে। তিনি মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন এবং পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাস্তুতত্ত্বে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। দীর্ঘদিন তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু-তে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি সেন্টার ফর ইকোলজিকাল সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্যাডগিল মনে করতেন, পরিবেশ সংরক্ষণ কেবল বৈজ্ঞানিক বা প্রশাসনিক বিষয় নয়— এর সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও জীবিকা গভীরভাবে যুক্ত। তাই 'টপ-ডাউন' নীতির বদলে তিনি 'বটম-আপ' বা জনগণকেন্দ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। ২০১১ সালে প্রকাশিত পশ্চিমঘাট পরিবেশ বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন, যা সাধারণভাবে 'গ্যাডগিল রিপোর্ট' নামে পরিচিত, তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই রিপোর্টে পশ্চিমঘাট অঞ্চলকে বিভিন্ন পরিবেশগত সংবেদনশীল জোনে ভাগ করে খনন, বড় বাঁধ, ভারী শিল্প ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। রিপোর্টটি পরিবেশবিদদের প্রশংসা পেলেও শিল্পমহল ও কিছু রাজ্য সরকারের প্রবল আপত্তির মুখে পড়ে। মাধব গ্যাডগিল শুধু একজন বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন চিন্তাশীল সমাজমনস্ক বুদ্ধিজীবী। তাঁর লেখালেখি ও বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে পরিবেশগত ন্যায়, গণতন্ত্র এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ববোধের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের পথেই মানুষের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব।

কেন গুরুত্বপূর্ণ শৈশবের শিক্ষা?

কেন শৈশব থেকে শিক্ষা দেওয়ার কথা প্রথমেই তোলা হয়েছে তা মাধব গ্যাডগিলের আত্মজীবনী থেকে ধরা যেতে পারে, তাঁর বাবা ছিলেন পক্ষীবিশারদ সালিম আলির বন্ধু। বাবা দূরবিন নিয়ে বাড়ির সামনে পাহাড়ে হাঁটতে নিয়ে যেতেন। সেখানে মাঠ, চড়াই, বুলবুল, ছাতারে প্রভৃতি নানা পাখির সঙ্গে পরিচয় করাতেন। বাড়িতে ছিল ইংরেজি ভাষার দু'হাজার, মারাঠি ভাষায় এক হাজারের কাছাকাছি বই। পাশের বাড়ির প্রতিবেশী ছিলেন খ্যাতনামা ইরাবতী কার্ভে। যিনি ধর্মীয় শ্রেণিগত সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত এক বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য যে সমস্ত সম্প্রদায় বাস্তুচ্যুত হয় তাদের উপর বিভিন্ন সমীক্ষার কাজ করতেন এবং ভারতে তিনি ছিলেন এই বিষয়ে একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর ভাইয়েরা বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে এই সম্পদ লাভ করেছিল কিন্তু তিনিই বাবার প্রদর্শিত পথে চলতে পেরেছিলেন। ফলে যে সৌভাগ্য তিনি জন্মসূত্রে অর্জন করেছেন, তা পেলেই যে একজন মাধব গ্যাডগিল হওয়া যায় তা কিন্তু নয়। ভালোবাসা থাকলে এবং সেই ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে কোনও মানুষ এতদূর না হলেও প্রকৃতি বিষয়ে খানিক অন্তত সচেতন হতে পারে।

ক্ষমতার সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধ

তাঁর আত্মজীবনটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে ক্ষমতার সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধ। বইটিতে অরণ্য, অরণ্যপ্রাণের প্রতি নিবেদিত এক আশ্চর্য তেজোদীপ্ত জীবন উদ্ভাসিত হয়ে আছে। কত সব অজানা, অচেনা গবেষকদের কথা উঠে এসেছে। একটি বিশেষ সেমিনারে যাঁরা জমায়েত হচ্ছেন তাঁদের গবেষণার কাজ বহু বিচিত্র জীবজন্তু নিয়ে। অনিল মহাবল শালিকদের কার্যকলাপ এবং রাতের বিশ্রামের জন্য জমায়েতের আচরণ, যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরেশ শ্রী মাকওয়ানা হনুমান নিয়ে, তামিলনাড়ুর কে ওসমান পতঙ্গভুক বাদুড়ের ওপর, টি স্যামুয়েল শিয়ালের আচরণ ও ইকোলজি নিয়ে, এম জয়রাজন পেরিয়ার হর্নবিল সমীক্ষা, প্রসাদ বাঁশের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নায়ার হাতির বাস্তুবিদ্যা এবং আচরণ, শরৎচন্দ্র চিতল হরিণ, এসএইচএস হুসেইনি কৃষ্ণসার হরিণ, বনবিড়াল এবং আমাদের ঘরের কাছের শিলিগুড়ির সত্যজিৎ মজুমদার কাজিরাঙ্গা, জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যে গন্ডার নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন।

নতুন এক আশার কথা

এই যে এত রকম কাজ আমাদের দেশেই হচ্ছে, নেচার পত্রিকা থেকে পড়তে হচ্ছে না, এ আমার মতো সাধারণ মানুষের জানাই হত না, যদি না মাধব গ্যাডগিলের বইটি পড়া হত। তাঁর লেখাতেই plantix অ্যাপের কথা জানলাম যার ১৩ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর মধ্যে বেশিরভাগই ভারতীয় এবং দশটি ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এটি কৃষিজীবী বা বাগানের মালিদের জন্য তৈরি একটি অ্যাপ যা কৃষি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম এবং এর জন্য কোনও টাকা দিতে হয় না। বার্লিনের এক স্টার্টআপ সংস্থা এটি তৈরি করে। কোনও ফসল বা তার ওপর আক্রমণকারী ক্ষতিকারক পোকামাকড় বা ফসলের রোগের ছবি পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কীটপতঙ্গের দ্বারা ফসলের ক্ষতি, গাছের রোগ ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি এবং তার প্রতিবিধান সবকিছুই এখানে আলোচনা করা হয়।

এমন টুকরো টুকরো অংশ তুলে দিলেও মাধব গ্যাডগিলের বিষয়ে বা তাঁর কাজ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে জানা সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য সদ্য প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতার দুটি বিয়ে, চারটি সন্তান এবং তিনি বাল্যকালে কোন মক্কি কা রোটি খেয়েছেন তা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি এবং মুখস্থ রাখি। ভাবতে গেলে এর পুরোটাই আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে পড়ে থাকলেও অবহেলায় সরিয়ে রাখি আমরা। মানুষ যে এক আত্মঘাতী প্রাণী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

তথ্যসূত্র : চড়াই পথের চারণিক, আমার ইকোলজি জীবন। মাধব গ্যাডগিল।
অনুবাদ : শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য
(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৩৮

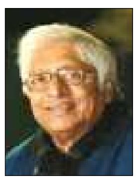

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামী।

২০০৯

পরিচালক তপন সিংহ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

সাংসদ বা রাজনীতিবিদদের নিজেদের জীবন থেকে হ্যারাস শব্দটি সরিয়ে ফেলা উচিত। কারণ এই দল করলে ওই দল হ্যারাস করবে। এগুলি আজকাল খুব সাধারণ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনে যে দলই জিতুক, ভোটার যেন জীবিত অবস্থায় মৃত না হয়ে যান। তাঁদের অধিকার যেন চলে না যায়।

- দেব

ভাইরাল/১

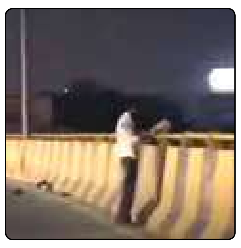

বেঙ্গালুরুর সিল্ক বোর্ড জংশনের রাগি গুড্ডা ফ্লাইওভারে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একটি বাজি ধরিয়ে নীচে ছুড়ে দেয়। ব্যস্ত রাস্তায় বাজি ফাটায় আতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

ভাইরাল/২

বাংলাদেশের মীরপুরে সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগ চলছিল। খেলা চলাকালীন আম্পায়ারের বাউন্ডারি ও আউটের কল নিয়ে দু-দলের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। তা গড়ায় মারামারিতে। খেলা পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আহত ৬ জন। বাতিল টুর্নামেন্ট।

জনমন জনমত

জনপ্রতিনিধিদের বয়স প্রসঙ্গে

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ন্যূনতম বয়স প্রয়োজন। যেমন, পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স প্রয়োজন। আবার রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫ বছর বয়স প্রয়োজন। অবশ্য সংবিধানে প্রার্থীর কোনও ঊর্ধ্বসীমা বর্ণিত নেই।

কর্মক্ষমতা ও মস্তিষ্কের সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আমলা সহ চাকরিজীবীদের অবসরগ্রহণের বয়স নির্ধারিত হয়েছে ৬০ বছর। অবশ্য কিছু চাকরির ক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের বয়স ৬৫ বছরও রয়েছে। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, একজন ব্যক্তির ৬৫ বছর বয়সের পর শারীরিক সক্ষমতা, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ১০০ শতাংশ ঠিক থাকে না। তাই তাকে অবসর নিতে হয়। তাহলে ৬৫ বছর বয়সের পরও একজন রাজনৈতিক নেতা বা জনপ্রতিনিধির কী করে সব সক্ষমতা বজায় থাকে?

হ্যাঁ, ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কারও কারও ৭০/৭৫ বছর বয়সেও সব সক্ষমতা বজায় থাকে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী বাছাইয়ের সময় প্রার্থীদের বয়স বিবেচনা করেই টিকিট দেওয়া উচিত। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত জনপ্রতিনিধি সঠিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন বা সরকার পরিচালনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন না- একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এগিয়ে আসতে হবে

১৩ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়ের পাতায় প্রকাশিত 'ধর্মানুষ্ঠান' শীর্ষক খবর পড়ে এক নতুন উপলব্ধি হল। খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ দিনাজপুর পুরোহিত কল্যাণ সমিতি বালুরঘাটে বার্ষিক ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানে সমিতির সম্পাদক জানিয়েছেন, সকলের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন। উনি ঠিকই বলেছেন। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এসব বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে শুনে আসছি।

প্রশ্ন উঠছে, যুগ যুগ ধরে এত ধর্মানুষ্ঠান করার পর আজও এই অত্যাধুনিক যুগে ভেদাভেদ দূর করার আবেদন করতে হচ্ছে কেন? আমরাই কি বিভিন্ন স্বার্থচরিতার্থ করার জন্য 'বিভেদ' টিকিয়ে রেখেছি? পুরোহিততন্ত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিই কি তাহলে সঠিক? তাছাড়া কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে এই 'ভেদাভেদ' দূর করা সম্ভব তা কোথাও দেখতে বা শুনতে পাইনি। বরং নতুন নতুন বিভেদের রাস্তার সংখ্যা বাড়ছে।

আমার মতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে ভেদাভেদ রয়েছে তা দূর করতে হলে প্রথমেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে। সব জাতের মানুষকে পুরোহিতবিদ্যা শিক্ষার আওতায় এনে বিভেদের প্রাচীর ভাঙতে হবে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কি পারবেন? যদিও এ উদ্যোগ অনেক আগেই শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রক্তচক্ষুকে পাত্তা না দিয়ে এবং তাঁদের অনুমোদন ছাড়াই। সবকিছু নির্ভর করছে জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও সিদ্ধান্তের উপর।

অমিয়কুমার চৌধুরী, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

নম্বরের ইঁদুর দৌড়ে হারছে জীবন

শীতেও কপালে চিন্তার ভাঁজ, কারণ সামনেই জীবনের প্রথম বড় হার্ডল- মাধ্যমিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, মার্কশিটই কি শেষ কথা?

সাহানুর হক

'মাধ্যমিক'- শব্দটা শুনলেই কিশোর মনে একসঙ্গে ভিড় করে স্বপ্ন আর আতঙ্ক। বছরের পর বছর হাড়ভাঙা খাটুনি, মা-বাবার আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা আর স্কুলের কড়া শাসন। সব মিলিয়ে এক অদৃশ্য প্রেশার কুকার। মাধ্যমিক যেন জীবনের প্রথম কুরুক্ষেত্র। কিন্তু চায়ের কাপে তুফান তুলে একটা প্রশ্ন আজ বড় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে- একটা তিন ঘণ্টার পরীক্ষার নম্বর কি সত্যিই ঠিক করে দিতে পারে গোটা জীবনের ভবিষ্যৎ? ভালো রেজাল্ট মানেই কি কেল্লা ফতে? আর একটু পা হড়কালেই কি সব শেষ?

মৃত্যু যখন উত্তরপত্র

সমাজ আজও মার্কশিটকে ভগবানের আসনে বসিয়ে রেখেছে। পরিবার থেকে পাড়ার মোড়- সবাই পরীক্ষার্থীকে আতশকাচের নীচে ফেলে বিচার করে। 'ভালো ফল না করলে ভবিষ্যতে কী হবে?'- এই একটা প্রশ্নই তিলে তিলে শেষ করে দেয় কিশোর মনের আত্মবিশ্বাস। শিক্ষা মানে যে ভয় পাওয়া নয়, বরং ভয় জয় করা- সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি।

এর পরিণাম কতটা ভয়াবহ, তা সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়। কোচবিহারের দিনহাটায় নবম শ্রেণিতে ফেল করে বাবার বকুনি খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে এক কিশোরী। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এনসিআরবি-র ২০২২ সালের হাড়হিম করা পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রায় ১৩ হাজার পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছে, যার মধ্যে হাজারেরও বেশি শুধু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে। ভাবা যায়? একটা কাগজের টুকরোর দাম কি জীবনের চেয়েও বেশি? ১৮ বছরের কমবয়সি এই প্রাণগুলোর দায় কি সমাজ এড়াতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল : মেধার আসল পাঠ

যারা ফার্স্ট বয় বা গার্ল, তাদের পিঠ চাপড়ানি অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু সেই সাফল্য যেন অহংকারের পাহাড় না হয়। মনে রাখা দরকার, আসল পরীক্ষা তো জীবনের রাস্তায়- যেখানে কোনও সিলেবাস নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'- কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা তো পদে পদে ভয় দেখাচ্ছে! যারা আশানুরূপ ফল করতে পারে না, তাদের দিকে সমাজ এমনভাবে তাকায় যেন তারা অপরাধী।

অথচ আজ দিন বদলেছে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইঁদুর দৌড়ের বাইরেও আছে আইটিআই, পলিটেকনিক, শিল্পকলা, খেলাধুলো বা নিজস্ব উদ্যোগের মতো হাজারো দরজা। নজরুলের সেই বিদ্রোহী বুলি- 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'- আজ বড় প্রাসঙ্গিক। নম্বর দিয়ে মানুষকে মাপার দিন শেষ। জীবনানন্দ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মতোই জীবন এক অনন্ত পথচলা, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক সেখানে একটা ছোট স্টেশন মাত্র। ট্রেন মিস করলেও গন্তব্যে পৌঁছানোর অনেক রাস্তা খোলা থাকে।

অভিভাবক যখন বিচারক

আসল গলদটা কিন্তু গোড়াতেই। মা-বাবা যখন সন্তানের পাশে দাঁড়ানোর বদলে বিচারকের আসনে বসেন, তখনই বিপদ ঘনায়। 'ওমুকের ছেলে নব্বই পেল, তুই কেন পেলি না'- এই তুলনাই হল বিষ। শাসন নয়, বন্ধুর মতো হাতটা ধরা দরকার। শুধু বইয়ের পোকা না বানিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য আর জীবন গড়ার পাঠ দেওয়াটা আজ সময়ের দাবি। আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি কি শুধুই নম্বর সর্বস্ব হয়ে থাকবে, নাকি মেধার বহুমুখী বিকাশকে স্বীকৃতি দেবে- সেটা ভাবার সময় এসেছে।

সামনে তাকাও, ভয় পেও না

দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬-এর মাধ্যমিক, পেছনেই উচ্চমাধ্যমিক। এখন তর্কের সময় নয়, মন দিয়ে পড়ার সময়। কিন্তু ফল যাই হোক, জীবন থামবে না। মনে রাখবে, যে চাঁদের আলো চিনে হাঁটতে শেখে, অমাবস্যার অন্ধকার তাকে কোনওদিন পরাজিত করতে পারে না। লড়াই জারি থাকুক, তবে তা জীবন বাজি রেখে নয়।

(লেখক গ্রন্থাগারিক, নয়ারহাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। প্রশ্নের উত্তর বা ইস্তফা ৩। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ৪। ফারসি শব্দ যার অর্থ বিপ্লব ৫। কটুকথা বলা ৭। লালচে রংয়ের নমনীয় ধাতু ১০। হিংসাকারী, কপট বা ওষুধ পেষণ করার পাত্রবিশেষ ১২। অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাব ১৪। কপিল বর্ণের গোরু, কামধেনু ১৫। জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো ১৬। টাকা, গণ্ডা প্রভৃতি নির্দেশক গণিতের বর্তমানে অপ্রচলিত চিহ্নবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। বাবা ২। দশ মহাবিদ্যার রূপ ৩। বীর পুরুষদের কীর্তি সংবলিত গান ৬। কিরণ, রশ্মি, জ্যোতি ৮। কানের গয়না ৯। শিল্পদ্রব্যের নির্মাতা ১১। নমনীয় পদার্থের প্রসারণ বা আন্দোলনের ভাব ১৩। অমঙ্গল, উৎপাত, ঝামেলা।

সমাধান ■ ৪৩৪৪

পাশাপাশি : ২। বাণভট্ট ৫। বালাই ৬। নলখাগড়া ৮। কাব্য ৯। দর ১১। কলমপেশা ১৩। বাজরা ১৪। নামগান।

উপর-নীচ : ১। হাবাগোবা ২। বাই ৩। ভন্ডুল ৪। জামড়া ৬। নব্য ৭। খামার ৮। কাঠিম ৯। দশা ১০। অভিরাম ১১। করীষ ১২। পেন্নাম ১৩। বান।

বিন্দুবিসর্গ

রোহিতকে ছিটকে সিংহাসনে বিরাট

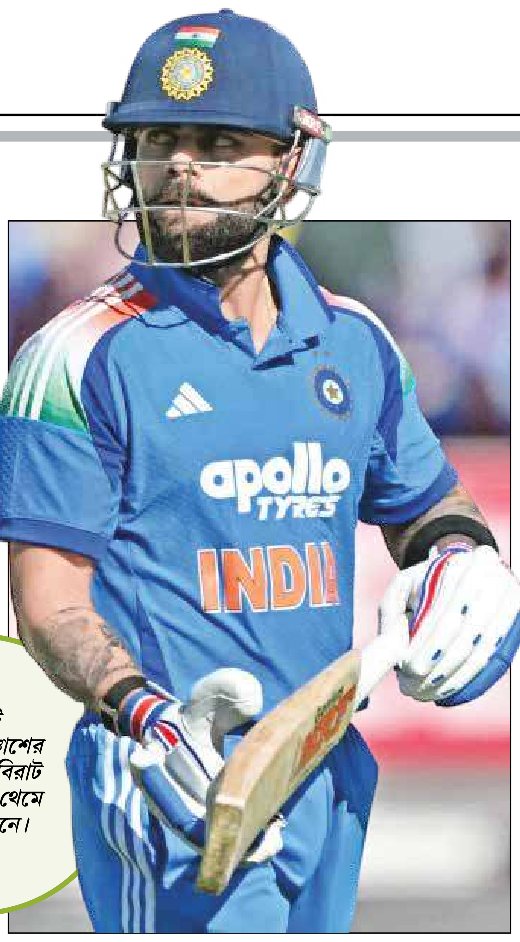
টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোনো বিরাট কোহলি বুধবার থেমে গেলেন ২৩ রানে।

দুবাই, ১৪ জানুয়ারি : স্বপ্নের ফর্ম। ধারাবাহিক সাফল্যের সুবাদে বেশ কিছুদিন ধরেই রোহিত শর্মার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। আজ প্রকাশিত আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সতীর্থকে ছিটকে দিয়ে শীর্ষস্থান দখল করলেন বিরাট কোহলি। দীর্ঘ ৪ বছর পর ফিরে পেলেন ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় হারানো সিংহাসন।

গত পাঁচ ওডিআই ইনিংসে (বুধবারের রাজকোট ম্যাচের আগে) পঞ্চাশ প্লাস রান করেছেন। ফর্মের প্রতিফলন আইসিসি-র প্রকাশিত তালিকায়। যার হাত ধরেই কবজায় ওডিআই ব্যাটিংয়ের শীর্ষস্থান। এই নিয়ে এগারোবার র‍্যাংকিংয়ে সেরা ব্যাটারের স্বীকৃতি বিরাটের। প্রথমবার ২০১৩-র অক্টোবরে। সবমিলিয়ে ৮২৫ দিন শীর্ষে থাকার নজির, যা আর দ্বিতীয় কোনও ভারতীয়র নেই। সবমিলিয়ে বিশ্ব তালিকায় দশম স্থানে। শীর্ষে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডস (২৩০৬ দিন)।

অপরদিকে গত কয়েক ম্যাচে ভালো শুরু করেও বড় রান না পাওয়ার জেরে এক থেকে দুই ধাপ পিছিয়ে তিনে হিটম্যান। রোকোর মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ভারত সফররত নিউজিল্যান্ড দলের ব্যাটিং স্তম্ভ ড্যারেল মিচেল (দ্বিতীয়)। বিরাট (৭৮৫ পয়েন্ট) আর মিচেলের (৭৮৪) মধ্যে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধান। চলতি কিউয়ি-ভারত সিরিজে যে ব্যবধান মুছে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে নতুন সমীকরণ তৈরির রাস্তাও খোলা মিচেলের জন্য।

কিছুটা পিছিয়ে রোহিত রয়েছেন ৭৭৫ পয়েন্টে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন আরও দুই

৪ বছর পর শীর্ষস্থান দখল

তারকা শুভমান গিল (পঞ্চম) ও শ্রেয়স আইয়ার (দশম)। এগারো নম্বরে ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমান 'ক্রাইসিসম্যান' লোকেশ রাহুল। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে অপরাজিত শতরান করেছেন। পরবর্তী আইসিসি ক্রমতালিকায় পুরস্কারস্বরূপ প্রথম দশে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রথম দশে এছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যাটারদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান (৪), পাকিস্তানের বাবর আজম (৬), শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা (৯)। অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ওপেনার ট্রাভিস হেড রয়েছেন দ্বাদশ স্থানে।

শেষবার ২০২১-এর জুলাইয়ে ওডিআই ব্যাটিং ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে ছিলেন বিরাট। পরবর্তী সময়ে লম্বা ব্যাডপ্যাচ, ধারাবাহিকতার অভাবে ক্রমশ পিছিয়েছেন। তবে টি২০, টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে ক্রমশ স্বমেজাজে 'চেজমাস্টার'। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত সিরিজে করেছেন ১৩৫, ১০২ ও অপরাজিত ৬৫। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ৯৩ ও ২৩ করেছেন।

টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে সেরা দুই ব্যাটার ইংল্যান্ডের দুই তারকা জো রুট ও হ্যারি ব্রুক। পরবর্তী দুই স্থানে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার হেড ও স্টিভেন স্মিথ। বোলারদের টেস্ট ক্রমতালিকায় অ্যাসেজে ৩১ উইকেট নেওয়া মিচেল স্টার্ক নয় নম্বর থেকে তিনে উঠে এসেছেন।

ফেডারেশনের ভেটোতে আপত্তি ক্লাবগুলির

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চালাতে ২২ জনের গভর্নিং কাউন্সিল তৈরি হলেও তা নিয়ে ফের ঝামেলা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাবগুলির মধ্যে।

১৪ ক্লাবেরই প্রতিনিধি থাকছেন এই গভর্নিং কাউন্সিলে। সেখানে সভাপতি, সচিব, সহ সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ থাকবেন এআইএফএফের তরফে। এছাড়াও বিপণন সঙ্গী এবং ব্রডকাস্টারের দুইজন ও বাইরে থেকে ফেডারেশনের ও ক্লাবগুলির তরফে একজন করে। এই দুই স্বাধীন সদস্যের নিয়োগ নির্ভর করবে এআইএফএফের এথিকস ও ডিসপিউট রেজোলিউশন কমিটির হাতে। লিগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক হবে এই গভর্নিং কাউন্সিল। কমিটির চেয়ারম্যান হবেন এআইএফএফ থেকে। লিগের নিয়ন্ত্রণ রাখতে ফেডারেশন এই প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখছে। আর তাতেই আপত্তি জানিয়েছে ক্লাবগুলি। কেন শুধু ফেডারেশনের, কেন ক্লাবগুলির হাতে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে তারা চিঠি পাঠাচ্ছে এআইএফএফ-কে। ভেটো অর্থাৎ যে কোনও প্রস্তাব পাশ করাতে অন্তত দুটো ভোট নিশ্চিত করতে হবে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। নাহলে সেই প্রস্তাব পাশই হবে না। অর্থাৎ ১৪ ক্লাব একদিকে ভোট দিলেও ফেডারেশনের সাহায্য ছাড়া সেই প্রস্তাব পাশ করাতে পারবে না। এখানেই আপত্তি সব ক্লাবের। ফলে ফের একজোট হয়ে তারা এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিতে চলেছে। এছাড়াও একটি ম্যানেজমেন্ট

সূচি নিয়ে চাপানউতোর

কমিটি তৈরি হয়েছে। যে কমিটি লিগ চালানোর ক্ষেত্রে রোজকার অপারেশনাল কাজ করবে। এখানে ফেডারেশনের তরফে মহাসচিব বা সহ সচিব, হেড অফ কম্পিটিশন, হেড অফ স্ট্র্যাটেজি, পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধি ও তিনজন পার্টনার প্রতিনিধি থাকবেন। এখানে আইএসএলের প্রতি মরশুমের সেরা দুই ক্লাবের প্রতিনিধিরা সদস্য হিসাবে আসবেন। বাকি তিনজনকে ক্লাবগুলিই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। এখানে একাধিপত্য এড়াতে ক্লাব প্রতিনিধিদের কুলিং অফ রাখা হবে।

এইসব ঝামেলাতেই এখন বিশ বাঁও জলে ক্রীড়াসূচি প্রকাশ। এমনিতেই মঙ্গলবার সূচি তৈরি নিয়ে এক দফা ঝামেলা হয়। এক ক্লাব প্রতিনিধি প্রস্তাব দেন, সূচি চ্যাটজিপিটি দিয়ে তৈরি করা হোক। যা শুনে অবাক হয়ে যান এআইএফএফ পদাধিকারী থেকে কর্মী সকলেই। তাঁরা জানান, ফিফার অন্তত চারটি নিজস্ব সফটওয়্যার আছে সূচি তৈরির জন্য। আর সেই দিয়েই তৈরি করা হবে। ক্লাবগুলির যে বাস্তব কোনও ধারণাই নেই এইসব বিষয়ে, তা বুঝে যায় ফেডারেশন। তবে সেই ঝামেলা অবশ্য বেশি এগোয়নি। তবে এর পাশাপাশি অবশ্য ফেডারেশনের কম্পিটিশন কমিটি বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার অধীনে মাঠ এবং সেগুলি কী পরিস্থিতিতে আছে, সেইসব খতিয়ে দেখা শুরু করে দিয়েছে। ইন্টার কাশী বারাসতে খেলতে চাইলেও সম্ভবত ওই মাঠ তারা পাচ্ছে না। কারণ ওখানকার নৈশালোক তৈরি নয়। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ম্যাচ হবে। এরমধ্যে প্রথমদিনে একটা ম্যাচ হলেও সপ্তাহের বাকি তিনদিন অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার ডাবল হেডার হতে চলেছে। তবে মঙ্গলবার সূচি দ্রুত প্রকাশের কথা জানালেও শেষপর্যন্ত তা কবে প্রকাশ পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু

জানুয়ারির শেষদিকে ইডেনে মুস্তাফিজরা?

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : চলছে আলোচনা। মিলছে না সমাধানসূত্র।

এখনও অনড় বাংলাদেশ। টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত বদলের কোনও খবর নেই আপাতত। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফেও নিয়মিতভাবে চাপ বাড়ানো হচ্ছে ওপার বাংলার ক্রিকেট বোর্ডের উপর। কিন্তু তারপরও বরফ গলেনি রাত পর্যন্ত।

এমন অবস্থায় আজ চমকপ্রদভাবে সামনে এসেছে নতুন কিছু তথ্য। যার মধ্যে প্রধান হল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ইডেনে নির্ধারিত থাকা ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে বুধবার। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে কুড়ির বিশ্বকাপ। সেদিনই ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানদের। ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের। বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রথম দুই ম্যাচের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। অন্তত ১৫ হাজার টিকিট অনলাইনে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে খবর। আজ জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন নম্বর ম্যাচের টিকিট বিক্রিও শুরু হওয়ার খবর। এমন অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসছে বাংলাদেশ?

বিসিবি-র তরফে নতুনভাবে সিদ্ধান্ত বদলের খবর নেই। আইসিসি-ও বিষয়টি নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন,

> জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা। সেই সূচির কোনও পরিবর্তনের খবর আপাতত জানা নেই।
>
> -বাবলু কোলে
> *সিএবির সচিব*

'ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হলে বাংলাদেশ বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওরা আসবে।' শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ কুড়ির বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হবে কিনা, হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে আজ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরমহল থেকে সামনে এসেছে জোড়া তথ্য। এক, আগামী সপ্তাহে আইসিসি-র উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় হাজির হচ্ছে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার জন্য। দুই, বড় অঘটন না হলে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে লিটন দাসদের কলকাতায় বিশ্বকাপ খেলতে হাজির হওয়ার কথা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিএবি-র এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কলকাতায় হাজির হয়ে বাংলাদেশ দলের শিবির করার কথা রয়েছে। সেই কারণেই বাংলার রনজি ম্যাচ ইডেন থেকে সরিয়ে কল্যাণীতে দেওয়া হয়েছে।' সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকায়। বাংলাদেশের কলকাতায় হাজির হওয়ার বিষয় নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যার দিকে সিএবি-র সচিব বাবলু কোলে বলেছেন, 'জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা। সেই সূচির কোনও পরিবর্তনের খবর আপাতত জানা নেই।' আজ বিকেলের দিকে সিএবি-র সমাজমাধ্যমে রীতিমতো বিশ্বকাপের ছবি দিয়ে বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড ম্যাচের অনলাইন টিকিট বিক্রির পোস্ট করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, যদি মুস্তাফিজুররা ভারতে বা কলকাতায় নাই আসবেন, তাহলে সমাজমাধ্যমে এমন পোস্ট কেন দেওয়া হল?

মরিয়া লড়াই কাজে এল না। ইন্ডিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু।

ইন্ডিয়া ওপেনে শুরুতেই হার সিন্ধুর

দিল্লির দূষণে নাম তুললেন অ্যান্ডার্স

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দিল্লির দূষণ নিয়ে ইন্ডিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনের পরিবেশ ভারী। মঙ্গলবার দিল্লির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে তোপ দেগেছিলেন বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে মহিলাদের দুই নম্বর ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফেল্ট। এবার ভারতের রাজধানীতে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণ দেখিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন আরেক ড্যানিশ শাটলার অ্যান্ডার্স অ্যান্টোনসেন। তিনি সমাজ মাধ্যমে নিজের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি জানিয়েছেন।

অ্যান্টোনসেন বলেছেন, 'অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন, কেন আমি টানা তিনবার নাম প্রত্যাহার করলাম। আমার মনে হয়, দিল্লিতে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা উচিত নয়। কারণ, ওখানকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, দূষণ মাত্রাতিরিক্ত। গ্রীষ্মে যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হবে, সেই সময় পরিবেশ অনেকটাই ভালো থাকবে। ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম তুলে নেওয়ায় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে আমাকে।' দিল্লির দূষণ নিয়ে প্রায় একইরকম মন্তব্য করেছিলেন ব্লিচফেল্টও। বলেছিলেন, 'খুবই অপরিচ্ছন্ন এখানকার পরিবেশ। খেলোয়াড়দের জন্যও এই পরিবেশ মারাত্মক। অনেকেই দস্তানা বা টুপি পরে, অতিরিক্ত পোশাক চাপিয়ে অনুশীলন করছে। যা একেবারেই আদর্শ নয়। কারণ কোর্টে খেলোয়াড়দের নাড়াচাড়া করতে হয়।' কানাডার মিশে লি, র‍্যাটচানক ইন্থাননও দিল্লির পরিবেশ নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

যার পালটা দিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্তও। বলেছেন, 'ডেনমার্কে কঠিন পরিস্থিতিতে খেলতে হয়েছে আমাদের। ম্যাচের মাঝে আলো নিভে গিয়েছিল।'

খারাপ খবর এসেছে, ইন্ডিয়া ওপেনের কোর্ট থেকেও। কয়েকদিন আগে মালয়েশিয়া ওপেনে সেমিফাইনালে পৌঁছানো সিন্ধু প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিয়েছেন। ভিয়েতনামের গুয়েন থুই লিন ২০-২২, ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়ে দেন তাঁকে।

বোরহাদের পর গোয়া ছাড়লেন ইকেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : দল ছাড়লেন এফসি গোয়ার চার নম্বর বিদেশি।

জানুয়ারির শুরুতে হঠাৎই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে হঠাৎই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়া নিশ্চিত হয়। কিন্তু তার আগে বড়দিনের ছুটি পড়তেই দল ছাড়েন গোয়ার তিন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি জাভি সিভেরিও, ডেভিড টিমোর ও বোরহা হেরেরা। দেশে ফিরে গিয়েছেন কোচ মানোলো মার্কুয়েজও। তিনি আদৌ আসবেন কিনা তা পরিষ্কার করে বলছেন না এফসি গোয়া ম্যানেজমেন্ট। এবার দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ইকের গুয়েরটক্সেনার। এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারও যে দল ছাড়ছেন তা এদিনই ক্লাবসূত্রে জানানো হয়। তিনি শুরুটা গোয়ার হয়ে করলেও আইএসএল কাপ জেতেন মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে। তবে গোয়ায় ফিরে পরপর দুইবার সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হন মানোলোর কোচিংয়ে। তাঁর চলে যাওয়ার পর শোনা যাচ্ছে, এবারের লিগে খরচ কমাতে সম্পূর্ণ ভারতীয় স্কোয়াড নামাতে পারে এফসি গোয়া। এদেশের ফুটবল লিগ নিয়ে অনিশ্চয়তার জেরেই সম্ভবত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, গ্রিস সহ বিভিন্ন দেশের লিগে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশি ফুটবলাররা।

এদিকে, এদিন বিবৃতি দিয়ে আইএসএলে যোগদানের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করল কেরালা ব্লাস্টার্সও। সোমবারই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানায় ১৪ দল লিগে খেলা নিশ্চিত করেছে। তারপরেই ওডিশা এফসি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, তারা আইএসএলে খেলছে। ঠিক একইভাবে কেরালাও এদিন সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিজেদের যোগদানের কথা জানাল। শোনা যাচ্ছে কেরালাও 'অল ইন্ডিয়ান স্কোয়াড' নামানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে।

ফিনিশার তকমায় আটকে থাকতে চান না রিঙ্কু

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : তাঁকে বলা হয় ফিনিশার। তিনি নিজেও সেই কথা জানেন। কিন্তু শুধু ফিনিশার তকমায় আটকে থাকতে চান না রিঙ্কু সিং।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন রিঙ্কু। যদিও শেষ কয়েক মাস টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার জন্য লড়াই, পরিশ্রম ছেড়ে দেননি রিঙ্কু। বরং অনুশীলনের সময় আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলও পেয়েছেন। রাজ্য দল উত্তরপ্রদেশের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন তিনি। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু আজ বলেছেন, 'সাধারণত, যে জায়গায় ব্যাট করতে নামি আমি, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আমায় ফিনিশার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। ভাবনায় ভুল নেই। কিন্তু আমি শুধু ফিনিশার তকমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাই না। বরং অনেক বেশি করে আমি নিজেকে দলের স্বার্থে মেলে ধরতে চাই। প্রয়োজনে ইনিংস গড়ার দায়িত্ব নিতেও আমি তৈরি।'

আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে রিঙ্কু থাকবেন কিনা, কয়টা ম্যাচে তিনি সুযোগ পেতে পারেন— সবই অনিশ্চিত। রিঙ্কু নিজেও সেই কথা জানেন। তাঁর কথায়, 'দলে সুযোগ পেলে সবারই ভালো লাগে। জানি না বিশ্বকাপের আসরে শেষ পর্যন্ত প্রথম একাদশে সুযোগ পাব কিনা। যদি সুযোগ পাই, আমি সেরাটা দিতে তৈরি।'

রনজির বাকি পর্বে নেই অভিষেক

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় বাংলার। বিজয় হাজারে ট্রফি। সেখানেও একই ছবি। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় বাংলার।

প্রশ্ন হল, রনজি ট্রফির দ্বিতীয় পর্বে বাংলার কী হবে? ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে রনজির দ্বিতীয় পর্ব। যেখানে গ্রুপ 'বি'র শীর্ষস্থানে থেকে রনজি অভিযানে নামবে টিম বাংলা। ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ২৩। ২২ জানুয়ারি কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে লাল বলের মরশুমের ছয় নম্বর ম্যাচ খেলবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। শেষ ম্যাচ হরিয়ানার বিরুদ্ধে লাহলিতে। তার আগে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হয়ে গেল বাংলার

শুরু অনুশীলন

> অভিষেকের চোট গুরুতর। ওকে আমরা রনজির বাকি পর্বেও পাব না। ফলে বিকল্প ভাবনা রাখতেই হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।
>
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

অনুশীলন। অনুষ্টুপ মজুমদার, সাকির হাবিব গান্ধি, মুকেশ কুমারদের মতো কয়েকজন ছিলেন বাংলার অনুশীলনে। অন্তত ৮-৯ জন মিলে আজ অনুশীলন হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পুরো দল পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'রনজির বাকি পর্বে সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করে সফল হতে হবে আমাদের। দেখা যাক কী হয়।'

রনজির দ্বিতীয় পর্বে অভিযান শুরুর আগে অভিষেক পোড়েলকে নিয়ে চাপে টিম বাংলা। অসমের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ম্যাচে উইকেটকিপিং করার সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন তিনি। অভিষেকের চোট বেশ গুরুতর। সেই চোটের কারণে বিজয় হাজারের শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর। আজ জানা গিয়েছে, রনজি গ্রুপ পর্বের বাকি দুই ম্যাচে তো বটেই, বাংলা যদি নকআউট পর্বেও যায়, তাহলে সেখানেও অভিষেককে পাওয়া যাবে না। ফলে অভিষেককে ছাড়া রনজির দ্বিতীয় পর্বের জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বাংলা। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সুমিত নাগ ও সাকির হাবিব গান্ধিকে ভাবা হচ্ছে। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অভিষেকের চোট গুরুতর। ওকে আমরা রনজির বাকি পর্বেও পাব না। ফলে বিকল্প ভাবনা রাখতেই হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।'

এদিকে, আজ আসন্ন রনজির দ্বিতীয় পর্বের জন্য ২৩ জন ক্রিকেটারের একটি পুল তৈরি হয়েছে। সেখানেও নাম নেই অভিষেকের। তবে মহম্মদ সামিকে রনজির বাকি দুই গ্রুপের ম্যাচে পাওয়া যাবে বলে খবর। আকাশ দীপেরও নাম রয়েছে বাংলার সম্ভাব্য পুলে।

ক্রিকেট থেকে এখন বেশ কিছুদিন দূরে থাকতে হবে অভিষেক পোড়েলকে।

সূর্য আমাদের এবিডি : ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর কয়েকদিন বাকি।

ইতিমধ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তবে দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষ ১৯টি ইনিংসে ১৩.৬২ গড়ে ভারত অধিনায়কের সংগ্রহ মাত্র ২১৮ রান। ২০২৪ সালের অক্টোবরে শেষবার টি২০ ক্রিকেটে অর্ধশতরানের দেখা পেয়েছিলেন সূর্য।

ভারত অধিনায়কের কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন তারকা হরভজন সিং। তিনি সরাসরি সূর্যকুমারকে ভারতের এবিডি বলে উল্লেখ করেছেন। বুধবার এক অনুষ্ঠানে ভাজ্জি বলেছেন, 'সূর্যের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমার মতে, টি২০ ফরম্যাটে ও এক নম্বর খেলোয়াড়। সবাই এবি ডিভিলিয়ার্সের কথা বলে। তবে আমাদের দেশের ডিভিলিয়ার্স সূর্য। আমি নিশ্চিত বিশ্বকাপে ও ভালো রান করবে। বিশ্বকাপে সূর্যের কাছ থেকে বড় ইনিংস দেখতে পাব।'

ঘরের মাঠে সূর্যকুমারের নেতৃত্বে ভারত বিশ্বজয় করবে বলেই মনে করেন ভাজ্জি। বলেছেন, 'ঘরের মাঠে চেনা পরিবেশে দর্শকদের সমর্থন পাওয়াটা বাড়তি সুবিধা ভারতীয় দলের। আশা করছি, এবার টি২০ বিশ্বকাপ আমরা জিতব।'

ম্যান ইউয়ের নতুন কোচ ক্যারিক

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : বাকি মরশুমের জন্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন মিডিও মাইকেল ক্যারিক।

রুবেন অ্যামোরিমকে ছাঁটাই করার পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ

হিসেবে গত দুটি ম্যাচের দায়িত্ব সামলেছিলেন ড্যারেন ফ্লেচার। আগামী ম্যাচ থেকেই ডাগআউটে বসবেন ক্যারিক। দায়িত্ব পাওয়ার পর ম্যান ইউয়ের এই কিংবদন্তি ফুটবলার বলেছেন, 'ফের ক্লাবে ফিরে আসার মুহূর্তটা অবিশ্বাস্য। খুব বড় একটি দায়িত্ব নিয়েছি। সবাই মিলে ক্লাবকে ভালো পজিশনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

রেড ডেভিলসে কোচ হিসেবে দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নিয়েছেন ক্যারিক। এর আগে ওলে গানার সোলসায়ার বরখাস্ত হওয়ার পর কয়েকটি ম্যাচ অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় ম্যান ইউয়ের কোচ হওয়ার পর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ক্যারিক। আগামী শনিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটির বিরুদ্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি' দিয়েই কোচ হিসেবে নিজের যাত্রা শুরু করবেন তিনি।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস অ্যান্টনি সেমেনিওর। পরে অবশ্য তাঁর আরও একটি গোল বাতিল হয়।

ভার নিয়ে ক্ষুব্ধ সিটিজেনরা

সহজ জয় নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি : কারাবাও কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ম্যাচের ৫৩ মিনিটে নবাগত অ্যান্টোনি সেমেনিওর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। ম্যাচের শেষলগ্নে ব্যবধান বাড়ান রায়ান চেরকি। সেমেনিও আরও একটি গোল করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে ভার চেক করার পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড অফসাইডে থাকার কারণে গোল বাতিল করেন রেফারি।

ম্যাচ জিতলেও সেমেনিওর গোল বাতিল নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ সিটিজেনরা। ম্যাচের পর কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'ভারের মাধ্যমে গোল বাতিল হওয়ায় আমার খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই রেগে রয়েছে। এর আগে গত নভেম্বরে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফিল ফোডেনের ন্যায্য পেনাল্টি ভার কিন্তু বিবেচনা করেনি। আমি নিশ্চিত, এই সব কথা বলার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' অধিনায়ক বার্নার্ডো সিলভা পরিষ্কার বলেছেন, 'ম্যাচটা ৩-০ ফল হত। এর আগেও যখন নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে খেলেছিলাম তখন অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিল।'

মুম্বইয়ে সেন্ট্রাল কনট্রাক্ট

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অনেক আগেই চালু করেছে। দীর্ঘসময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেন্ট্রাল কনট্রাক্ট বা মূল চুক্তি করাটা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রথম রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা হিসেবে এবার সেই পথে হাঁটতে চলেছে মুম্বই। আজ বিকেলে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে রাজ্য দলের সিনিয়ার ক্রিকেটারদের সেন্ট্রাল কনট্রাক্ট বা মূল চুক্তির আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী ক্রিকেট মরশুম থেকে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে মুম্বইয়ে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি আজিঙ্কা নায়েকও এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছেন বলে খবর।

লোকেশের লড়াইয়ে জল মিচেলের

সিরিজে সমতা ফেরাল কিউয়িরা

শতরান করে ড্যারেল মিচেল।

ভারত-২৮৪/৭
নিউজিল্যান্ড-২৮৬/৩
(৪৭.৩ ওভারে)

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : ভারতের লর্ডস বলা হয়!

রাজকোটের নিরঞ্জন শা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে এক ঝলক চোখ রাখলে ঐতিহাসিক লর্ডসের স্মৃতি উসকে দেবে। টেমসের পাড়ের আইকনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের হুবহু সংস্করণ। স্টেডিয়াম খুব বেশি পুরোনো না হলেও রাজকোটের ক্রিকেট ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন। বর্তমানে যে পতাকা রবীন্দ্র জাদেজার হাতে।

ঘরের ছেলে। তবে রাজকোট এদিন মুখিয়ে ছিল রোকো মৌতাতে মেতে উঠতে। আশাই সার। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, দুজনেই ব্যর্থ। ক্ষত আরও বাড়িয়ে প্রিয় দলের হার। শতকীয় ইনিংসে লোকেশ রাহুল মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। লড়াকু ব্যাটিংয়ে দলকে ২৮৪/৭ স্কোরে পৌঁছেও দেন। কিন্তু ড্যারিল মিচেল ও উইল ইয়ংয়ের দাপটের সামনে যা কম পড়ে যায়।

অথচ, ডেভন কনওয়ে (১৬) ও হেনরি নিকোলসকে (১০) দ্রুত ফিরিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিলেন হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা। কিন্তু ভারতের উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে এদিনই দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন মিচেল। বিরাট কোহলির সঙ্গে ১ পয়েন্টের ব্যবধান। দলকে জেতানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরাটের সিংহাসনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেললেন। ইয়ংও তাল ঠুকলেন।

সময় নিয়ে ক্রিজে থিতু হওয়ার পর হাত খুললেন। মিচেলদের যে ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের ধাক্কায় বেলাইন ভারতীয় বোলিং। হর্ষিত, প্রসিধদের পাশাপাশি রেহাই পাননি জাদেজা, কুলদীপ যাদবরাও। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন কুলদীপই। ততক্ষণে অবশ্য দেরি হয়ে গিয়েছে। ১৬২ রানের জুটিতে ম্যাচ প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছেন মিচেল-ইয়ং।

ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরিও পূরণ। যখন মনে হচ্ছিল, শতরান নিশ্চিত, তখনই কুলদীপের গুগলিতে ইয়ং (৮৭) প্রাপ্তি ভারতের। নিউজিল্যান্ড ২০৮/৩। জিততে দরকার ১২ ওভারে ৭৭। কিউয়িদের যে সহজ অঙ্কটা আর গুলিয়ে দিতে পারেনি শুভমান ব্রিগেড। ১১৭ বলে অপরাজিত ১৩১ রানের স্পেশাল শোয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে ফেরেন মিচেল। গ্লেন ফিলিপস অপরাজিত ৩২। স্কোরলাইন ১-১। রবিবার ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে ফয়সালা হবে সিরিজ কার?

এর আগে টসে জিতে ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। রাতে শিশির ফ্যাক্টরের বোলিং যেমন কঠিন, তেমনই সহজ পরিস্থিতি ব্যাটারদের জন্য। ফলে বড় টার্গেট দেওয়ার দরকার ছিল ভারতের।

তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে মেয়ে ইভারাকে নকল লোকেশ রাহুলের।

কিন্তু টপ অর্ডার সেই দাবি মেটাতে ব্যর্থ।

রোহিত-শুভমানের ওপেনিং জুটিতে প্রত্যাশার ছাপ ছিল। এগারো নম্বর বলে খাতা খোলার পর গিয়ার বদলে নেন রোহিত। গোটা মাঠজুড়ে 'রোহিত রোহিত...' শব্দব্রহ্ম। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে বসেন রোহিত (৩৮ বলে ২৪)।

'বিরাট বিরাট' আওয়াজেও ব্রেক লাগান বছর চব্বিশের ডানহাতি পেসার ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক। বিরাট ফিরলেন ১২৮-১২৯ কিলোমিটার গতির আপাত নিরীহ বলকে ব্যাটের কানায় লাগিয়ে উইকেটে টেনে এনে। ২৯ বলে ২৩, প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। তবে ছোট্ট ইনিংসেই কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকারের (১৭৫০) সর্বাধিক রানের রেকর্ড টপকে যান।

চার বছর পর ওডিআই র‍্যাংকিংয়ে মসনদে বসেন বিরাট। কিন্তু রেকর্ড, নজিরে বিরাট-প্রত্যাশাপূরণে যথেষ্ট ছিল না। প্রত্যাবর্তনে গত ম্যাচে দলের জয়ের অন্যতম কারিগর শ্রেয়স আইয়ারও (৮) ক্লার্কের ঝোলায়। কাইল জেমিসনের ফিরতি স্পেলে 'বন্দি' উইকেটে জাঁকিয়ে বসা শুভমানও (৫৩ বলে ৫৬)।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে ব্যতিক্রম লোকেশ। ভারতের অনূর্ধ্ব যুব দলকে উদ্দীপ্ত করে কয়েকদিন আগে লোকেশ বলেছিলেন, 'পরিস্থিতি যেমনই হোক কখনও হাল ছেড়ো না।' এদিন রাজকোটের রাজকীয় ইনিংসে নিজেই যা করে দেখালেন। বোঝালেন কেন তাঁকে 'ক্রাইসিসম্যান' বলা হয়।

প্রথম ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদিন জোগান লড়াইয়ের অক্সিজেন। শ্রেয়স ফেরার পর যখন ক্রিজে নামেন স্কোর ১১৫/৩। কিছুক্ষণ পর বিরাটের প্রস্থানে ১১৮/৪। লোকেশ কিন্তু দমে যাননি। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে অনায়াসে বাউন্ডারি হাঁকালেন। জাদেজার (২৭) সঙ্গে ৭৩, নীতীশকুমার রেড্ডিকে (২০) নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়ে দলকে পৌঁছে দেন ২৮৪/৭-এ।

লোকেশের নামের পাশে ঝলমলে অপরাজিত ১১২। ৯২ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও ১টি ছক্কা। জেমিসনকে গ্যালারিতে ফেলে অষ্টম ওডিআই সেঞ্চুরি পূরণ এবং মুখে আঙুল ঢুকিয়ে কন্যা 'ইভারা'-র উদ্দেশ্যে চেনা সেলিব্রেশন। যদিও লোকেশের সেই উচ্ছ্বাস ঢাকা পড়ে যায় মিচেল-ইয়ংয়ের ততোধিক দৃষ্টিনন্দন ক্রিকেটে।

আরও সাহসী হওয়ার দরকার ছিল : শুভমান

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : মাঝে প্রায় ২৫ ওভার।

বারবার বোলিং বদলেও উইকেট আসেনি। সফল হয়নি ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ংয়ের জুটি ভাঙার চেষ্টা। ম্যাচ হেরে যে ব্যর্থতাকেই দুষছেন শুভমান গিল। ভারত অধিনায়কের মতে, ওই সময় আরও সাহসী হওয়ার দরকার ছিল। উইকেটের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ঝাঁপানোর দরকার ছিল।

ইয়ংয়ের সঙ্গে জুটি উপভোগ করি : মিচেল

ম্যাচ শেষে শুভমান বলেছেন, 'মাঝের ওভারে আমরা উইকেট নিতে পারিনি। ওই সময় ৫ জনকে তিরিশ গজ বৃত্তের মাঝে রেখেও যদি উইকেট না আসে, তাহলে জেতা কঠিন। আরও ১৫-২০ রান বেশি করলেও হারতাম আমরা। বোলিংয়ে শুরুটা ভালো হয়েছিল। কিন্তু মাঝের ওভারে দারুণ খেলল ওরা।'

মিচেলদের কৃতিত্ব দিলেও উইকেট সহজে হয়ে যায়, সেই কথাও মনে করিয়ে দিলেন। শুভমান বলেছেন, '১০-১৫ ওভারের পর বল সেভাবে কাজ করছিল না। তবে আমাদের আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। সুযোগ তৈরির জন্য ঝাঁপানো দরকার ছিল। পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও আরও উন্নতির প্রয়োজন। গত ম্যাচেও কিছু সুযোগ হাতছাড়া করেছিলাম আমরা। আর সুযোগ হাতছাড়া হলে সমস্যায় পড়তে হবে।'

বুধবার শুভমান গিলের ভরসার মর্যাদা রাখতে পারেননি কুলদীপ যাদব।

১১৭ বলে অপরাজিত ১৩১। স্পেশাল ইনিংসে দলকে জেতানোর পুরস্কার ম্যাচের সেরার শিরোপা মিচেলের। খুশিটা নিয়ে বলেছেন, 'দারুণ জয়। বছর দুয়েক আগে এখান থেকে হেরে ফিরেছিলাম। আজ জিতে ফেরা। দেশের হয়ে খেলা, দেশের সাফল্যে অবদান রাখাটা সবসময় উপভোগ করি। আজ সেই প্রত্যাশা মেটাতে পেরে আমি খুশি।'

উইল ইয়ংয়ের সঙ্গে ১৬২ রানের যুগলবন্দিই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে মিচেলের মন্তব্য, 'ইয়ং ক্লাস প্লেয়ার। ভালোবাসি ওর সঙ্গে জুটি করতে। স্পিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে বরাবর ভালো লাগে। কুলদীপ (যাদব) বিশ্বের অন্যতম সেরা স্পিনার। দুই দিকেই বল ঘোরাতে পারে। চ্যালেঞ্জ সামলে বড় জয়, খুশিটা তাই একটু বেশিই।'

'মনে হয়েছিল ক্রিকেট আর খেলা হবে না'

রাজকোট, ১৪ জানুয়ারি : ধরতে গিয়েছিলেন ক্যাচ। সেই ক্যাচ ধরলেও উলটে মাটিতে পড়ে পেলেন চোট। সময়ের সঙ্গে বুঝলেন, চোট সাংঘাতিক।

প্লীহার চোটের স্মৃতিচারণায় শ্রেয়স

> বরাবরই আমি খুব ছটফটে, চঞ্চল। এক জায়গায় বেশি সময় স্থির হয়ে থাকতে পারি না। কিন্তু সিডনির মাঠে পড়ে গিয়ে পাওয়া চোট আমায় অনেক ধীরস্থির করে দিয়েছে। বুঝতে শিখেছি, সবসময় ছটফট করা ঠিক নয়।
>
> -শ্রেয়স আইয়ার

চোট সারিয়ে ফিরে প্রথম ম্যাচে রান পেলেও বুধবার ৮ রানে আটকে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

প্লীহার চোটের কারণে শরীরের অন্দরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল শ্রেয়স আইয়ারের। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে গিয়েছিল যে, সিডনি থেকে সতীর্থদের সঙ্গে তিনি দেশে ফিরতে পারেননি। বদলে ভর্তি হয়েছিলেন সিডনির হাসপাতালে। সেখানে দীর্ঘসময় ধরে তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। কেমন ছিল তাঁর চিকিৎসার, মাঠের বাইরে থাকার সেই দিনগুলি?

রাজকোটে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ শুরুর আগে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তাঁর পাওয়া চোট নিয়ে মুখ খুলেছেন শ্রেয়স। জানিয়েছেন, চোটের গুরুত্ব বোঝার পর তাঁর মনে হয়েছিল, আর ক্রিকেট খেলা হবে না। শ্রেয়সের কথায়, 'ক্যাচ ধরতে গিয়ে ওইভাবে পড়ে গিয়ে চোট পাব, বুঝতে পারিনি। মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও জানতাম না চোট কতটা গুরুতর। পরের দিন সিডনির হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বুঝতে পারি চোট কতটা সিরিয়াস। শরীরের অন্দরে রক্তক্ষরণের সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেই সময় মনে হয়েছিল, আর ক্রিকেট মাঠে ফেরা হবে না।'

সময়ের সঙ্গে ফিট হয়ে, চোট সারিয়ে ফের ক্রিকেট মাঠে ফিরেছেন শ্রেয়স। ফিরেছেন ক্রিকেটের মূল স্রোতেও। তাঁর কথায়, 'বরাবরই আমি খুব ছটফটে, চঞ্চল। এক জায়গায় বেশি সময় স্থির হয়ে থাকতে পারি না। কিন্তু সিডনির মাঠে পড়ে গিয়ে পাওয়া চোট আমায় অনেক ধীরস্থির করে দিয়েছে। বুঝতে শিখেছি, সবসময় ছটফট করা ঠিক নয়। আসলে জীবনে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যার সম্পর্কে আগাম কোনও ধারণা থাকে না। আমার জীবনেও তেমনই পরিস্থিতি এনেছিল মাস চারেক আগের পাওয়া চোট।' উল্লেখ্য, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলেই টিম ইন্ডিয়ায় ফিরেছেন শ্রেয়স।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

ডব্লিউপিএলে প্রথম জয় দিল্লির

নভি মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : জোড়া হার দিয়ে এবারের ডব্লিউপিএল শুরুর পর অবশেষে স্বস্তি দিল্লি ক্যাপিটালসের। বুধবার তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়র্সকে। অধিনায়ক মেগ ল্যানিং (৩৮ বলে ৫৪) ভরসা দেওয়ার পরও ইউপি আটকে যায় ১৫৪/৮ স্কোরে। শেফালি ভার্মা (১৬/২), মারিজানে ক্যাপরা (২৪/২) জায়গাই দেননি তাদের ব্যাটারদের বড় শট খেলার। হার্লিন দেওল ৪৬ রান করলেও নিয়ে ফেলেন ৪৭ বল। ইনিংসের মাঝপথে তাঁকে ব্যাটিং থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয় ইউপি। জবাবে দিল্লি ৩ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়। লিজেল লি ৪৪ বলে ৬৭ রানে অপরাজিত থাকেন। শেফালি করেছেন ৩৬ রান।

নেতাজির জয়

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : জেওয়াইএমএ মাঠের নতুন টার্ফ পিচে বুধবার থেকে শুরু হল জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ। প্রথম ম্যাচে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ১২০ রানে হারিয়েছে সুভাষ সংঘকে। নেতাজি প্রথমে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। দেবজিৎ দাস ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন। মহম্মদ সাহিল ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে সুভাষ ৫৮ রানে গুটিয়ে যায়। হিমাংশু সিংহের শিকার ১৯ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আশরাফুল আলিও (৬/২)।

বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত মহমেডান স্পোর্টিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : নতুন বছরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকদের জন্য সুখবর। চলতি মাসেই ঘোষণা হতে চলেছে নয়া বিনিয়োগকারী সংস্থার নাম।

বিনিয়োগকারী সমস্যা নিয়ে মরশুমের শুরু থেকেই টালবাহানা চলছিল সাদা-কালো শিবিরের। সেই সমস্যা এবার মিটতে চলেছে। বুধবার সন্ধ্যায় ক্লাব তাঁবুতে বৈঠকে বসেছিলেন মহমেডান কর্তারা। বৈঠকের শেষে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেছেন, 'আমাদের বিনিয়োগকারী সমস্যা মিটছে। মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় নতুন বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ২৫ জানুয়ারির মধ্যে নতুন বিনিয়োগকারীর নাম ঘোষণা করা হবে।'

শোনা যাচ্ছে, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপই বিনিয়োগকারী হিসেবে মহমেডানের দায়িত্ব নিতে চলেছে। এছাড়াও স্পনসর হিসেবে আরও একটি সংস্থা থাকতে পারে। তবে ক্লাবে বাংকারহিলের কী ভূমিকা থাকবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

এই মাসেই নাম ঘোষণা

চলতি মাসের শেষেই আইএসএলের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে মহমেডান শিবির। কোচ হিসেবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুই থাকছেন। স্বদেশি ব্রিগেড নিয়েই মাঠে নামবে সাদা-কালো শিবির। আনুমানিক ১৩ কোটি টাকা বাজেটের দল গড়ছে তারা। পুরোনো মুখদের মধ্যে, মাকান চোটে, ইসরাফিল দেওয়ান, গৌরব বোরা, অ্যাডিসন সিং, লালথানকিমারা রয়েছেন। এছাড়াও রিজার্ভ দল থেকে ট্যাংভা, লালনগাইসাকাকে সিনিয়ার দলে আনা হচ্ছে। নতুন মুখ হিসেবে হীরা মণ্ডল, ফারদিন আলি মোল্লারা দলে যোগ দেবেন। গতবারের মতো এবারেও কিশোরভারতী স্টেডিয়ামই সাদা-কালো শিবিরের হোম গ্রাউন্ড হতে চলেছে।

এদিকে, আসন্ন সন্তোষ ট্রফিতে মহমেডান থেকে বাংলা দলে ডাক পেয়েছেন জুয়েল আহমেদ মজুমদার। কিন্তু ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি কামারুদ্দিন জানিয়েছেন, জুয়েলকে সন্তোষের জন্য ছাড়া হবে না।

ড্র রয়্যাল সিটি এফসি-র

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : বুধবার বেঙ্গল সুপার লিগে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। ৭ মিনিটে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলকে এগিয়ে দেন পাওলো সিজার। ৩৫ মিনিটে রয়্যাল সিটির হয়ে গোল শোধ করেন জোটা। আপাতত ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে ব্যারেটোর দল। সমসংখ্যক ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়্যাল সিটি।

আজ যুব ডার্বি

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার অনূর্ধ্ব-১৮ এআইএফএফ যুব লিগে ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। আপাতত ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এইচ গ্রুপের শীর্ষে সবুজ-মেরুন শিবির। ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দিনের অপর খেলায় মহমেডান খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। এদিকে বুধবার ডায়মন্ড হারবার ১-১ গোলে ড্র করেছে এআইএফএফ ফিফা ট্যালেন্ট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত মরিসিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন ব্রাজিলিয় ফুটবলার দিয়েগো মরিসিও। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে লাল-হলুদ শিবিরের। কোনও অঘটন না ঘটলে মরিসিওকে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে লেখা যাবে।

এই মরশুমে মরিসিও ইন্দোনেশিয়ার পার্সেবায়া সুরাবায়ার হয়ে খেলছিলেন। ওই দেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর, এই জানুয়ারিতে ক্লাব ছেড়ে ভারতে ফিরছেন তিনি। বুধবার অবশ্য ইস্টবেঙ্গলকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানিয়ে দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন জাপানি ফুটবলার হিরোশি ইবুসুকি।

এদিকে, ১৭ জানুয়ারি বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন

বাসিন্দা সুজন বিশ্বাস - কে 17.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34K 71569 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই মুহূর্তটি আমার কাছে সবকিছু। ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার সিদ্ধান্ত আমার পথ বদলে দিয়েছে এবং এই জয় আমাকে সেই জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে যা আমি সবসময় স্বপ্ন দেখে এসেছি। আমি ডিয়ার লটারির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সুব্রত কাপ ক্রিকেট শুরু ১৮ তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : সুব্রত সংঘের সুব্রত কাপ ক্রিকেট ১৮ জানুয়ারি শুরু হবে। সুব্রত সংঘের সচিব বিশ্বজিৎ বসু, সহকারী সচিব সৈকত দাস মজুমদারের উপস্থিতিতে বুধবার টুর্নামেন্ট কমিটির সচিব রবীন্দ্রকুমার নাথ ঘোষণা করেছেন, ১৮ তারিখ সকাল সাড়ে ১০টায় উদ্বোধনী ম্যাচে স্বস্তিকা যুবক সংঘ মুখোমুখি হবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের। প্রতিযোগিতার বাকি ছয় দল- জিটিএসসি, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, অগ্রগামী সংঘ, আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ, নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও জলপাইগুড়ির বর্ধন প্রাঙ্গণ। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ২৪ জানুয়ারি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে হুমান সরকার।

বড় জয় অগ্রগামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার অগ্রগামী সংঘ ২৪৫ রানে চূর্ণ করেছে ডিপিএস শিলিগুড়িকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে অগ্রগামী ৪৩ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯১ রান তোলে। উজান চৌধুরী ৭২ ও রাজদীপ সরকার ৬৬ রান করে। প্রিয়ম সরকারের ২৯ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে ডিপিএস ২৩.৪ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ১৬ রান অর্কদীপ প্রামাণিকের। ম্যাচের সেরা হুমান সরকার ২৪ রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে দিব্যাংশ শর্মা ৫ রানে ৪ উইকেট পেয়েছে। বৃহস্পতিবার খেলবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও সুকান্তনগর সুকান্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

বিপ্লব স্মৃতিকে হারাল দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৮ উইকেটে জিতেছে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে। সিয়াম মাঠে টসে জিতে বিপ্লব ৩৪.১ ওভারে ১২৫ রানে সব উইকেট হারায়। সামশাদ আলমের অবদান ৬৪ রান। সম্রাট দে ৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দাদাভাই ১৩.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়। শুভঙ্কর দে ৬১ রানে অপরাজিত ছিলেন। শচীন গর্গের অবদান ৪৬ রান। বৃহস্পতিবার খেলবে উল্কা ক্লাব ও নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট।

বুধবার প্রথম ডিভিশনে ম্যাচের সেরার ট্রফি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বিদায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। কটকে বুধবার তারা ৫ রানে হেরে গিয়েছে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। টসে জিতে উত্তরবঙ্গ ব্যাটিং করতে ডাকে মগধকে। ২০ ওভারে তারা ৮ উইকেটে ১৮৮ রান করে। হৃষীকেশ সরকার ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন শুভঙ্কর পুরোকায়স্থ (২৩/২) ও নীতিন মল্লিক (২৯/২)। জবাবে উত্তরবঙ্গ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৩ রানে আটকে যায়। ভাস্কর রায় ৫৩ ও দেবজিৎ মুখোপাধ্যায় ৫২ রান করেন।